

৪ মার্চ ২০১৪



কে রি য়া র
কোম্পানি সেক্রেটারি

লাইফ-ও-লজ

জ্যোচ করো,
লগ ইন করো

www.unishkuri.in

প্রাইজ জেতো

INTERVIEW

সিদ্ধার্থ মলহোত্র
শাহির 'অর্জুন' শেখ

সানস্ক্রিন
নিয়ে ফান্ডা

শুরু হল
প্রবীর হালদারের
নতুন ধারাবাহিক
উপন্যাস

মহীরুহ

ফ্যাশনেবল
দোপাটা

SEX

এর সাতসতেরো

বয়ঃসন্ধিতে শরীরে ও
মনে কী পরিবর্তন হয়?
শরীরে কোন হরমোনের
প্রভাব কেমন?
হস্তমৈথুন কি শরীরের
পক্ষে ক্ষতিকর?

পিরিয়ডসের সময় কী কী
বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরি?

থাকছে সেক্স সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



AIMS
Peenya, BANGALORE

EMPOWERING ENTREPRENEURS

“Believe you can and you are halfway there “

This is a phrase which I learnt at AEEC (AIMS Entrepreneurship Excellence Centre). The cell has been nurturing me in all aspects. Special guidance by AEEC has helped me to build a new startup named “EDUPRIME”.

AEEC provided me with all the support and guidance when I needed. The cell's timely guidance has been coming at all stages of my journey as an entrepreneur. Without the AEEC cell I may not have been able to convert my idea into a startup. Humble thanks to the cell for encouraging me in all steps I have taken and guiding me.

Bharat R
MBA 3rd Semester, *AIMS School of Business.*

BUSINESS

COMMERCE

INFORMATION TECHNOLOGY

HOSPITALITY & TOURISM

ARTS & HUMANITIES

1st Cross, 1st Stage, Peenya, Bangalore - 560 058

www.theaims.ac.in

Celebrating
20th
YEAR



AIMS
Peenya, BANGALORE



SELECTION PROCESS MBA / PGDM 2014-15

AIMS is inviting applications for MBA & PGDM programmes for 2014-15 intake. Candidates who are interested and eligible are invited to apply.

RANKINGS

- ★ 13th Best Private B-School in India (*Careers 360, 2012*)
- ★ 18th Best Private B-School in India (*Businessworld, 2013*)
- ★ 19th Best Private B-School in India (*Business Today, 2013*)

COURSES

AICTE approved MBA & PGDM.

ELIGIBILITY CRITERIA FOR SELECTION PROCESS

- 60 percentile or above in CMAT / CAT / MAT / GMAT / XAT.
- 50% or above in graduation.
- Individuals with a minimum of 1-year work experience are preferred.

AIMS VALUE ADDITIONS

- Apple Training & Certifications
- Business Simulations
- International Exchange & Immersion Programmes
- Entrepreneurship Programmes & Business Incubation
- Strong Foundation & Orientation Programmes
- Technical & Non-Technical Augmentation Programmes
- Strong Industry Interface
- Live Industry Projects
- Interdisciplinary Learning

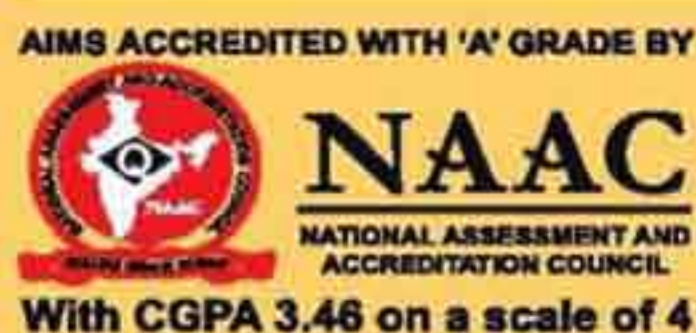
Last date to apply 15 March, 2014

Our institute uses CAT score for short-listing / selecting the candidates for our post - graduate programmes in management / MBA. IIMs have no role either in the selection process or in the conduct of the programme.

For further information on application, dates & venue kindly contact AIMS Admission Centre at admission@theaims.ac.in (or) +91 80 6567 9112 / 3, 2839 1531 / 2.

AIMS Information Centre, Kolkata

9, Chowringhee Road, Beside Esplanade Metro Station, Kolkata - 13
Phone : 033 40019223, Mob : 9830857297, 09341166647



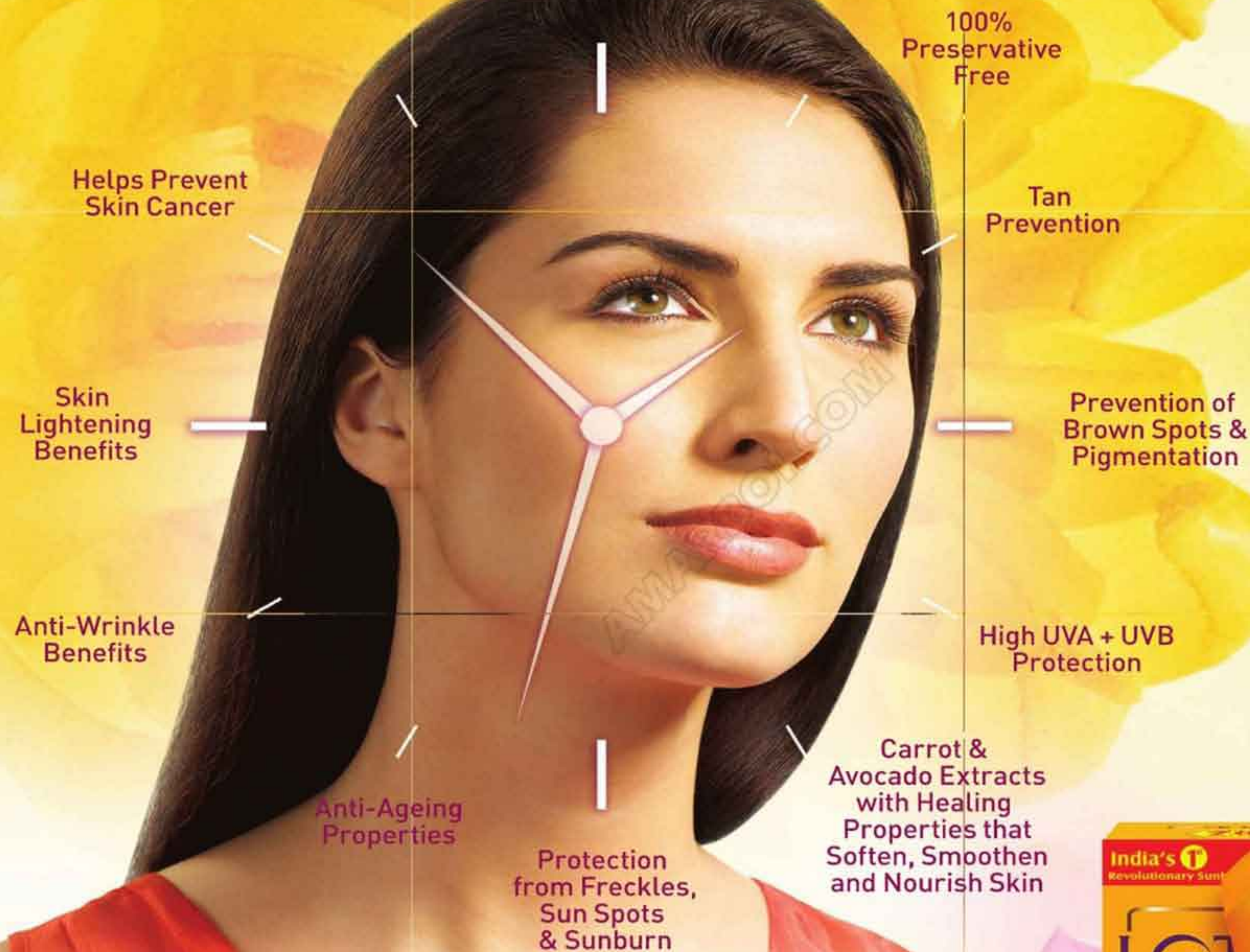
1st Cross, 1st Stage, Peenya, Bangalore - 560 058

www.theaims.ac.in

A STRONG SUN NEEDS A STRONGER SUNBLOCK

10 REASONS WHY YOU NEED LOTUS SPF 70.

LOTUS
HERBALS
SAFE SUN



India's first Multi-Function Sunblock SPF 70 | PA+++, that protects your skin from darkening and ageing.

No matter how much time you spend under the sun, keep your skin ultra-protected against harmful UVA & UVB rays with **Lotus Safe Sun Daily Multi-Function Sunblock SPF 70**. Enriched with Avocado and Carrot extracts, its 10 unique benefits protect your skin from darkening and ageing.



Now shop your favorite Lotus Products at: www.lotusherbals.com

দুনিয়ার মোক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোয়াদের
আবাদের
মুহূর্ত

নে রাখার মতো একটি দিন

এই মরশুমের সবটুকু প্রাপ্তি প্রাণভ'রে উপভোগ করুন
আর প্রত্যেকটা দিন ক'রে তুলুন দারুণ ফ্যাশনেবল !



ম্যাক্স

max
LOOK GOOD. FEEL GOOD.

প্রিন্টেড ড্রেস: ₹799 - ₹899

MEN'S WEAR | WOMEN'S WEAR | KIDS' WEAR | FOOTWEAR | ACCESSORIES

THE LARGEST VALUE FASHION BRAND IN INDIA AND THE MIDDLE EAST | OVER 200 STORES ACROSS 16 COUNTRIES

OVER 80 STORES ACROSS 41 CITIES IN INDIA | WWW.MAXFASHIONINDIA.COM | [f MAXFASHIONS](https://www.facebook.com/MAXFASHIONS)

আপনার কাছাকাছির স্টোর খোঁজার জন্যে এসএমএস করুন: **MF<SPACE><FIRST THREE LETTERS OF THE CITY>**
56070 নম্বরে। যেমন, কলকাতায় স্টোর খুঁজতে হ'লে **56070** নম্বরে **MF KOL** এসএমএস করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Visit Us@ Our Website: www.s-etc.com



SETC INSTITUTE[®] 10-Years Old

An Unimaginable Approach to be Imagined

পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র ভাস্কর্য পড়াশোনা প্রতিষ্ঠান

অভিনয় / ডাউলিং / ডান শেখার কোর্স

আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান SETC-র বিকল্প হয় না

Contact: 9051659580 / 9831044892 / 9830644890

• এরা এখান থেকে অভিনয় নিয়ে আজ সেন্সিটিভি রাপে প্রতিষ্ঠিত •
আপনার মনেও যদি সেই স্বপ্ন থাকে তবে সস্তর এখানে যোগাযোগ করুন



পীতম্বী
[রাশি, ZEE বাংলা]



ওয়েন্টিনা
[মালদেবাসা ইউটিভি STAR অলস]



রূপা সেন
বধু বরন [STAR অলস]



স্বত্বপর্ণা
বয়েই গেলো - ZEE বাংলা



দ্যাস্ত্র
জন নুপুর [STAR অলস]



নগিস
জন নুপুর [STAR অলস]



মৌসুমী
চোমার আমর মিলে STAR অলস



সুপ্রিয়
তুমি হবে নিজবে- DD বাংলা



রিয়াক্স
নারী, যোগাযোগ- DD বাংলা



পূজা পোদ্দার
ইটি কুটুম [STAR অলস]



সুতপা
দুই পৃথিবী (E-TV বাংলা)



কোয়েল মামা
সবী ও মৌচাক [STAR অলস]



বিউটি মিস্ত্রী
চোমার আমর মিলে STAR অলস



প্রিয়ঙ্কা দাস
ইটি কুটুম [STAR অলস]



শীলেখা
চোমার আমর মিলে STAR অলস



কুশল
জননী- আকাশ ৮



অরিত্রা
কথা দিলাম (E-TV বাংলা)



সৌমেন
কথা দিলাম (E-TV বাংলা)



রুমি
বু কেন বলে লগ্নে গেছে [STAR অলস]



অনামিকা দাস
দুই পৃথিবী (E-TV বাংলা)



ত্রিলাঞ্জনা
মহাপ্রাণ, একলা অকল
(বিজয় টেলিভিশন)



এশা
বাজা মামার চিননি (E-TV বাংলা)



সোনামণী
হিয়ার মাঝে (E-TV বাংলা)



গোপাল মিত্র
হিয়ার মাঝে (E-TV বাংলা)



ইন্দ্রানী
নারী- DD বাংলা



সৌম্যদীপ
হিয়ার মাঝে (E-TV বাংলা)



তনয় গিরি
হিয়ার মাঝে (E-TV বাংলা)



সোমনাথ
মালদেবাসা ইউটিভি STAR অলস

আপনিও এখান থেকে নিজের প্রস্তুতিটা সেরে নিন। প্রতিটি কোর্স- ফি সাধারণ মধ্যে
Address: North : 8, Naren Sen Square. Kol-09 [Opposite Amherst Street Post Office]
South : 42/1, Dhakuria Station Road. Kol-31 [Beside Suresh Sweets]

E-mail Us at:- rudrasankarbiswas@gmail.com HOSTEL FACILITY AVAILABLE

শুধুমাত্র কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহীরাই ফোনে যোগাযোগ করুন

SETC-বারা শুধু শিক্ষাদানই নয়, টিভিতে অভিনয়ের সুযোগও করে দেয়।

100% PLACEMENT ASSISTANCE

For details information about our institute join us on facebook [setcinstitute007@gmail.com](https://www.facebook.com/setcinstitute007@gmail.com)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



১১ বর্ষ ১৭ সংখ্যা
১৯ ফাল্গুন ১৪২০
৪ মার্চ ২০১৪



14

‘সেক্স’ নিয়ে অনেক ভুল ধারণাই বয়ঃসন্ধির সময়ে আমাদের বিভ্রান্ত করে... সমস্যা এড়ানোর জন্য জানা দরকার যৌনতার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। এই সংক্রান্ত বহু ইনফো রইল এই সংখ্যায়...

COVER STORY

08 খামখেয়ালি

09 কবিতা

10 ফাঁকড়া

12 ব্যাকরণ মানি না + দেখলে হবে

26 হট টপিক + জ্ঞানের গুঁতো

27 ইন্টারভিউ: সিদ্ধার্থ মলহোত্র

28 শুটিং স্পট

প্রচ্ছদের মডেল: ঋতাব্রী
মেকআপ: জিতেন্দ্র মাহাতো
ফোটো: সোমনাথ রায়

30 ফোকাস @ আমি

34 চিরকুট

35 সাজ Suggestion

36 উপন্যাস

46 আমিও পারি

50 গল্প

54 গান জ্ঞান

55 ইন্টারভিউ: জেসমিন রায় দাস

56 সেকেন্ড লিড

60 ফিল্মি

62 ইন্সপেকশ্যল

63 ইন্টারভিউ: শাহির শেখ

64 সংক্ষিপ্ত সংবাদ

65 কানসুটি

66 হরোস্কোপ + জোড়-বিজোড়

68 মজার পাতা

দেখতে পার: www.unishkuri.in

এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনও দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

সম্পাদক
পৌলোমী সেনগুপ্ত

দাম: পনেরো টাকা

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২১১/২০৭, উপেন বানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল (যেখানে প্রযোজ্য): ত্রিপুরা, আশাম, মণিপুর ১ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Visit Us @ Our Website: www.s-etc.com

SETC INSTITUTE
10-Years Old
An Unimaginable Approach to be Imagined
9051659580 / 9831044892
9830644890
আপনার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য
একবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান SETC-র বিকাশ হয় না
অভিনয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
(৭ মাসের অভিনয়ের কোর্স)
SETC-র শিক্ষক মন্ডলী



E-mail Us at: nudrasankarbiswas@gmail.com
Address: North : 8, Naren Sen Square, Kol-09
[Opposite Amherst Street Post Office]
South : 42/1, Dhakuria Station Road, Kol-31
[Beside Suresh Sweets]

আপনিও এখান থেকে নিজের প্রসুতিটা সেরে নিন।
শুধুমাত্র কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহীরাই কোনে যোগাযোগ করুন।
SETC-যারা শুধু শিক্ষাদানই নয়, টিভিতে অভিনয়ের সুযোগও করে দেয়।
কোর্সের শেষে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী
সানন্দা-TV, STAR জলসা, রূপসী বাংলা, ZEE বাংলা, E-TV বাংলা
বিভিন্ন নামে সিরিয়ালে এবং নতুন ফিচারফিল্মে 100% সরাসরি চান্স।

১৯ম খেলা

১৯

২০কে
সঙ্গে
নিয়ে

আজ দু'বছরে পড়লাম। আমার জীবনে আমূল
পরিবর্তনের জন্য শুধু তুমিই দায়ী। আরও ১০০
বছর আমাদের পাশে এভাবেই থাকো।
হোটেল ম্যানেজমেন্টে কেরিয়ারের ইনফো
দেবে প্লিজ...
শুভম নদিয়া

১৯ ২০, আমি
তোমার
অনেকদিনের

বন্ধু। আমি তোমার মতো একটা বন্ধু পেয়ে
খুব খুশি। ৪ ফেব্রুয়ারির 'মিথ্যুক' গল্পটা
আউটস্ট্যান্ডিং হয়েছে। এইরকম গল্প আরও
পেলে খুশি হব।
রবির শুভ ই মেল মারফত

হা ১৯২০, আমি তোমার নতুন
পাঠক। তোমাকে আমার সঙ্গে
পেয়ে খুব ভাল লাগছে। রজত
টোকাসের সম্পর্কে ইনফো পেলে ভাল
লাগবে। অনেক-অনেক শুভেচ্ছা রইল।
প্রিয়ঙ্কা চক্রবর্তী ই মেল মারফত

আমি ১৯২০-এর
নিয়মিত পাঠক।
১৯২০-এর

গল্পগুলো পড়তে খুব ভাল
লাগে। অন্যান্য বিষয়গুলোও



19TH FEB

দুর্দান্ত। ১৯২০তে যদি মমি
বা বারমুডা ট্রায়াল নিয়ে
রোম্যান্স-রহস্য-রোমাঞ্চ গল্প
পাই, ভীষণ খুশি হব। পত্রিকার
সকলকে আমার ভালবাসা জানাই।

সংখ্যিত্রা মুখোপাধ্যায়
ই মেল মারফত

উনিশ কুড়ি

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলি (১৯৫৬)
৮-খারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্যোতবা বিষয় প্রকাশিত
হল।

১। প্রকাশস্থান: ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০০১
২। প্রকাশকাল: পাকি
৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: প্রদীপ্ত বিশ্বাস, ভারতীয়
নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
৪। সম্পাদক: পৌলোমী সেনগুপ্ত, ভারতীয় নাগরিক,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
৫। যে সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং
যারা মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক আশীদার
বা শেয়ার গ্রহীতা, তাদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: এমিপি (প্রা) লিমিটেড,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশের অধিক শেয়ার
গ্রহীতা: এ সরকার, এ সরকার, এস সরকার, এ
সরকার এবং এমিপি হোল্ডিংস (প্রা) লিমিটেড, ৬
প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
আমি প্রদীপ্ত বিশ্বাস এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,
উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ মার্চ ২০১৪

প্রদীপ্ত বিশ্বাস
প্রকাশক

লাইফ-O-LOGY

চলছে লাইফ-O-Logy গেম। প্রতিটি সংখ্যায় চলবে এই গেম। ১৯
২০-এর সাইটে লাইফ-O-Logy-র পেজে থাকবে এই গেম। এই
গেমে স্পোর্টস, সিনেমা থেকে শুরু করে খাওয়াদাওয়া, বই, সব
বিষয়েই থাকবে প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পেয়ে যাবে অনেক
আকর্ষক উপহার। এই গেমের যে সবচেয়ে বেশি স্কোর করবে, সে হবে
'লাইফ-O-Logist of the week, month, year', তার ছবি প্রকাশিত
হবে ১৯ ২০-র সাইটে ও ম্যাগাজিনে আর সে পাবে প্রচুর উপহার। এ
ছাড়াও এই পেজে থাকছে বিভিন্ন কেরিয়ারের রুটম্যাপ ও
মোটিভেশনাল টিপস।

কী করে খেলব লাইফ-O-logy?

■ <http://unishkuri.in> সাইটে লগইন করে লাইফ-O-Logy-র
পেজে যাবে। পেজের ডানদিকে 'কী করে খেলব' লেখা ট্যাবে
ক্লিক করে, খেলাটার নিয়ম পড়ে নিতে হবে। এবার খেলা শুরু
করব। Enter the game অপশনে ক্লিক করতে হবে।

■ এবার লাইফ-O-Logy লেখা পেজে ইউজারনেম ও
পাসওয়ার্ড লেখা একটা অপশন আসবে। তার নীচে ছোট করে
লেখা Register অপশনে ক্লিক করতে হবে।

■ সেখানে গিয়ে Username আর E-mail id দিতে হবে। এবার
নিজের mail check করতে হবে। সেখানে একটা Username
আর Password পাওয়া যাবে। আবার লাইফ-O-Logy-র পেজে
এসে সেই username আর password দিতে হবে। এবার একটা
পেজ খুলে যাবে। সেখানে একদম নীচে এসে নিজের নাম, এজ,
সেক্স ও লোকেশন দিয়ে প্রোফাইল ক্রিয়েট করবে।

■ এবার সেই পেজের একদম উপরে বাঁদিকে ছোট করে লেখা
লাইফ-O-Logy লেখাটায় ক্লিক করে গেমে এন্টর করতে হবে।
সেখানে কুপন কোড চাইবে। এবার ১৯ ২০ ম্যাগাজিনের
কভার থেকে স্ক্যান করে পাওয়া কুপন কোড দিয়ে খেলা শুরু
করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একটা কুপন কোড
একবারই ব্যবহারযোগ্য। এক কুপন কোড ব্যবহার করে
একাধিকবার এই গেম খেলা যাবে না। তাই নিজের কুপন
কোডের গোপনীয়তা নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

■ এই গেম খেললেই পাবে বিভিন্ন দোকানের আকর্ষক কুপন।
এই খেলা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকলে ফোন করতে পার
আমাদের দপ্তরে। আমাদের ফোন নম্বর: (০৩৩)২২৬০-০২৮২

কবিতা

বসন্ত উৎসব

শুভদীপ দত্ত চৌধুরী

তোমার কাছে বিমুগ্ধতার ডাক পেয়েছি
দোল খেলবার বসন্তদিন...

গাছের পাতা, চোখের পাতা, খাতার পাতা
পূর্ণ করে সৃষ্টি নবীন।

দৃষ্টি দিয়ে বৃষ্টি আনো পারুলসখি
আবির দিয়ে দু'চার কলি

ভুবনডাঙার আকাশ ডুবুক রঙিন মেঘে,
বন্ধু পাতাক বেহাগ ললিত...

একতারাতে গান বেঁধে নিক
তোমার-আমার শহরতলি।

ছন্দ

স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়

এমন করে হারিয়ে যাওয়া সহজ নাকি?
এই তো সেদিন ঘুরতে-ঘুরতে
স্বর্গ থেকে নরক থেকে
পাতাল ফুঁড়ে উঠলে তুমি
কলঙ্ক ও রংয়ের ধাঁধায় মিশেও গেলে বটে,
তবু আজও শান্তি পেতে
সেই পাপেতেই ডুব দিয়ে
যাচ্ছি স্রোতের বিপরীতে।

এও একরকম বেঁচে থাকা,
এ জীবনও মানব জীবন,
জলের দরে ডুবে গেলাম
তোমায় ভেসে উঠতে দেখে।

ঘোষণা

‘১৯২০’-তে কবিতা পাঠাও, কিন্তু
কবিতা যেন ১২ লাইনের বেশি না হয়।
সঙ্গে তোমাদের স্কুল বা কলেজের নাম
এবং শ্রেণি বা বর্ষের উল্লেখ থাকা
আবশ্যিক। পরিষ্কার ইংরেজিতে লেখকের
নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর না দিলে
কবিতা বিবেচিত হবে না। খামের উপর
লিখতে হবে,
‘১৯২০’ কবিতা বিভাগ
৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১

অলঙ্কার: সৌভিক রায়

SMPAITM

SAMRAT MODELING & PERFORMING ARTS PVT. LTD.

1 Year Diploma Course
&
6 Months Certificate Course

● র‍্যাঙ্ক ও প্রডাক্ট মডেলিং-এর প্রশিক্ষণ :-

(ক্যাট-ওয়াক, ফটো সেশন, মেক আপ, কোরিওগ্রাফি,
পারসোনালিটি ডেভলপমেন্ট ও সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার প্রশিক্ষণ)

● সিনেমা ও টিভির অভিনয়-এর প্রশিক্ষণ :-

(ক্যামেরা সেন্স, ফিল্ম ফাইট, ভয়েস মডুলেশন, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ,
লিপ সিঙ্ক ও মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট-এর প্রশিক্ষণ)

● ওয়েস্টার্ন ও ক্রিয়েটিভ ড্যান্সের প্রশিক্ষণ :-

(জ্যাজ্, সালসা, হিপ-হপ, ডিস্কো, ল্যাটিনো ও
ফিল্ম- ড্যান্সের প্রশিক্ষণ)

কোর্সের পর গ্যারান্টি সহ কাজের সম্ভাবনা দেওয়া হয়

All Under One Diploma Course

HAZRA • DURGAPUR • BEHALA • BARASAT

ভর্তি চলছে

HAZRA • DURGAPUR • BEHALA • BARASAT

সরাসরি কথা বলুন সম্রাট মুখার্জির সাথে **CTVN Plus**
চ্যানেলে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১১:৩০টায়

41/F, S. P. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA - 700 026

(OPP. ASUTOSH COLLEGE, BESIDE CHITTARANJAN CANCER INSTITUTE NEAR J. D. PARK METRO STN.)

(033)24860743 / 9836333330 / 9836414141

Website - www.smpai.com / email id - smpaisamrat@gmail.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ v

আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, তখন একটি মেয়ের প্রেমে পড়ি। তারপর তার সঙ্গে ভাল বন্ধুত্ব হয়। রোজ আমাদের দেখা হত বা ফোনে কথা হত। প্রায় দেড়বছর পর ওকে প্রপোজ করি, কিন্তু ও 'না' বলে দেয় এবং বলে বন্ধু হয়ে থাকতে। কিন্তু আমি ওকে খুব ভালবাসি। একবার ওর কথা খুব খারাপ লাগায় হাত কেটে ফেলেছিলাম। এখনও আমার সঙ্গে ওর ফোনে কথা হয়। আমি ওকে ফোন করি না, কিন্তু ও করে। ওকে যখন বলি, জীবনসঙ্গী হিসেবে চাই, তখন ও বলে, তা হলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। আসলে আমি ওর কোনও কথাতে না বলতে পারি না। কিন্তু ওকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। কী করব?

অঙ্কন, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মেয়েটি যখন তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, সে তোমাকে বন্ধু হিসেবেই রাখতে চায়, তখন তোমার কাছে শ্রেফ দু'টো পথ খোলা আছে। তুমি বন্ধুত্বের বেশি চাইলে, এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসো, নয়তো কষ্ট পাবে। অথবা তুমি ওর কাছ থেকে বন্ধুত্বের বেশি কিছু আশা করো না। তুমি কিন্তু এ দু'টির মধ্যে কোনও সিদ্ধান্তই নাওনি, তাই মিথ্যে আশা করে কষ্ট পাচ্ছ এবং নিজেকে আঘাত করছ। নিজেকে আঘাত করায় অভ্যেস হয়ে গেলে, তার থেকে বেরনো খুব মুশকিল। এটি একটি সাইকোয়ালজিকাল সিম্পটমও বটে। তুমি এখনই কোনও মনোবিদের সাহায্য নাও।

আমার বয়স ২৮। আমি একটি ছোট শহরের মেয়ে, পেশায় নার্স। একটি ছেলের সঙ্গে বছরপাঁচেক ধরে সম্পর্ক ছিল, যদিও অ্যাডজাস্টমেন্টে সমস্যা ছিল। অনেক পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ও চাকরি পায়নি। আমার প্রথম পোস্টিং হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু ওর জন্য ট্রান্সফার নিয়ে ফিরে আসি। বাড়ি থেকে বিয়ের জন্য চাপ আসছিল। বাড়িতে ওর কথা জানাইনি, ভেবেছিলাম, ও চাকরি পেলে বাড়িতে রাজি করিয়ে ফেলব। গত বছর আমার সঙ্গে একটি ছেলের বন্ধুত্ব

হয়। তখন ওর সঙ্গে সমস্যা চলছিল। নতুন ছেলেটির সঙ্গে ফোনে রোজ কথা হত। এভাবে কখন যে সম্পর্কটা অন্যদিকে গড়িয়ে যায় বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা পুরনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে জানিয়ে, ওর সঙ্গে ব্রেকআপের কথা বলি। তারপর থেকে ও ফোনে আমাকে গালাগালি দিতে থাকে। এমনকী, আমার মাকেও যাচ্ছেতাই কথা বলেছে। এই সমস্যায় আমি গত একবছর ধরে ভুগছি। আমার নতুন বন্ধু পুরো ব্যাপারটা জানে। সে বলেছে, আমি চাইলে ওর সঙ্গে জীবন শুরু করতে পারি এবং মন চাইলে পুরনো সম্পর্কেও ফিরে যেতে পারি। এই ঘটনার পর আমি আবার পুরনো সম্পর্কে ফেরার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে জানাই। কিন্তু এত দুর্ব্যবহারের পর বাড়িতে এই সম্পর্ক কিছুতেই মেনে নিচ্ছে না। এদিকে আমার শহরে সকলে আমাকে চেনে এবং নানারকম কথা বলে। কেউ কোনও সাহায্য করে না। আমি খুব একা হয়ে গিয়েছি। বিয়ের জন্যও এখন প্রস্তুত নই। কোনও কাজে মন দিতে পারছি না। অল্পে রেগে যাচ্ছি। প্লিজ আমাকে বাঁচান!

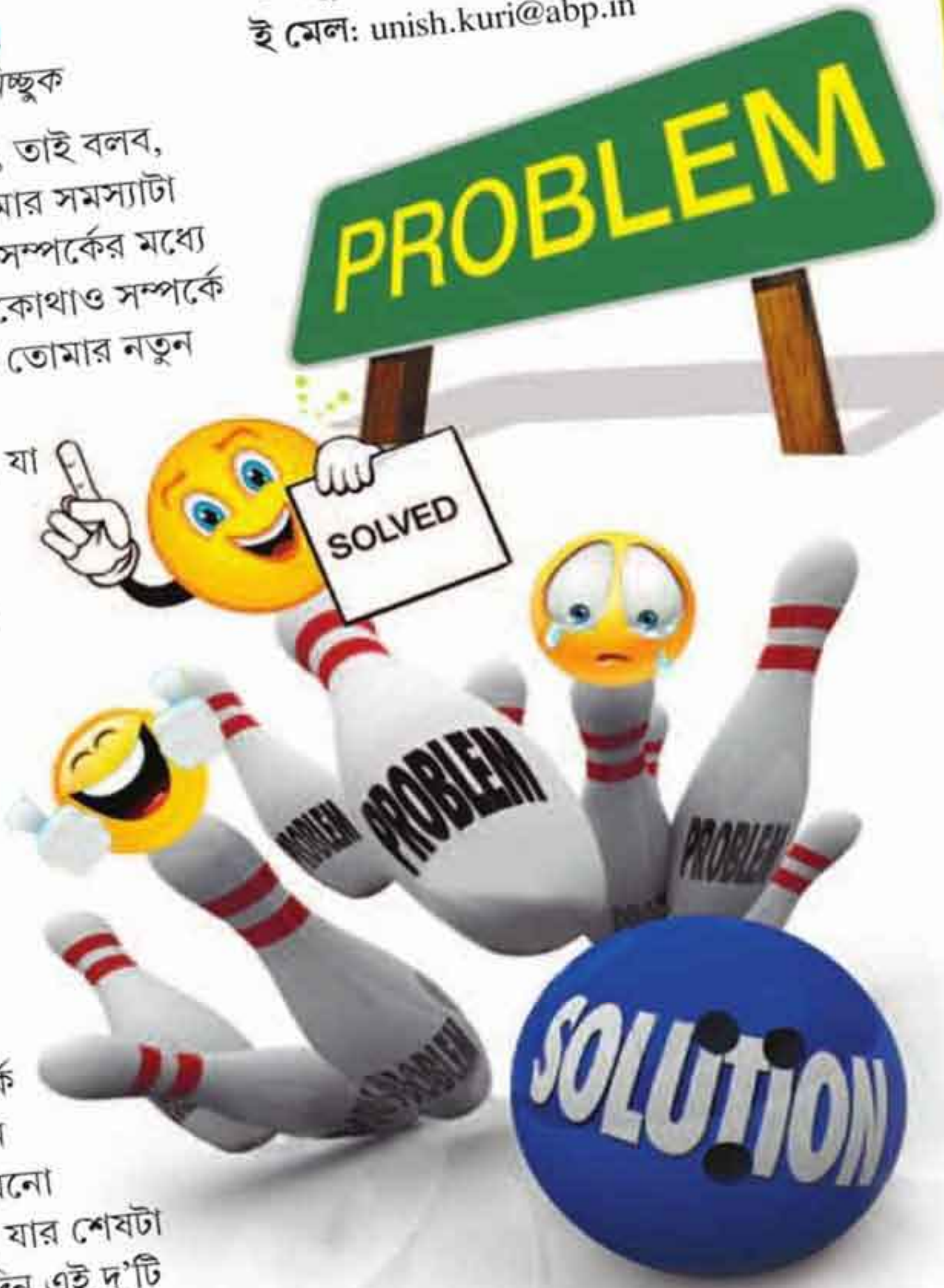
নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

তুমি স্বাভাবিক, চাকরি করছ, তাই বলব, একটু ম্যাচিওরভাবে তোমার সমস্যাটা দেখার চেষ্টা করো। একটি সম্পর্কের মধ্যে অন্য সম্পর্ক আসা মানে, কোথাও সম্পর্ক ফাঁক ছিল। তা ছাড়া, তুমি তোমার নতুন ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা পুরনো ব্যাকগ্রাউন্ডকে বলে দিয়েছ, যা ওর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তোমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা খুব দরকার। যদি তোমার পরের সম্পর্ক নিয়ে কোনও দুঃখ বা অভিযোগ না থাকে, তা হলে পুরনো সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছ কেন? বেশিরভাগ সময় পুরনো সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার মানে হাজারবার পড়া পুরনো বইটা আবার পড়া, যার শেষটা আমি জানি। কিছুদিন এই দু'টি

সম্পর্ক থেকে ছুটি নাও, ওদের জানাও, তোমার নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাটা খুব জরুরি। তুমি কাকে চাও? কেন চাও? গিল্ট ফিলিং থেকে কোনও সম্পর্কে ফিরে যাওয়া উচিত নয়। তার চেয়ে একা থাকা অনেক ভাল। সম্পর্ক মানুষকে শান্তি ও মর্যাদা দেয়। যে সম্পর্ক তোমাকে এত অশান্তি দিচ্ছে, তার কারণগুলো দৃঢ়তার সঙ্গে সমাধান করতে না পারলে, সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। তোমার এখন উচিত, নিজের মনকে বুঝে কোনও দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। তোমার সিদ্ধান্তে হয়তো একজন কষ্ট পাবে ক্ষণিকের জন্য, তা না হলে তিনজনে কষ্ট পাবে সারাজীবন। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, তোমার কী করা উচিত!

ড. পারমিতা মিত্র ভৌমিক
মনোবিদ (কনসালটেন্ট সাইকোলজিস্ট)
ফোন: ৯৮৩০০২১৫৬৭

তোমারও কোনও সলিউশন চাই?
নীচের ঠিকানায় লিখে পাঠাও আমাদের...
ফাঁকড়া ১৯ ২০, এবিপি প্রা. লি.
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১
ই মেল: unish.kuri@abp.in



ময়শ্চারাইজার নয়। আমার চাই বডি অয়েল!! 'জ্যাক অলিভল'

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। শুষ্ক ত্বকে Italian Olive Oil যুক্ত এই তেল ময়শ্চারাইজারের থেকেও ভাল। ল্যানোলিন ও আয়ুর্বেদিক ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ এই তেলে আছে অর্জুন, দারুহরিদ্রা, মনজিষ্ঠা, নিম ইত্যাদি ও Italian Olive Oil যা আমাকে দেয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল নিদাগ ত্বক।

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল
প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে
দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।



শীতকালে ● স্নানের পরে
গ্রীষ্মকালে ● স্নানের আগে



Bumper Offer		
500 ml Pack	M.R.P. ₹ 248/-	Now ₹ 198/- only
300 ml Pack	M.R.P. ₹ 158/-	Now ₹ 128/- only
200 ml Pack	M.R.P. ₹ 114/-	Now ₹ 94/- only
100 ml Pack	M.R.P. ₹ 64/-	Now ₹ 54/- only

Hahnemann's
jac
OLIVOL™

AN EFFECTIVE HERBAL
BODY OIL



সারা বছর তারুণ্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল ত্বক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপ রুচি খানা!

একদম খাঁটি কথা। তাই আমার চাউমিনের সঙ্গে চানাচুর খেতে দারুণ লাগে! কিন্তু তা দেখে আমার ট্যাঁশ বন্ধুগুলো নাক সিঁটকে বলে এ মা! এরকম কেউ খায়



নাকি? লে হালুয়া! চাউমিনের সঙ্গে চানাচুর খাওয়া যাবে না কেন রে? বলি, ওই সরু-সরু কেঁচোর মতো নুডলগুলোর আলাদা স্বাদ আছে নাকি? তাতে গুচ্ছের সস, ডিম, মাংস, বিন্স, গাজর থেকে শুরু করে যত পার সুস্বাদু জিনিস মেশাও, তারপর সেটি কিনা মুখে তোলার যুগি হবে। এর সঙ্গে টক-ঝাল-মিষ্টি চানাচুর মেশালে অমন মুখভঙ্গি করার কী আছে? মানছি, চাউ চিনা মুলুকের খাবার আর চানাচুর টোটাল দেশি। কিন্তু খাবার বেলায়

তো দু'য়ের মধ্যে সীমান্ত সম্পর্ক নেই! তা ছাড়া, এতদিন ধরে যা খেয়ে এসেছি, নিয়ম মেনে তাই খেতে হবে কেন? তা ছাড়া, আমাদের বেশিরভাগের বদভ্যেস, কোনও কিছু না চেখে-না দেখেই 'বাজে', 'চলবে না' নিদান দেওয়া। তা সে বাংলা সিনেমা হোক বা চাউমিন with চানাচুরের মতো একটা এক্সপেরিমেন্ট। আর চাউমিনের নামে আমরা যেটা রাঁধি, তার সঙ্গে অসলি চিনা চাউমিনের যোজন দূরত্ব। সুতরাং ব্যাপারটা যখন এই, তখন চিনা চাউকে একটু 'বেঙ্গলি' করতে দোষ কোথায়? তাই ভ্যাদভেদে সাদা 'কেঁচো'র সঙ্গে মশলাদার চানাচুরের দানাগুলো মিশিয়ে একবার খেলে বলবেই, এ স্বাদের ভাগ দেব না। গ্যারান্টিড!!
পুনশ্চ: চাউমিনের সঙ্গে চানাচুর খাওয়া আদবকায়দার সম্পূর্ণ বিরোধী। তাই খেলে নিজের রিস্কে!



মডেল: বিহু ফোটো: অমিত দাস স্টকআপ: অভিজিৎ পাল

দেখানো হবে!

অপো এন-ওয়ান ফ্যাবলেট

স্মার্টফোন যাদের বিশেষ দুর্বলতা তাদের জন্য সুখবর। অপো নিয়ে এল ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন 'অপো এন ওয়ান'। এই স্মার্টফোনের বৈশিষ্ট্য হল এটির ক্যামেরা রোট্টে করা যায়। এছাড়াও এই ৫.৯ ইঞ্চির ফ্যাবলেটে আরও কিছু ফিচার রয়েছে, যা এর আগের স্মার্টফোনগুলোতে দেখা যায়নি। এটি বিশ্বের প্রথম রোট্টিং ক্যামেরাযুক্ত স্মার্টফোন।

ক্যামেরাটি ২০৬ ডিগ্রি কোণে রোট্টে করা যায়। যার জন্য ক্যামেরাটির দ্বারা ফ্রন্ট ও ব্যাক শট দুটোই খুব ভালভাবে নেওয়া যায়। ১৩ মেগাপিক্সেল যুক্ত এই ক্যামেরায় রয়েছে ছ'টি ফিজিক্যাল লেন্স। এই ফোনের অ্যাপারেচারও খুব ভাল, সেহেতু এই

ফোন অন্ধকারেও বেশ ভাল ছবি তুলতে সক্ষম। ক্যামেরাটি শুধু রোট্টে করা যায় তা নয়, বরং বিভিন্ন কোণে ঘোরানোর পর ক্যামেরাটি নিজেই সঠিক কোণ বেছে নিয়ে ছবি তুলে নেয়। এই ফ্যাবলেটে রয়েছে ও-টাচ ও ও-ক্লিকের সুবিধে। এন-ওয়ান ফোনে ১২ সেন্টিমিটারের একটি টাচ প্যানেল রয়েছে ফোনটির পিছনে। এই টাচ প্যানেলটির মাধ্যমে ওয়েব পেজ স্ক্রল করা যায়, অ্যাপস ও লিংক ওপেন করা যায় এবং ক্যামেরার শাটারও কন্ট্রোল করা যায়। ও-ক্লিক প্রধানত ফোনটির ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়াও ও-ক্লিকের মাধ্যমে ফোনটিতে একটি বিশেষ অ্যালার্ম সেট করে রাখা যায়। যেটি ফোন খুঁজে না পেলে বাজতে থাকবে এবং আমাদেরকে ফোনটি খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। মোটামুটি পঞ্চাশ মিটারের মধ্যে ও-ক্লিক কাজ করবে। অপো এই ফোনটিতে তাদের নিজস্ব অ্যানড্রয়েড 'কালার' যুক্ত করেছে। তবে যারা এই ফোনটি ব্যবহার করবে তারা সায়ানোজেনমোড কাস্টম ফার্মওয়্যার সরাসরি ইনস্টল করতে পারবে ফোনের স্টক রিকভারি থেকে।

ELLE
18

নতুন নজর

মুখ

মুভি বা কফি ডেটের পারফেক্ট লুক পেতে Elle 18 গ্লো ফাউন্ডেশন অ্যান্ড গ্লো কমপ্যাক্ট এক্কেবারে পারফেক্ট ম্যাচ। তবে নজর রাখতে হবে যেন স্কিন টোন এবং টাইপ অনুযায়ী সঠিক শেড বাছা হয়। একটু গ্লো ফাউন্ডেশন হাতের চেটোতে নিয়ে মুখ এবং গলায় ভাল করে ব্লেন্ড করে নাও। আর Elle 18 গ্লো কমপ্যাক্টটা যেন ব্যাগেই থাকে লাস্ট মিনিট টাচ-আপের জন্য।



চোখ

‘চোখে চোখে কথা বলো...’ তুমিও কী চাও, মুভি বা কফি ডেটে গিয়ে তোমার চোখও কথা বলুক? তা হলে Elle 18 ব্ল্যাক আউট কাজলই করবে তোমার স্বপ্নপূরণ। এইটা দিয়ে চোখের উপর এবং নীচের পাতায় লাগিয়ে নাও। আর-একটু ডার্ক আইজ চাইলে চোখের উপর পাতায় লাগিয়ে নিতে পার Elle 18 ব্ল্যাক আউট আইলাইনার।



ঠোঁট

ডেটে যাচ্ছ মানে পারফেক্ট পাউন্টটা পেতেই হবে। তোমার জন্য হাজির Elle 18 ক্র্যানবেরি লিপস্টিক। এর সঙ্গে আরও একটু শাইন অ্যাড করতে Elle 18 জুসি বেরি লিপ বাম তো রয়েছেই।



নখ

ডেটে যাচ্ছ মানে সবকিছু পারফেক্ট থাকা চাই, তবে নখ নিয়ে বেশি নখরা করলে একটু বাড়বাড়িও হয়ে যাবে। তাই ব্যবহার করতে পারো Elle 18 নেল পপ্স-এর নিউড শেডটা।



পাঁচ মিনিটে মেক ওভার



Elle 18 ক্যাজুয়াল কফি ডেট লুক

ডেটে যাচ্ছ মানে তোমার দরকার একটা ব্যালেন্সড, তবে আকর্ষক লুক। গরম যেহেতু দোরগোড়ায়, তাই আউটফিটে ব্যবহার করতে পারো ব্রাইট সামার কালার্স বা ফ্লোরাল প্রিন্টস। তবে এর সঙ্গে প্রয়োজন ক্যাজুয়াল মেকআপ। যদি সবকিছু পারফেক্ট থাকে, তা হলে তুমি নজর কাড়তে বাধ্য!

পোশাক

একটা ফ্লোরাল প্যান্ট বা স্কার্টের সঙ্গে পরে নিতে পার একটা হালকা প্যাস্টেল শেডের টপ, সঙ্গে একটি স্মার্ট সাইড ব্যাগটা যেন থাকে। Elle 18 ক্র্যানবেরি লিপস্টিকটা সঙ্গে রাখতে হবে তো!

অ্যাকসেসরিজ

স্মার্ট লুকে একটু গ্ল্যামারের ছটা লাগাতে গোলাপি বা পিচ রংয়ের জুতো আর ফান্সি সানগ্লাসেস নিয়ে নিলে তুমিই হয়ে উঠবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমিস্ট্রি পড়তে খুবই ভালবাসে নটে। শুধু বইয়ের ভিতরের কেমিস্ট্রিই নয়, বইয়ের বাইরের নানারকম ‘কেমিস্ট্রি’ নিয়েও তার যথেষ্ট মাথাব্যথা। তখন আমরা ইলেক্ট্রনের মাঝামাঝি। এমন সময় ‘মশলা’ আবিষ্কার করে বন্ধুত্বমহলে বেশ সাড়া ফেলে দিল আমাদের একমেবাদ্বিতীয়ম নটে। মশলাটা কীসের? না সেলেনিয়াম হ্যালাইড। এরকম কোনও যৌগ আদৌ হয় কি না, আলোচনার বিষয় সেটা নয়। বিষয়টা

মশলার ফরমুলা বা সংকেতে। কারণ সেলেনিয়ামের চিহ্ন Se এবং হ্যালাজেন গ্রুপের মৌলগুলোকে (ক্লোরিন, ব্রোমিন, ফ্লুরিন ও আয়োডিন) সাধারণভাবে লেখা হয় X দিয়ে... তা হলে সেলেনিয়াম হ্যালাইডের সংকেত কী দাঁড়াল বন্ধুরা? ঠিক ধরেছ ... SeX! তা সে যাই হোক, সিনেমা, মিউজিক ভিডিও, ছবির প্রোমো সবচেয়েই আমরা সেসময় সেলেনিয়াম হ্যালাইডের মশলা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। একদিন কথাটা বন্ধুদের বাইরে বেরিয়ে গেল। আমাদের স্কুলের নতুন

SEX-এর সাতসতেরো

‘সেক্স!’ শব্দটাই মনের ভিতরে কেমন কৌতূহলের খাসমহল তৈরি করে দেয়, তাই না? কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে তো সকলের সামনে কথা বলা যায় না, তাই এ বিষয়ে অনেক ভুল ধারণাই শুনে-জেনে-মনে রেখে বেড়ে যায় বয়স। যৌনতাও তো একটা বিজ্ঞান, তার পিছনের সত্যিটা না জানা মোটেই কাজের কথা নয়। বিশদে তথ্যতলাশ করলেন সুবর্ণ বসু

বায়োলজি স্যার এসএম, মানে সৌম্যজিৎ
মিত্রর সামনে। সৌম্যজিৎ স্যার আমাদের চেয়ে
বয়সে অল্পই বড় ছিলেন, একচাপে চাকরির
পরীক্ষা উপকে তিনি যখন আমাদের স্কুলে
পড়াতে শুরু করলেন, তখন ওঁর বয়স ২৪-২৫
হবে। অসম্ভব ভাল পড়াতেন। ওঁর কাছে আমরা
টিউটোরিয়ালেও পড়তাম। একদিন স্কুল ছুটির
পর টিউশন ক্লাসে সেলেনিয়াম হ্যালাইডের
রহস্য উনি জেনে গেলেন এবং বললেন,
“আবিষ্কারটা মন্দ নয় বটে, কিন্তু
এই আবিষ্কারটার পিছনে

দুটো ব্যাপার আছে, একটা স্বাভাবিক ব্যাপার,
আর-একটা অনুচিত... জানিস সে দুটো কী-কী?”
আমরা তো অবাক! কেউই স্যারের কথা
ঠিকমতো ধরতে পারলাম না।
স্যারই বললেন, “স্বাভাবিক ঘটনাটা হল
তোদের বয়সি ছেলেদের মধ্যে সেক্স নিয়ে
আলোচনাটা স্বাভাবিক, কিন্তু সেক্স শব্দটা
উচ্চারণ করতে যে জড়তা বা আড়ষ্টতা
তোরা ফিল করছিস, যে কারণে নটে ওই
গোলমালে কম্পাউন্ডটা আবিষ্কার করেছে,
সেটা অনুচিত।

সেক্স বিষয়ে এত ভুলভাল
কথা হাওয়ায় ওড়ে যে,
ওতেই লোকজন, বিশেষ
করে বয়ঃসন্ধির মানুষজন
সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হয়।

জানা ভাল, না জানাও
মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু
ভুল জানা মারাত্মক।

সালোকসংশ্লেষের সময় ক্লোরোফিল বলতে
লজ্জা নেই, পুষ্টি পড়তে গিয়ে কার্বোহাইড্রেট-
প্রোটিন বলতে সমস্যা নেই, তা হলে জনন
পড়ার সময় ‘সেক্স’ বলতে গিয়ে নিজের
অজান্তেই গলার স্বর আস্তে হয়ে যায় কেন?
ওইখান থেকেই তো যতসব সমস্যার
শুরু হয়।”

“সমস্যা? ! ইয়ে মানে... সেক্স
বিষয়ে যেসব জিনিস সম্বন্ধে
আমাদের নানারকম প্রশ্ন-উত্তর
থাকে, সে তো আমরা
নিজেদের মধ্যে আলোচনা
করেই ক্লিয়ার করে নিই...”
“ক্লিয়ার করিস? না আরও
যেঁটে ঘ করে ফেলিস?
নিজেরাই যদি সব জানবি,
সব বুঝবি, লেখাপড়ার জন্য
টিচার লাগে কেন? একটা
জিনিস মনে রাখবি, জানা
ভাল, না জানাও মেনে
নেওয়া যায়, কিন্তু ভুল
জানা মারাত্মক। আর সেক্স
বিষয়ে এত ভুলভাল
কথা হাওয়ায় ওড়ে যে,
ওতেই লোকজন,
বিশেষ করে তোদের
মতো বয়ঃসন্ধির
মানুষজন সবচেয়ে
বেশি বিভ্রান্ত হয়।

এই সব কিছুই উৎস কিন্তু সেক্স ব্যাপারটাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ঢেকেচেপে রাখার প্রবণতা। এইখান থেকেই দেখবি, লোকজন পেটের অসুখে গলার অসুখে স্পেশ্যালিস্ট খোঁজে, কিন্তু যৌনতার সমস্যায় ল্যাম্পপোস্ট বা পাবলিক ইউরিনালে আটকানো পোস্টার দেখে হাতুড়ের কাছে দৌড়য়, না হলে জ্যোতিষ-ফোতিষদের কাছে গিয়ে তাবিজ, মাদুলি পড়ে। এইগুলোকে এড়ানোর জন্য প্রথমে ঠিক জিনিসটা ঠিকমতো জানতে হবে। গুলবাজি করলে হবে না...”

পেটের অসুখে গলার
অসুখে স্পেশ্যালিস্ট
খোঁজে, কিন্তু যৌনতার
সমস্যায় ল্যাম্পপোস্ট বা
পাবলিক ইউরিনালে
আটকানো পোস্টার দেখে
হাতুড়ের কাছে দৌড়য়।
এইগুলোকে এড়ানোর জন্য
ঠিকটা জানতে হবে

তারপর থেকেই নানারকম সমস্যায় আমরা খোলাখুলি প্রশ্ন করতাম স্যারকে। স্যারও আমাদের যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিকভাবেই সব কিছু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সবচেয়ে বড় কথা ছিল, প্রতিটি ডেলিকেট বিষয়ও এমন সাবলীলভাবে বোঝাতেন, গোটা বিষয়টা যে নিষিদ্ধ বা অ্যাডাল্ট, এইধরনের কোনও ইনহিবিশন আমাদের মনেই আসেনি। মাঝে-মাঝে আমরা অবাক হয়ে ভাবতাম, একজন স্যার এতখানি ফ্র্যাঙ্ক হন কী করে! বোধ হয় আমাদের মনের কথা

বুঝতে পেরেই মাঝে-মাঝে স্যার বলতেন, “ওরে! ছাত্রদের স্বার্থেই বায়োলজি পড়াতে গিয়ে একটু নির্লজ্জ হতে হয়, জল না ছুঁয়ে কখনও মাছ ধরা যায় না।” সেই স্যারের কাছ থেকেই বিভিন্ন সময়ে পেয়েছিলাম বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর।

বয়ঃসন্ধি

(adolescence বা puberty)

সেদিন আলোচনার শুরুতেই স্যার বলেছিলেন, “এই দ্যাখ, তোরা কত ছোটখাটো বিষয়ে কুটকচালি করিস, অথচ আমি এতবড় একটা কথা বললাম, কেউ জানতেই চাইলি না বিষয়টা কী।”

“কোন কথাটা, স্যার?”

“সেক্স বিষয়ে তোদের মতো বয়ঃসন্ধির ছেলেমেয়েরাই সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হয়, এই কথাটা আমি বললাম না একটু আগে? কই, কেউ তো জানতে চাইলি না ‘বয়ঃসন্ধি’ ব্যাপারটা আসলে কী? আগেই সব জানিস, নাকি?”

“ওই তো স্যার, কৈশোরের শেষ আর যৌবনের শুরুর সময়টাকে বলে বয়ঃসন্ধি।”

“সে তো থিয়োরি। আসলে বুঝাব কী করে কখন আমার বয়ঃসন্ধি? জানিস না তো? শোন তা হলে... সোজা করে বলতে গেলে, ছেলেদের ক্ষেত্রে মোটামুটি ১৬-১৭ বছর বয়স আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৩-১৪ বছর বয়সে একটা শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনটাই বয়ঃসন্ধি। মানসিক পরিবর্তনটা কীভাবে বুঝাব? খুব সংক্ষেপে, বিপরীত লিঙ্গের লোকজনকে দেখার চোখটা পালটে যায়। মানে, একটা ছেলের চোখে তার পাশের বাড়ির মেয়েটাকে বা একটা মেয়ের চোখে তার টিউশনের স্যারকে হঠাৎ অন্যরকম লাগতে শুরু করে। ছেলে ও মেয়েদের তফাতটা মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়। সাদা চোখে এইটুকুই, তবে আরও কিছু বদল আছে...”





স্যার সেদিন আরও যা-যা বলেছিলেন,
তোমাদের জন্যই তুলে দিচ্ছি
সেইসব আলোচনা...

বয়ঃসন্ধির প্রধান লক্ষণ

“বয়ঃসন্ধির অর্থ হল, ফাস্ট স্টেপ অফ অ্যাডাল্টহুড অর্থাৎ যৌবনের প্রারম্ভ। যৌবনের প্রারম্ভ মানে কিন্তু যৌনতার শুরু। একজন মানুষের শরীরে যৌনতার প্রকাশ ঘটছে আর তার শরীরে যৌবন এসেছে, দুটো বিষয়ের ভিতর কার্যত কোনও পার্থক্যই নেই। এবার প্রশ্ন যৌবন যখন এল, তাকে চিনব কী করে? যৌবন তো আর দরজায় ডোরবেল বাজিয়ে বা জানালায় টুকি দিয়ে ঘরে উড়ে এসে শরীরে জুড়ে বসবে না, যে তাকে দেখতে পাব। অথবা যৌবন খড়দার রাঙাপিসের মতো দেখতে একটা লোকও নয়, যাকে ধারে-কাছে আসতে দেখলেই চিনে ফেলব! সুতরাং, ভাইসব সতর্ক থাকতে হবে, চিনতে হবে সেইসব অমোঘ লক্ষণ, যার সাহায্যে আমরা টপাস করে বুঝে যাব যে, সন্ধিক্ষণ উপস্থিত।

ছেলেদের ক্ষেত্রে

গলার আওয়াজ ভারী হওয়া, বুকে হাতে-পায়ে, আন্ডার আর্ম এবং পুরুষাঙ্গের উপরদিকে লোমের আবির্ভাব, তারপর মুখে দাড়িগোঁফ হওয়া, এসব তো আছেই, পাশাপাশি যৌন প্রতিক্রিয়ায়, মানে যৌনতা-সংক্রান্ত কিছু দেখলে বা শুনলে ছেলেদের পুরুষাঙ্গ বা পেনিসও (penis) শক্ত, দৃঢ় এবং আকারে বড় হয়ে ওঠে। একে বলে লিঙ্গোত্থান বা ইরেকশন (erection)। এইসময় ছেলেদের শুক্রথলিতেও বীৰ্য বা সিমেন (semen) তৈরি শুরু হয়ে যায়। এর কারণ হল এককথায় মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন বা লিউটিনাইজিং হরমোন, যা শুক্রাশয়ের আকার বাড়িয়ে দেয় এবং সেখান থেকে টেস্টোস্টেরন নামক একটি হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়। এই টেস্টোস্টেরনই ছেলেদের যাবতীয় যৌন পরিবর্তন এবং বিকাশের জন্য দায়ী। এই যে বীৰ্য তৈরির কাজ নিরন্তর ঘটে চলে ছেলেদের শুক্রাশয়ের মধ্যে, এরই কারণে আসে বয়ঃসন্ধির দুটো ‘মাথাব্যথা’। সে দুটো হল, হস্তমৈথুন এবং স্বপ্নদোষ। তবে সে বিষয়ে পরে আসছি।

মেয়েদের ক্ষেত্রে

মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস থেকে ক্ষরিত ফলিকুল স্টিমুলেটিং হরমোন বা লিউটিনাইজিং হরমোন মেয়েদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের আকার

খুব সংক্ষেপে, বিপরীত
লিঙ্গের লোকজনকে দেখার
চোখটা পালটে যায়। মানে,
একটা ছেলের চোখে তার
পাশের বাড়ির মেয়েটাকে বা
একটা মেয়ের চোখে তার
টিউশনের স্যারকে হঠাৎ
অন্যরকম লাগতে শুরু করে।

বড় করে দেয় এবং সেখান থেকে ক্ষরণ ঘটায় ইষ্ট্রোজেন নামের হরমোনের। সেই হরমোন আবার মেয়েদের যৌবন শুরুর সময়ে যাবতীয় পরিবর্তনের জন্য দায়ী। কোমরে-গায়ে ফ্যাট ডিপোজিশন, নারীসুলভ কোমলতা বা লাভণ্য, স্তনগ্রন্থির আকার বৃদ্ধি, জননাস্থি যৌনরোমের আবির্ভাব, সব কিছুর জন্যই দায়ী ইষ্ট্রোজেন। যৌবনের সূচনা হলে মেয়েদের ডিম্বাশয় থেকে প্রতি আঠাশ দিনে একটি করে ডিম্বাণু তৈরি হয়ে জরায়ুতে আসে এবং শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত

হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এই ঘটনা সাধারণত ১৩-১৪ বছর বয়সে ঘটলেও, কখনও ১২ বছর বা তার চেয়ে আর-একটু কম বয়সেও এই ঘটনা শুরু হয়ে যায়। এর ফলেই শুরু হয় রজোশ্রাব বা মেনস্ট্রুয়েশন (menstruation)। সে আলোচনাও আর একটু পরে।

‘সেক্স’ : মানে ঠিক কী এবং কতটা?

‘আমি আমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে সেক্স করেছি’ কথাটা বলতে বোঝায় শারীরিক সম্পর্ক বা ইন্টারকোর্স (intercourse)। এখন প্রথমে এই ইন্টারকোর্স বিষয়টা প্রথমে জানতে হবে। বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক ধর্মই হল এক লিঙ্গের শরীরের প্রতি বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ। এই যৌন আকর্ষণ ছেলে বা মেয়েদের একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসে। একের সঙ্গে অপরের শারীরিক ঘনিষ্ঠতায়, ছেলে এবং মেয়েদের শরীর যৌনভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। একে অপরের সংস্পর্শে পরস্পরের উদ্দীপনা ক্রমশ বাড়তে এবং দুটো শরীরই ক্রমশ পরবর্তী ধাপগুলো একে-একে অতিক্রম করার জন্য আগ্রহী হতে থাকে। তখনই ছেলেদের পুরুষাঙ্গে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায় এবং পুরুষাঙ্গ ইরেকটেড হয়ে ওঠে। যৌনতার চরম পর্যায়ে ছেলেরা মেয়েদের যোনিছিদ্র বা ভ্যাজাইনাতে (vagina) লিঙ্গ প্রবেশ করায় এবং একটি দ্রুত ছন্দোবদ্ধ গতিতে যোনিঅভ্যন্তরের ভিতরের দেওয়ালের সঙ্গে পুরুষাঙ্গের বাইরের দেওয়ালের ক্রমাগত



মডেল: চিত্রাঙ্গদা, সাদিক



মডেল: চিত্রাঙ্গদা, সাদিক

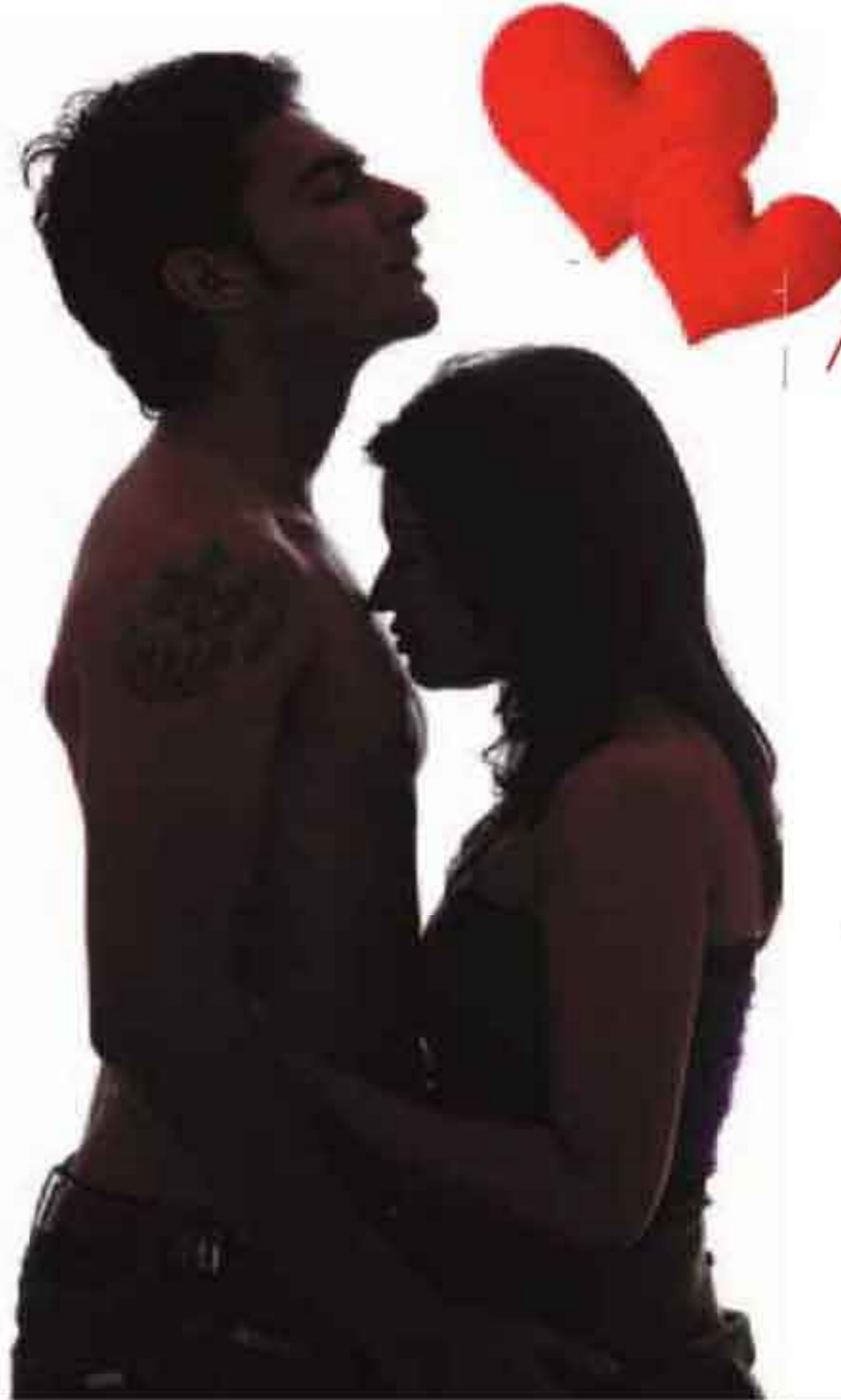
ঘর্ষণ হতে থাকে। এইভাবে উদ্দীপনার তীব্রতম মুহূর্তে পুরুষাঙ্গের মুখ থেকে তিন থেকে চারবার নির্দিষ্ট পরিমাণ বীর্ষ যোনি-অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ঘটনাকে বলে ইজ্যাকুলেশন (ejaculation)। বীর্ষ দেখতে হালকা সাদা বা অধঃস্বচ্ছ ঈষৎ ঘন একপ্রকার তরলের মতো, যার মধ্যে কিছু সাহায্যকারী এবং পুষ্টিদায়ক উপাদানের সঙ্গে ভাসমান অবস্থায় থাকে আণুবীক্ষণিক শুক্রাণু (sperm)। এই ভাবে বীর্ষ বা সিমেনের সঙ্গে নির্গত শুক্রাণু, স্ত্রীদেহের জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছয় এবং সেখানে ডিম্বাণুর (ovum) সঙ্গে মিলিত হয়। এই ঘটনাকে বলে নিষেক বা ফার্টাইলিজেশন (fertilization)। এই সব কিছু ঠিক-ঠিক মতো হলে তবেই সেক্সের ফলে কোনও মেয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে। সোজা কথায় স্ত্রীযোনাঙ্গ বা ভ্যাজাইনার অভ্যন্তরে সিমেন প্রবেশ (insemination) না করলে প্রেগন্যান্সির সম্ভাবনা (বা আশঙ্কা!) নেই। মনে রাখব, সম্পূর্ণ ইন্টারকোর্স ব্যতীত অন্য কোনওরকম ঘনিষ্ঠতাই কিন্তু প্রেগন্যান্সির কারণ হতে পারে না। আর-একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, পারস্পরিক সংস্পর্শের শুরু থেকে ইন্টারকোর্সের ঠিক আগে পর্যন্ত একে অপরকে আরও বেশি উত্তেজনা এবং আনন্দ দেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে ফোর-প্লে বলে। যাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা বা সেক্সুয়াল অ্যারাউজাল (sexual arousal) আসতে দেরি হয়, তাদের

ক্ষেত্রে এই ফোর-প্লে জরুরি।

হস্তমৈথুন (masterbation)

এবার আসি হস্তমৈথুন প্রসঙ্গে। একটু আগে আমরা জানলাম ইন্টারকোর্স কী। ওই

মডেল: দেবারতি, কুশল



ইন্টারকোর্সকেই ভাল বাংলায় বলে মৈথুন বা রতিক্রিয়া। স্ত্রীদেহের যোনিছিদ্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট পুরুষাঙ্গের বাইরের দেওয়ালে যে ঘর্ষণজনিত উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং কিছুক্ষণ পরে বীর্ষক্ষরণ হয়, সেই উদ্দীপনা প্রদানের কাজটা হাতে করে করাকেই বলে হস্তমৈথুন। এতে শুক্রথলিতে সঞ্চিত কিছুটা বীর্ষ বাইরে বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ায় দেহের যৌন-উত্তাপ সাময়িকভাবে কমে, যৌনইচ্ছের উপর একধরনের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয় এবং এই প্রক্রিয়া একটি নিরাপদ যৌনঅভিজ্ঞতায় মানুষকে শিক্ষিত করে তোলে। মেয়েরাও অনেকসময় যোনিছিদ্রের অভ্যন্তরে পুরুষাঙ্গসদৃশ কোনও বস্তু প্রবেশ করিয়ে হস্তমৈথুন করে, তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই বিষয়টি ঠিক নয়, এতে সংক্রমণের ভয় যেমন থাকে, তেমনই স্পর্শকাতর প্রত্যঙ্গে মারাত্মক চোট লেগে যাওয়ারও আশঙ্কা থেকে যায়।

স্বপ্নদোষ (nightfall)

ধরা যাক, কেউ হস্তমৈথুন করে না এবং তার কারও সঙ্গে কোনও যৌনসম্পর্কও নেই। সোজা কথায়, তার শরীরে তৈরি হতে থাকা এবং জমা হতে থাকা বীর্ষ বেরোনের কোনও উপায় নেই। কিন্তু সমস্যা হল, শরীরে তো এই বীর্ষধারণের স্থানটি সীমিত, শুক্রথলির একটি



COOL LOOKS®

cleansing pads

৫ টাকার
প্যাকেও পাওয়া যায়

নিম্নে
সাহা!

তৈল
ধুলো
ময়লা

পকেটে কুল লুকস, সতেজতা আপনার হাতে

মুখে ফেলুন	রোধ করুন
ময়লা	ব্রণ
তেলতেলে ভাব	ব্র্যাক হেডস
মেকআপ	রোদে পোড়ার কালো ছোপ

কুল লুকস ক্লেনজিং প্যাড মুখের ধুলো, ময়লা, দূষণ পরিষ্কার করে সাধারণ ওয়েট টিস্যুর থেকে অনেক গভীর ভাবে। এবার পান জীবানুমুক্ত উজ্জ্বল ত্বক চটজলদি যেকোনো সময়।

মিষ্টি ফ্রেশ



লাইম ফ্রেশ



আন্ট্রা ফ্রেশ





নির্দিষ্ট মাপ আছে। আবার শুক্রথলি পূর্ণ হয়ে গেলে শুক্রসংশ্লেষ বন্ধ হয়ে যাবে, এমন ব্যবস্থাও নেই। তা হলে কী উপায়? তখন মনের মধ্যে তৈরি হওয়া যেসব যৌন ইচ্ছাকে সচেতন মন (conscious mind) অবদমিত করে রেখেছিল, সেটাকেই ঘুমের মধ্যে জাগিয়ে তোলে অবচেতন মন (subconscious mind), ফলে সক্রিয় হয় যৌনাঙ্গ এবং নিঃসৃত হয় বীৰ্য। এই ঘটনাকেই বলে স্বপ্নদোষ বা নাইটফল। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা যেতে পারে, স্বপ্নদোষ আদৌ কোনও দোষ নয়। ছেলেদের স্বাভাবিক যৌনবিকাশের একটি লক্ষণমাত্র।

হস্তমৈথুন এবং স্বপ্নদোষ নিয়ে প্রচলিত কয়েকটি ধারণা : মিথ না মিথ্যে?

- ধারণা ১ : নিয়মিত হস্তমৈথুনে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।
- ধারণা ২ : নিয়মিত হস্তমৈথুনে স্মৃতিশক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ কমে যেতে থাকে।
- ধারণা ৩ : 'যৌবনের কুঅভ্যাস' বিবাহিত জীবনে ডেকে আনতে পারে বিপর্যয়।
- ধারণা ৪ : বীৰ্য জমা হলে শরীরের তেজ বৃদ্ধি পায়। বীৰ্য ক্ষয় হলে শরীর ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকে।
- ধারণা ৫ : একফোঁটা বীৰ্য মানে একশো ফোঁটা রক্ত।
- ধারণা ৬ : নিয়মিত হস্তমৈথুনে পুরুষাঙ্গ বিকৃত হয়ে পড়ে।

খুব বেশি কথা খরচ না করে জানাতে পারি, উপরোক্ত ধারণাগুলোর একটিও সত্যি নয়। তবে কয়েকটি সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেমন কোনও কিছুই অতিরিক্ত ভাল নয়, তেমনই অতিরিক্ত হস্তমৈথুনও স্বাভাবিক নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, নিয়মিত হস্তমৈথুন করে এমন কেউ-কেউ রোগা হয়ে যায়, তাদের চোখের নীচে কালি পড়ে যায় এরকম হয় কেন? উত্তর হল, এর কারণ সমাজে প্রচলিত হস্তমৈথুন-বিষয়ক নানারকম ভ্রান্ত ধারণার প্রচারে মনের উপর প্রবল চাপ পড়ে এবং সেখান থেকেই অন্য সব সমস্যা তৈরি হয়। মানুষের যৌনস্বাস্থ্যের ২০ শতাংশ হল শরীর এবং ৮০ শতাংশ হল মন। হস্তমৈথুন বা স্বপ্নদোষের মতো অতি স্বাভাবিক ব্যাপার নিয়ে যেসব অপপ্রচার (উপরের ছ'টি ধারণা) হয়, সেগুলোই মানুষের মনে অকারণ পাপবোধের জন্ম দেয়, সেখান থেকেই তৈরি হয় মানসিক অবসাদ। এই বিষয়গুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি



“আমার জীবনটা বেশ ছাঁচে ঢালা, আমার পরিবারও খুব খুশি আমি এর উপরেই ভরসা করি, আমার সহেলী - আমায় ভরসা দিয়েছে চিরকাল।”

গত 18 বছর ধরে বিশ্বের একমাত্র স্টেরয়েড-বিহীন গর্ভ নিরোধক বড়ি সহেলী, যা লক্ষ লক্ষ মহিলাদের সহেলী মানে বলতে পারেন বান্ধবী। তাছাড়া ব্যবহার করাও সহজ-সপ্তাহে মাত্র একবার*। সহেলী ব্যবহারের কোনো কু-প্রভাব নেই, যেমন মোটা হয়ে যাওয়া, বমি হওয়া, মাথা ঘোরা একদম হয় না, কারণ এটা হল 100% স্টেরয়েড-বিহীন গর্ভ-নিরোধক বড়ি।

লক্ষ লক্ষ মহিলার সহেলী, এখন হতে পারে আপনার সহেলী।



আরও জানতে, টোল-ফ্রি.: 1800 425 3223 নম্বরে আমাদের যোগাযোগ করুন অথবা saheli@lifecarehl.com এ ইমেল করুন।

*প্রথম তিন মাস, সপ্তাহে দুইবার আর চতুর্থ মাস থেকে সপ্তাহে মাত্র একবার, যতদিন পর্যন্ত আপনি সন্তান না চান।



এখান থেকে কাটুন।

আপনার পাঠানো মতামত আমাদের কাছে অমূল্য। যদি আপনার কোনো সমস্যা থাকে অথবা আরও বিশদ ভাবে জানতে চান, তাহলে এই ফর্মটি ভর্তি করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

নাম : _____ বয়স : _____
আপনার ঠিকানা : _____
মতামত : _____

এইচ এল এল লাইফকেয়ার লিমিটেড, নং. 12, 100 ফিট রোড, বেলাচেরী-তারামনি রোড, প্রথম তলা, কানাড়া ব্যাঙ্কের পাশে, চেন্নাই - 42, তামিলনাড়ু, ভারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে মুহূর্তে প্রেগন্যান্সি এসে যায়, তখন থেকেই কাজ শেষ হয়ে যায় ইস্ট্রোজেনের, হাতে ব্যাটন তুলে নেয় আর-একটি হরমোন, যার নাম প্রজেস্টেরন। গর্ভাবস্থা শেষ হলে সন্তান জন্মানোর পর স্বাভাবিক ঋতুচক্র শুরু হওয়ার পর আবার দায়িত্বে ফিরে আসে ইস্ট্রোজেন। প্রজেস্টেরন শুধুই গর্ভাবস্থায় কাজ করে।

ডিম্বাশয় পরিণত হলে সেখান থেকে প্রতি ২৮ দিনে একটি করে পরিণত ডিম্বাণু এসে পৌঁছয় জরায়ুতে এবং সেখানে সে অপেক্ষা করে একটি পরিণত শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত (fertilized) হওয়ার জন্য। এটাও বলেছি যে, মেয়েদের এই পরিণত ডিম্বাণু তৈরি শুরু হয় মোটামুটি ১৩-১৪ বছর বয়স থেকে (কখনও তার কিছু আগে বা কখনও কিছু পরে)। এবার মেয়েদের জরায়ুতে অপেক্ষারত ওই ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য শুক্রাণু আসার জন্য প্রয়োজন ইন্টারকোর্স হওয়া, যা হয় সাধারণত মেয়েদের বিয়ের পর।



তা হলে প্রশ্ন হল, কোন মেয়ের ক্ষেত্রে ১৩-১৪ বছর বয়স থেকে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত, বা বলা ভাল প্রথম অবাধ এবং সফল

ইন্টারকোর্স না হওয়া পর্যন্ত, প্রতিমাসে জরায়ুতে অপেক্ষারত এবং অনিষিক্ত (unfertilized) সেই ডিম্বাণুটির কী হবে? উত্তর হল, অনিষিক্ত ডিম্বাণুটি শরীর থেকে যোনিছিদ্র মারফত বেরিয়ে যাবে। ডিম্বাণুটি ২৮দিন ধরে জরায়ুর গায়ে আটকে ছিল, ফলে একটা সংযোগ তো তৈরি হয়। তাই ডিম্বাণুটা যখন শরীর থেকে বেরবে, সেই সংযোগ ছিন্ন করেই বেরবে। সেই কারণেই মেনস্ট্রুয়েশনের সময় কিছু শারীরিক অস্বস্তি বা যন্ত্রণা হয়, তাই এই সময় শরীর বুঝে খুব বেশি ফিজিক্যাল স্ট্রেস না নেওয়াই ভাল। খুব বেশি ব্যথা বা যন্ত্রণা হলে অভিজ্ঞ

কোনও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাই সেই অনিষিক্ত ডিম্বাণুটির সঙ্গে বেরবে রক্ত, মিউকাস, জরায়ুগাত্রের ভাঙা অংশ ইত্যাদি এবং পুরো ব্যাপারটাকে এককথায় বলা হবে মেনস্ট্রুয়াল ব্লিডিং বা ঋতুচক্র। এই ব্লিডিং চলে চার-পাঁচ দিন ধরে। মেয়েদের বয়ঃসন্ধির শুরুটি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হয় এই মেনস্ট্রুয়েশন দিয়ে। প্রথম মেনস্ট্রুয়েশনের ঘটনাকে বলে মেনার্ক (menarche)। মহিলাদের ৫২-৫৫ বছর বয়সে যখন এই মেনস্ট্রুয়েশন বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই শেষ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে বলা হয় মেনোপজ (menopause)। এই পুরো বিষয়টা কন্ট্রোল করে যে হরমোন, তার নাম তোমাদের আগেই বলেছি, ইস্ট্রোজেন।

কেউ প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছে কি না, বুঝবে কীভাবে?

মাসিক ঋতুচক্র সম্বন্ধে বলার সময় আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে, প্রথম অবাধ এবং সফল ইন্টারকোর্স না হওয়া পর্যন্ত মেনস্ট্রুয়েশন



চলবে। তা হলে স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, প্রেগন্যান্সি এসে গেলে সেই মেয়েটির আর মাসিক মেনস্ট্রুয়েশন হবে না। কারণ তখন তো আর ডিম্বাণুটির শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার পর তখন সেই ডিম্বাণুটি কিন্তু আর ডিম্বাণু নেই, শুক্রাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে সে তখন ভ্রূণ গঠনের পথে হাঁটছে। শুক্রাণুর সঙ্গে ডিম্বাণুর মিলিত হওয়ার মুহূর্তটিই হল প্রেগন্যান্সি সেট ইন করা বা গর্ভসঞ্চারণের মুহূর্ত। আর যে মুহূর্তে প্রেগন্যান্সি এসে যায়, তখন থেকেই কাজ শেষ হয়ে যায় ইস্ট্রোজেনের, হাতে ব্যাটন তুলে নেয় আর-একটি হরমোন, যার নাম প্রজেস্টেরন। গর্ভাবস্থা শেষ হলে সন্তান জন্মানোর পর স্বাভাবিক ঋতুচক্র শুরু হওয়ার পর আবার দায়িত্বে ফিরে আসে

নিয়ে দেখা এবং জানা অবশ্য প্রয়োজন।

মাসিক ঋতুচক্র বা রজোদর্শন

আগেই বলা হয়েছে, যে মেয়েদের শরীরে যে জরায়ু থাকে, তার দু'পাশে থাকে দু'টি ডিম্বাশয়।



ইস্ট্রোজেন। প্রজেস্টেরন শুধুই গর্ভাবস্থায় কাজ করে।

প্রেগন্যান্সি টেস্ট

প্রেগন্যান্সি কিট বলে যেগুলো বাজারে পাওয়া যায়, সেগুলোর ব্যবহার নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। শুধু জেনে নিতে হবে, কেন এরকম হয়। কোনও মেয়ে যদি গর্ভবতী হয়, তখন তার রক্তে একটি নতুন হরমোন আসে। হরমোনটার নাম হিউম্যান কোরিওনিক গোন্যাডোট্রফিন বা এইচসিজি এবং সেই হরমোনের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় মেয়েটির ইউরিনে। টেস্ট প্যানেলে এমন একটি রাসায়নিক দেওয়া থাকে, যেটি এমনভাবে অদৃশ্য কিন্তু এইচসিজি-র সংস্পর্শে এলে গাঢ় কোনও রং দেখায়। ফলে কারও ইউরিন টেস্ট প্যানেলে ফেললে যদি দেখা যায় কোনও গাঢ় রং তৈরি হল, তা হলে বুঝতে হবে মেয়েটির রক্তে এইচসিজি আছে, তার মানে মেয়েটি গর্ভবতী। কোনও রং না দেখা গেলে, বোঝা যাবে মেয়েটি গর্ভবতী নয়।

জন্মনিয়ন্ত্রণ (contraception)

আগেই বলেছি, প্রেগন্যান্সি আসার জন্য প্রয়োজন অবাধ এবং সফল ইন্টারকোর্স। তাই সেখানে এমন কোনও ব্যবস্থা যদি নেওয়া যায়, যাতে ইন্টারকোর্স হবে কিন্তু শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে পারবে না, সেই ব্যবস্থাকেই বলে জন্মনিয়ন্ত্রণ। জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থাই শতকরা ১০০ভাগ নিরাপদ নয়। প্রধানত যেসব উপায়ে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলো হল প্রধানত দু'রকমের, স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম।

কৃত্রিম পদ্ধতি

কনডোম : কনডোম হচ্ছে পাতলা রবারের তৈরি একটা টুপির মতো জিনিস। যৌন উত্তেজনায় পুরুষাঙ্গ দৃঢ় এবং উত্তীর্ণ হয়ে উঠলে তাতে কনডোম পরে ইন্টারকোর্স করলে শুক্রাণুসহ সিমেন কন্ডোমে আটকে যায়, ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না।

ফোম ট্যাবলেট : এটি একধরনের শুক্রাণুনাশক ট্যাবলেট। ইন্টারকোর্সের অন্তত-সাত থেকে আটমিনিট আগে যোনির ভিতরে এই ট্যাবলেট স্থাপন করে নিতে হয়। তা হলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না।

ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল : এগুলো আসলে হরমোন ট্যাবলেট, যা মেয়েদের শরীরে হরমোনের মাত্রার তারতম্য ঘটিয়ে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বেরতে দেয় না। তবে ডাক্তারবাবুর নির্দেশ এবং তাঁর বলে দেওয়া



কোর্স ছাড়া এই ওষুধ খাওয়া কখনও উচিত নয়।

লুপ বা কপার টি : এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বা অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনও নার্সের কাছে এটি পরতে হয়। মেয়েরা এটি পরেন একবছর বা দু'বছর সময় ধরে।

ইমার্জেন্সি পিল : সতর্কতাপূর্ণ যৌনমিলনের পরও যদি কোনও মহিলা প্রেগন্যান্সি না চান, তা হলে ইন্টারকোর্সের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে ইমার্জেন্সি কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল খেতে হয়। তবে এই ওষুধ ঘন-ঘন বেশ খাওয়া উচিত নয়, কারণ খারাপ ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। অনেকে আমাদের জিজ্ঞেস করেন, অন্য কোনও প্রোটেকশন না নিয়ে অসতর্ক যৌনতার পর একটা করে ইমার্জেন্সি পিল খেয়ে নিলেই তো হয়, তাই না? আমরা তাদের বলব, ইমার্জেন্সি কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করো। প্রতিটি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমেই তো ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড রয়েছে, তা হলে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় সাবধান হওয়ার দরকারটা কী? আশা করি, ব্যাপারটা পরিষ্কার করতে পারলাম।

স্বাভাবিক পদ্ধতি

প্রত্যাহার পদ্ধতি : যৌন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে বীর্য নিঃসরণ বা ইজ্যাকুলেশনের ঠিক আগেই যদি পেনিস ভ্যাজাইনার বাইরে নিয়ে আসা যায়, তা হলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এটি করা সহজ নয়। তা ছাড়াও,

চূড়ান্ত বীর্য নিঃসরণের আগেও পুরুষাঙ্গের মুখ থেকে একধরনের তরল নির্গত হয়, যাকে বলে প্রিকাম (precum)। এই ক্ষরণেও শুক্রাণু থাকতে পারে।

নিরাপদ সময় বা রিডম মেথড : নিরাপদ সময় বের করতে গেলে জানতে হবে, একটি মেয়ের ঋতুচক্রের হিসেবে কোনটি তার উর্বর সময় (fertile period)। বলা হচ্ছে, একটি মেয়ের ঋতুস্রাব বা মেনস্ট্রুয়েশনের শুরুর দিনটি থেকে শুরু করে সপ্তম থেকে ২১তম দিন, এই ১৫ দিন হল উর্বর সময়। এই ১৫ দিনের আগে বা পরে ইন্টারকোর্স হলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা নেই। তবে এই পদ্ধতির সমস্যা হল, ঋতুচক্র যে সকলের নির্দিষ্ট তারিখ মেনে হয়, তা নয়। সুতরাং অনিয়মিত ঋতুচক্রের ক্ষেত্রে সেফ পিরিয়ড বের করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

নীল ছবি, হলুদ বই

বয়ঃসন্ধির যৌনতা নিয়ে কথা হবে, অথচ তাতে পর্নোগ্রাফি আসবে না, তা কি হয়? বন্ধুর বাড়িতে নির্জন দুপুরে ব্লু ফিল্মের সিডি দেখা বা হলুদ হয়ে যাওয়া চটি বই, যেগুলো স্কুল কলেজের অফ পিরিয়ডে বেঞ্চের তলায় রেখে পড়ার বইয়ের ভাঁজে রেখে পড়া হয়, সেগুলোই হয়ে ওঠে উত্তেজনার সুলভ রসদ। বয়ঃসন্ধিকালে সেক্স বা যৌনতা ব্যাপারটার প্রধান রহস্যটা হল, এই ব্যাপারটায় উত্তেজনা এবং পাপবোধ হাতধরাধরি করে চলে। শরীরে যৌনতা এসেছে, ব্যাপারটা জেনে যাওয়ার

পরই আমরা নানাভাবে এই যৌনতা উপভোগ করতে চাই। সেই কারণেই কিছু বাহ্যিক উত্তেজকের সাহায্য নিই, যা আমাদেরকে যৌন উত্তেজনা দেয়। পর্নোগ্রাফি ব্যাপারটাও তাই। এখানে নরনারীর নানারকম সম্ভব-অসম্ভব যৌনদৃশ্য বা বিবরণ থাকে যা দর্শক বা পাঠককে সেক্সুয়ালি উত্তেজিত করে। তারপর একটা সময়ের পর হস্তমৈথুনের মাধ্যমে উত্তেজনার প্রশমন করা হয়।

কৌতূহল মেটানোর জন্য এসব করা হয়েই থাকে, কিন্তু এগুলো অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেলেই সমস্যা। কারণ তখনই হস্তমৈথুনের মতো ব্যাপারও অতিরিক্ত হয়ে উঠবে। নানারকম বাস্তব-অবাস্তব বিবরণ বা দৃশ্য মনের উপর প্রচণ্ড চাপ ফেলবে, যার ফলে হতে পারে অনেক ক্ষতিও। পর্নোগ্রাফি দেখা বা পড়ার অ্যাডিকশন কিন্তু মানুষের প্রচুর কাজের সময়ও নষ্ট করে দেয়। এই অ্যাডিকশন থেকে বাঁচার

জন্য যথাসম্ভব কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে বিছানায় শুলেই অনেক ছেলের মনে যৌনচিন্তা আসে, ফলে ইরেকশন এবং ইচ্ছেয় হোক বা অনিচ্ছেয়, মাস্টারবেশন ঘটে যায়। তাই সারাদিনে যথেষ্ট পরিশ্রম করে রাতে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুতে হবে এবং ঘুমিয়ে পড়তে হবে।

বিয়ের আগে সেক্স : অনুচিত?

উচিত-অনুচিত বিধান দেওয়া কোনওদিনই ১৯২০-র স্বভাবে নেই। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি, যে বিদেশের অনুকরণ করার একটা প্রবণতা আমাদের মধ্যে আছে, যা সবসময় ভাল না-ও হতে পারে। বিদেশে সেক্স করাটাকে বাথরুমে যাওয়ার চেয়ে খুব বেশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় না। এমনকী আমাদের দেশেও তরুণপ্রজন্মের অধিকাংশ বেস্টসেলার লেখক

প্রিম্যারিটাল সেক্স ছাড়া গল্প বলতেই শেখেননি। তা হলে এই সময়ে দাঁড়িয়ে নতুন করে কী-ই বা বলা যায়? শুধু বলতে পারি, মানুষের জীবনের প্রথম যৌনতা ভীষণ একান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা, সেটা যখন-তখন, যার-তার সঙ্গে, ভাল করে কিছু না জেনে শেয়ার করে ফেলা বোধ হয় ঠিক নয়। শরীর তার নিজের ধর্মেই আর-একটা শরীরকে চাইবে, কিন্তু তখন মনের চোখ বেঁধে রাখলে চলবে না। মন এবং মস্তিষ্ক নিয়েও যদি শরীরের দাসত্ব করে ফেলি, তা হলে আমরা আর মানুষ কীসে? স্কুল-কলেজে পড়াকালীন জাস্ট ফর ফান বা চেখে দেখার জন্য পরীক্ষামূলক যৌনতা অনেকটা চোরাবালির মতো, একটা পা দিলেই বাকিটা কন্ট্রোল করা যায় না, চোরাবালি তার নিজস্ব ধর্মেই ভিতরে টেনে নেয়। দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, সব কিছু জেনে-শুনে, স্বেচ্ছায়, প্রয়োজনমতো সতর্কতা নিয়ে বা না নিয়ে বিয়ের আগে সেক্স করবেন কি না, সেটা সম্পূর্ণ তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঠিক সময়ের আগে না জেনে না বুঝে, কোনও সতর্কতা না নিয়ে ছুট করে সেক্স করে ফেলা এবং তারপরে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা কিন্তু কোনও কাজের কথা নয়। আমি প্রেমিকার ঋতুচক্রের এততম দিনে সেক্স করেছি, প্রেমিকা প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়বে কি না, প্রতিবার সেক্স করার পরই ইমার্জেন্সি পিল খাওয়া যায় কি না এই জাতীয় প্রশ্ন নিয়ে দরজায়-দরজায় ঘোরার থেকে বিষয়গুলো আগেই জেনে রাখা ভাল।

অবাধ যৌনতার খারাপ দিক

অবাধ যৌনতা বা ফ্রি সেক্স নিয়ে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, ফ্রি সেক্স জিনিসটা আমাদের দেশে এখনও সেভাবে চালু হয়নি। আমাদের সমাজের সংস্কার এবং মূল্যবোধই এই কারণে দায়ী। তবে আধুনিক সময়ে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অবাধ যৌনতা বাড়ছে, ফলে তাদের শিকার হতে হচ্ছে নানারকম যৌন রোগেরও। এসটিডি বা সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ বলতে প্রধানত আমরা যেগুলো বুঝি, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হল সিফিলিস এবং গনোরিয়া,



তার পরে আসে এড্‌স।
অনিয়মিত, যথেষ্ট এবং যে-
কোনও পার্টনারের সঙ্গে
যৌনসংসর্গ থেকেই এই রোগগুলো
সংক্রামিত হয়।

সিফিলিস এবং গনোরিয়া : এই দুটো
রোগেরই উৎপত্তি যৌনাঙ্গ থেকে।
সিফিলিস ইনফেকশন যৌনাঙ্গ থেকে
মুখে, জিভে, চোখে, গলায় এমনকী
মস্তিষ্কেও সংক্রামিত হয়ে পড়তে পারে। এতে
দেহের বিভিন্ন স্থানে ফুলে গিয়ে শক্ত-শক্ত উঁচু
বোতামের মতো ঘা হয়। এই রোগের সর্বোচ্চ
স্টেজে জ্বর, রক্তাঙ্গতা, লিভার ফাংশন
ফেইলিয়ার এবং শরীরের হাড়-হাড়ে যন্ত্রণা
হয়।

গনোরিয়ার ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গ থেকে হলদেটে
সবুজ রংয়ের পুঁজ বেরোয়, তলপেটে মোচড়
দেওয়া ব্যথা, একই সঙ্গে চোখে
কনজাংটিভাইটিস, প্রস্রাবে জ্বালা, গলার গ্ল্যান্ড
ফুলে ওঠা ইত্যাদি লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

এড্‌স : সিফিলিস বা গনোরিয়ার তুলনায় এড্‌স
অনেক পরে আবিষ্কৃত একটি ব্যাধি। ১৯৮১
সালে এড্‌সের ভাইরাস প্রথম শনাক্ত করা
গিয়েছিল। এড্‌স রোগের ভাইরাসের নাম
এইচআইভি বা হিউম্যান
ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। রক্ত, বীর্য
এবং স্ত্রী যৌনাঙ্গে এই ভাইরাস সবচেয়ে বেশি,
তাই এইসব জায়গা থেকেই এই রোগ অন্য সুস্থ
মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। সমস্যা হল, এই
ভাইরাস কারও দেহে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে কিন্তু
সে এড্‌স রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে না।
ভাইরাস কখনও ছ'বছর কখনও বা দশবছর
পরে এড্‌সের লক্ষণগুলো প্রকাশ করতে শুরু
করে। এড্‌সের সাধারণ লক্ষণগুলো হল,
১. একমাসের বেশি কাশি, ২. সারা শরীরে
জ্বালা, ৩. বারবার হারপিস সংক্রমণ, ৪. মুখের
ভিতর ঘা, ৫. চামড়ায়, মুখে, ঠোঁটে ফোসকা,
৬. একমাসের উপর টানা পেটখারাপ, ৭. টানা
বা অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার জ্বর ইত্যাদি।
তবে মনে রাখতে হবে, একসঙ্গে থাকা,
হ্যাডশেক করা, জল, খাদ্য, কীটপতঙ্গ বা মল
থেকে কিন্তু এড্‌স রোগ ছড়ায় না।

যৌনতা-সংক্রান্ত পরিচ্ছন্নতা

ছেলেদের ক্ষেত্রে হস্তমৈথুন বা নাইটফল এবং
মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব, সব ক্ষেত্রেই যৌনাঙ্গ
থেকে বেরিয়ে আসা ক্ষরণের কিছু অংশ
যৌনাঙ্গেই জমা হয়ে থাকে। ছেলেদের
পুরুষাঙ্গের উপরে যে পাতলা চামড়ার আবরণ
থাকে, তার নীচে জমা হয় নানা কারণে নির্গত,
শুকিয়ে যাওয়া, জমাটবদ্ধ বীর্য। সেটি

প্রকৃতির স্বাভাবিক
নিয়মে যে-কোনও
প্রাণীর শরীরেই সঠিক
সময়ে যৌনতা আসে,
সেটা বিস্ময়কর নয়।
ঘটনা হল, প্রাণিজগতে
একমাত্র মানুষই
যৌনইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ
করতে পারে।

অনেকদিন ধরে জমে থাকলে পুরুষাঙ্গে
সংক্রমণ এবং যন্ত্রণা হওয়া স্বাভাবিক। একই
ধরনের সমস্যা হয় মেয়েদের মাসিক
ঋতুস্রাবের সময়। এই সময়ের ক্ষরণপদার্থ
যৌনিপথে জমা হয়ে সংক্রমণের আশঙ্কা তৈরি
করে। ছেলে এবং মেয়ে, দু'জনের ক্ষেত্রেই
যৌনস্থান ও যৌনাঙ্গ নিয়মিত পরিষ্কার করার
ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। নিয়মিত স্নানের
সময়, সম্ভব হলে ঈষদুষ্ণ গরম জল এবং সাবান
দিয়ে এই জায়গাগুলো পরিষ্কার করা উচিত।
অন্তর্বাসও নিয়মিত সাবানজলে কেচে নেওয়া
উচিত। দেহের স্পর্শকাতর অংশগুলোর
পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সুস্থ শরীরের অন্যতম
প্রধান প্রয়োজনীয়তা, একথা ভুললে চলবে না।

যৌনতা বিষয়ে কয়েকটি কথা

- ☑ যৌনতা কোনও খারাপ, নিষিদ্ধ বা
পাপকাজ নয়। প্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তমনস্কদের
সুস্থজীবনের একটি প্রকাশই হল স্বাভাবিক
যৌনতা।
- ☑ হস্তমৈথুন পাপ নয়, তবে একে অভ্যেসে
পরিণত করাও ঠিক নয়।
- ☑ শরীরের নিয়মেই শরীরে যৌনতা আসে,
কিন্তু শুধু সেটা নিয়েই পড়ে থাকলে চলবে না।
অতিরিক্ত যৌনক্রিয়া বা ভাবনাচিন্তার ফলে
শরীর ও মন বেশি তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারে
ক্লান্ত হয়ে পড়ে।
- ☑ ভালবাসলেই যৌনসম্পর্কে যেতে হবে, এ

ধারণা ভুল। বরং সম্পর্কে সময় দাও, সম্পর্কের
মানসিক বন্ধন পোক্ত হওয়া অবধি অপেক্ষা
করো। শরীর কোথাও পালিয়ে যাবে না। ভাল
জিনিস প্রথমে রেখে, তারপর দেখে এবং শেষে
একটু-একটু করে চেখে খেতে হয়, নইলে বুড়ো
আঙুল চোষার সময়টা বড্ড তাড়াতাড়ি এসে
যাবে যে ভাই!

☑ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে যে-কোনও
প্রাণীর শরীরেই সঠিক সময়ে যৌনতা আসে,
সেটা বিস্ময়কর নয়। মাথায় রাখার মতো ঘটনা
হল, প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষই যৌনইচ্ছা
নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কারণ তার মস্তিষ্ক উন্নত
এবং ক্রিয়াশীল। তাই যৌনতার স্রোতে
লাগামছাড়া হয়ে ভেসে না গিয়ে, নিয়ন্ত্রিত
যৌনতার মাধ্যমে যদি জীবনকে আনন্দময় করে
তোলা যায়, তা হলে সেটাই হবে মনুষ্যত্বের
সঠিক উদ্‌যাপন।

অন্ধকার না হাতড়ে, অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না
হয়ে, সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্য জেনে তোমাদের
জীবন সুন্দর হোক, ১৯২০-র সমস্ত বন্ধুদের
জন্য আমাদের এই শুভেচ্ছাই রইল!

মডেল: অনিষ্কিতা, অন্তঃশীলা, সৌরসেনী, সঙ্গা,
সৌভিক, ওম
মেকআপ: জিতেন্দ্র মাহাতো
ফোটো: সোমনাথ রায়
পোশাক: লা লজেরি, ফোরাম (৯৩৩১০০৬৫৬৪),
পুষ্পাঞ্জলি কালেকশন (৯০০৭৯১৯৫০৯), ভূমিকা
(৯৮৩০০৭৭৭৮৬), ডিসকভারি (৮৩৩৪৮৪৮৭৪৪)

অন্ধ-বিভাজন কি ঠিক হল?

নানা বিতর্ক ও জট কাটিয়ে অবশেষে জন্ম হল ভারতের ২৯তম রাজ্য তেলঙ্গানার। যদিও রায়লসীমা ও সীমান্ত, এই দু'টি অংশ অন্ধপ্রদেশ নামেই অস্তিত্ব বজায় রাখবে। আগামী দশ বছর হায়দরাবাদ দু'টি রাজ্যেরই যুগ্ম রাজধানী হিসেবে কাজ করবে। তেলঙ্গানার দাবি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হলেও বিগত দশ বছরে রাজনৈতিক সংগ্রামের জেরেই



সফল হল অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন। কিন্তু উপকূলের জেলার মানুষ এই সিদ্ধান্তে খুশি নন। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁরা, ঘটেছে সংসদে মরিচগুঁড়ো ছোটানোর মত লজ্জাকর ঘটনাও।



গুড্ডে : ডাবিং অনৈতিক?

হিন্দি ছবির বাংলা ডাবিংয়ের বিরুদ্ধে একজোট হল বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি। এজন্য একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে, যার অন্যতম মুখ হচ্ছেন প্রসেনজিৎ। তিনি মনে করেন, এই ধরনের ডাবিংয়ে বাংলা ছবিরই আখেরে ক্ষতি। তবে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বদের মতে, শুধু 'গুড্ডে' নয়, তাঁদের প্রতিবাদ সবারকম ছবিরই বাংলা ডাবিংয়ের বিরুদ্ধে। এর জন্য তারা ছবির প্রদর্শকদের সঙ্গেও কথা চালাচ্ছেন। তবে 'গুড্ডে' নিয়ে বিতর্ক এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'মিসরিপ্রেজেন্ট' করার জন্য ছবির বিরুদ্ধে সেদেশেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

ধোনির কি এবার শেষের শুরু?

এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। সাইড স্ট্রেনের দরুন এম এস ডি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাঁর জায়গায় দলে আসছেন দীনেশ কার্তিক, আর অধিনায়কত্বের ভার সামলাবেন বিরাট কোহলি। এরই মধ্যে বিদেশে ভারতীয় দলের হতশ্রী পারফরম্যান্সের জেরে সমালোচনার ঝড় বইছে দেশ জুড়ে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডে ভারতের শোচনীয় পরাজয়ের পরে, বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের অবিলম্বে উচিত ধোনিকে সরিয়ে কোহলিকে দলের দায়িত্ব দেওয়া।



জ্ঞানের ঝুঁকি

রেড ক্রসের যাত্রা শুরু

চিকিৎসা জগতের সঙ্গে 'রেড ক্রস' চিহ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই চিহ্নের পিছনে একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ঊনবিংশ শতক যুদ্ধের শতক হলেও আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা প্রায় ছিলই না। ১৮৫৯ সালে সুইস ব্যবসায়ী জঁ অঁরি দ্যুনাঁ (Jean Henri Dunant) ব্যবসাসূত্রে ইটালির সোলফেরিনো শহরে আসেন। সেখানে আহত সৈনিকদের দুরবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং স্থানীয় জনগণের সাহায্যে আহত সৈনিকদের সেবার ব্যবস্থা করেন। এরপর ১৮৬২ সালে তিনি একটি বই

লেখেন 'এ মেমোরি অফ সোলফেরিনো'। বইটিতে দ্যুনাঁ আহত সৈনিকদের চিকিৎসার জন্য একটি নিরপেক্ষ স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা গড়ে তোলার কথা বলেন। তাঁর বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর জেনেভাতে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দ্যুনাঁর (পরে অবশ্য তিনি Henry Dunant নামেও পরিচিত হয়েছিলেন) প্রস্তাব বিবেচনার কথা বলা হয় এবং ১৮৬৩ সালে গড়ে ওঠে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেডক্রস (ICRC)। আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে সুইজারল্যান্ডের সম্মানে তাদের জাতীয় পতাকার ক্রসকে 'সুরক্ষা চিহ্ন' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যদিও এখানে রঙের ব্যবহার হয়েছে বিপরীত ভাবে। অর্থাৎ



রেড ক্রসের ক্যাম্পে

সুইজারল্যান্ডের পতাকায় লালের উপর সাদা ক্রস অঙ্কিত এবং ICRC-র ক্রসটি অঙ্কিত হয় সাদার উপর লাল রং দিয়ে। রেড ক্রস ছাড়াও বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন দেশে রেড ক্রিস্টাল, রেড ক্রিসেন্ট (অর্ধচন্দ্রাকৃতি), লাল সিংহ এবং সূর্য, রেড স্টার ইত্যাদিও প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বর্তমানে রেড ক্রসের সঙ্গে প্রথম দু'টি প্রতীকের ব্যবহার থাকলেও বাকিগুলোর ব্যবহার আর নেই বললেই চলে।



রেড ক্রসের চিহ্ন

Q কেমন লাগছে কলকাতা?
কলকাতা আমার খুবই পছন্দের শহর। এমন করে এখানকার মানুষ সবাইকে আপন করে নেন!!

Q পরিণীতির সঙ্গে কাজ করে কেমন লাগল?
দারুণ। ও এই সিনেমার জন্য একদম পারফেক্ট। ‘হসী তো ফঁসী’ সিনেমাটায় মূলত আপনাকে ফলো করতে হবে ছেলে আর মেয়েটিকেই। তার জন্য দরকার ছিল আমাদের দু’জনের মধ্যে খুব সুন্দর একটা বোঝাপড়া। তো সেটা আমার আর পরির মধ্যে সহজে তৈরি হয়ে গিয়েছিল ওর স্বভাবের জন্য। দারুণ মজা হয়েছিল! পরি সবসময় হাসে, আনন্দ করে। কখনও দেখিনি ও সেটে মুখ গোমড়া করে বসে আছে। আর স্টার হিসেবে ওর কোনওরকম ইগো নেই। আমার পক্ষে এটা খুব সুবিধের হয়েছিল। আমরা নানারকম পাগলামি করেছি শুটিংয়ে। লাভ-রাইড চড়ে মাঝ-আকাশে আটকে গেছি, একে অপরকে প্রাণের সুখে মুখ ভেংচেছি।



মেয়েদের হার্টথ্রব সিদ্ধার্থ মলহোত্র

এসেছিলেন কলকাতায়, ছবির প্রমোশনে। তার মধ্যেই সময় দিলেন অমিতাভ চন্দ্র ও ধৃতিমান গঙ্গোপাধ্যায়কে



সিদ্ধার্থ মলহোত্র

Q প্রথম সিনেমাতেই এত ভাল কেমিস্ট্রি!
আসলে কয়েকটা জিনিস আমাদের মধ্যে কমন। আমরা দু’জনেই ইন্ডাস্ট্রির বাইরের লোক, দুজনেই পঞ্জাবি, দু’জনেই খেতে খুব ভালবাসি... তো সব মিলিয়ে একটা দারুণ বন্ডিং তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

Q কী শিখলেন পরিণীতির থেকে? উনি বলছেন উনি নাকি আপনার থেকে পি আর স্কিলস শিখছেন!

পরি সবচেয়ে বড় গুণ, ওর মুখ কখনও গভীর দেখিনি। জীবনে যে অসুবিধেই থাকুক না কেন, সেটে পরি সবসময় হাসিখুশি। এটা একটা দারুণ গুণ। লোকে ভাবে ও খুব অ্যাগ্রেসিভ, সাহসী। কিন্তু ওর চরিত্রের একটা নরম, আবেগপ্রবণ দিকও আছে... ওর এই ব্যালাস্টাই আমি নিজের মধ্যে দেখতে চাই।

Q ‘হসী তো ফঁসী’তে নিজের লুক সম্বন্ধে একটু বলুন।

এই ছবিতে কাজ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, সহজ-সরল দেখানোটা কত কঠিন। বিশেষ করে ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার’-এর পর। ওখানে আমার একটা জ্যাকেটের যা দাম ছিল, ‘হসী তো ফঁসী’-র একদিনের শুটিংয়ের খরচ তার চেয়ে কম।

Q সিনেমায় আপনার চরিত্রটি নাকি ‘সেন্টি’। আপনি নিজে কতটা সেন্টিমেন্টাল?

আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা মানুষই কোথাও না কোথাও

সেন্টিমেন্টাল। আমি যদি সেটা না হতাম, এই চরিত্রটার সঙ্গে একাত্ম হতে পারতাম না। ছেলেটি জীবনে সফল হতে পারেনি, কেউ ওকে চায় না, সবাই মজা করে। ও কিন্তু নিজের ভাল দিকগুলো হারিয়ে ফেলে না। আমাকেও যতই কেউ প্রেশারে ফেলুক, কারও মনে আঘাত দেওয়া আমার দ্বারা হবে না।

Q মেয়েরা তো আপনার জন্য পাগল। তো সিদ্ধার্থর চোখে আদর্শ মেয়েটি কেমন?

এরকম একটা-দুটো গুণ তো বলা মুশকিল। তবে, আমি ভান একদম পছন্দ করি না। যে মেয়ে খুব রিয়াল, অর্গ্যানিক, যে ভুলে যায় না সে কোথায় আছে, কার সঙ্গে আছে... এরকম মেয়েই আমার ঠিকঠাক মনে হয়।

Q ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড কে?

আমি আর আলিয়া খুব ভাল বন্ধু, একই সঙ্গে শুরু তো, তাই। এছাড়া, আয়ান মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বর্মণ, সবাই আমার খুব ভাল বন্ধু।

Q পরিণীতি আর প্রিয়ঙ্কা মিলে তো ‘চোপড়া পাওয়ার হাউস’ তৈরি করে ফেলেছেন...

ওর অন্তত একটা কাজিন আছে। আমার কেউই নেই। আমি প্ল্যান করছি... দেখা যাক, আমার ছেলেমেয়েরা একটা ‘মলহোত্র ক্ল্যান’ তৈরি করতে পারে কি না!



শুটিং স্কট

পুনর্জন্ম, আধিভৌতিক, অশরীরী আত্মাই ‘অরুন্ধতী’ ছবির ইউএসপি।
রায়চকে ‘অরুন্ধতী’ ছবির শুটিং দেখে এলেন ঈশ্বিতা বসু



মৃত্যুর পরেও প্রতিশোধ নেওয়ার কাহিনি ‘অরুন্ধতী’

রায়চকের গঙ্গাকুটিরে ‘অরুন্ধতী’ ছবির শুটিং চলছিল। ব্যস! শুটিং স্পটে যাওয়ার এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে নাকি! পৌঁছে দেখি, সেট হচ্ছে একটি আলো ঝলমল বিয়েবাড়ি। একগাদা লোকজন। এখানে ছবির চরিত্র ‘মিষ্টি’র এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান চলছে। মিষ্টির চরিত্রে কোয়েল নিজে অভিনয় করছেন বলে জানিয়ে শট দিতে গেলেন। গঙ্গাকুটির কাছে সাজানো-গোছানো একটি বাংলোর লনে চলছিল সুজিত মণ্ডল পরিচালিত ‘অরুন্ধতী’ ছবির শুটিং। বাকি প্রশ্ন নিয়ে পরিচালকের কাছে হাজির। “এই দৃশ্য দিয়েই ছবি শুরু হবে...” বললেন পরিচালক। পরের দৃশ্যের প্রস্তুতি নিতে- নিতে তিনি শুরু করলেন ছবির কাহিনি... “এককথায় বলতে গেলে, এই ছবিটি হল, নিজের পরিবারকে বাঁচানোর জন্য একটি মেয়ের আত্মত্যাগের গল্প। ছবিতে কোয়েলের দু’টি চরিত্র, একটি ‘মিষ্টি’, অন্যটি রানি ‘অরুন্ধতী’। মিষ্টি একেবারে আজকের যুগের আধুনিক মেয়ে। কিন্তু ঘটনাচক্রে জানতে পারে যে, সে আগের জন্মে রানি অরুন্ধতী ছিল। ‘রুদ্র’

নামক এক শয়তানের জন্য তার জীবন হারখার হয়ে গিয়েছিল। তারপর রানিকে কোনওদিন খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটা জানার পর মিষ্টি কীভাবে তার পূর্বজন্মে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নিল তাই নিয়েই ছবির গল্প।”
ছবিতে অনেকগুলো লুক রয়েছে কোয়েলের। বিশেষ করে অরুন্ধতীর চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে তলোয়ার ধরা, যুদ্ধ এসব বিষয়ে রীতিমতো তালিম নিতে হয়েছে তাঁকে। ‘রুদ্র’র ভূমিকায় ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। তাঁর লুক নিয়েও অনেক এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। সারা শরীর জুড়ে ট্যাটু, বড়-বড় নখ, ৪২ ইঞ্চি লম্বা চুল, সবমিলিয়ে ছবির পরতে-পরতে চমক অপেক্ষা করে আছে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও তান্ত্রিক, পিশাচের চরিত্রেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে। এজন্য মেকআপ করতে প্রতিদিন তাঁর প্রায় চার ঘণ্টা সময় লেগেছে। ইন্দ্রনীলের কথায়, এই লুক নিয়ে তিনিও বেশ এক্সসাইটেড। ছবির আর-একটি আকর্ষণ, দেবশঙ্কর হালদার। মনুষ্যজগৎ আর অশরীরী আত্মার যোগাযোগের মাধ্যম হয়েছেন তিনি। বহু লৌকিক এবং অতিলৌকিক উপাদান সাজিয়ে আসতে চলেছে ‘অরুন্ধতী’। গা ছমছমে অভিজ্ঞতার জন্য সকলে রেডি তো?



‘অরুন্ধতী’র বেশে কোয়েল মল্লিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

LOUIS

HERBALS

নিখাদ (সৌন্দর্য)

সুন্দরতা আসে শুধুমাত্র বাহিরের যত্নে;
সাথে উজ্জ্বলতা আনতে, শুধু বাহিরের নয়,
ত্বকের অভ্যন্তরীণ যত্নেরও প্রয়োজন।



প্রতিদিন
আহারের পর
দিনে ১ টি করে
তিনবার।



লুইস হার্বাল ফেয়ারনেস ক্যাপসুল

এতে উপস্থিত নিমের অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল ও হলুদের অ্যান্টিসেপটিক উপাদান, আপনার ত্বকে যেকোন রকমের ব্যাকটেরিয় সংক্রমণ ও সেপটিক হওয়া থেকে রক্ষা করে, সাইটাস ফুটস আপনার ত্বকের তৈলাক্তভাব শুষে নিতে সাহায্য করে এবং গোলাপের তত্ত্ব লোমকূপগুলি পরিষ্কার করে। ফলে আপনার ত্বকের যেকোন দাগ যথা ট্যান, ব্রণের কালো দাগ এবং বলিরেখা দূর হয় ও ত্বক হয়ে ওঠে কোমল, মোলায়েম এবং লাভণ্যময়। এছাড়াও এর নিয়মিত ব্যবহার শরীরে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, ত্বকের আকর্ষণীয়তা ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

ফেয়ারনেস হাউ



লুইস হার্বালস

ফেয়ারনেস ফেশওয়াস

ফেয়ারনেস ফেশপ্যাক

ফেয়ারনেস ক্রীম

HELP LINE : 98048 88888, 76021 75237 (N. BENGAL)

TRADE ENQUIRY : 98301 08534

WATCH ON TV : CHANNEL VISSION - Sunday

CTVN - Sunday 1.30pm., Monday 6pm., Wednesday 6pm.

সুনিয়ন্ত্রিত পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূর্যের রশ্মিতে দু'রকমের আল্ট্রাভায়োলেট রে থাকে, আল্ট্রাভায়োলেট-এ (ইউভি-এ) এবং আল্ট্রাভায়োলেট-বি (ইউভি-বি)। এই দুই রশ্মি যদি শরীরের উপর সোজাসুজি প্রভাব ফেলতে পারে, তা হলে এর কুপ্রভাবে স্কিন ক্যানসারের আশঙ্কা হাজার গুণ বেড়ে যায়। ইউভি-এ রশ্মি ত্বক পুড়িয়ে না ফেললেও, ত্বকের গভীরে ঢুকে বলিরেখা সৃষ্টি করে। তবে ইউভি-বি রশ্মির হাত থেকে ত্বকবাবাজিকে বাঁচাতে পারে একমাত্র এই 'এসপিএফ'। তবে সানস্ক্রিন লাগিয়ে সকালে বাড়ি থেকে বেরলে মানে, সারাদিন তুমি নিশ্চিত মনে কাটিয়ে দিতে পারবে, এমনটি ভাবার কোনও কারণ নেই বাছা! তোমার সানস্ক্রিন তোমাকে কতক্ষণ



সানপ্রোটেকশন দিচ্ছে, তা বোঝা দরকার। ব্যাপারটা খুব সহজ। নজর রাখতে হবে, সানস্ক্রিন লাগিয়ে বেরনোর ঠিক কতক্ষণ পরে তোমার ত্বক লাল হয়ে উঠছে। সানস্ক্রিনে যত বেশি এসপিএফ থাকবে, তত ভাল সানবার্ন থেকে সুরক্ষা মিলবে। তবে এসপিএফ ইউভি-বি রশ্মি থেকে বাঁচালেও ইউভি-এ রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে, কিন্তু একমাত্র ভরসা 'পিএ' ফ্যাক্টর।

পিএ ফ্যাক্টরের বৃত্তান্ত

ইউভি-এ রশ্মি ত্বকের জন্য একটা বড় ভিলেন, এটা অস্বীকার করে কার সাধ্য! ত্বকে দীর্ঘস্থায়ী কুপ্রভাব ফেলতে ইউভি-এ রশ্মি সিদ্ধহস্ত। স্কিন ক্যানসার পর্যন্ত বাঁধাতে পারে এই রশ্মি। তাই তোমার ত্বক কতটা সুরক্ষিত, তা সরাসরি নির্ভর করছে তোমার সানস্ক্রিনের পিএ ফ্যাক্টর কতটা হাই, তার উপর। পিএ-এর সঙ্গে কতগুলি (+) চিহ্ন আছে, সেটাই বলে দেবে ইউভি-এ রশ্মির কুনজর থেকে তুমি কতটা সুরক্ষিত। মোটের উপর পিএ+, পিএ++ বা পিএ+++ যুক্ত সানস্ক্রিনই বাজারে মেলে। এর মধ্যে থেকে তোমার জন্য কোনটা পারফেক্ট, সেটা বেছে নেবে তোমার ত্বকের ধরন অনুসারে।

তোমার ত্বকের জন্য পারফেক্ট সানস্ক্রিন বাছবে কী করে?

আমার জন্য কত এসপিএফ আর পিএ-যুক্ত সানস্ক্রিন পারফেক্ট, এটা বেছে নেওয়া কিন্তু খুব জরুরি। কারণ সকলের ত্বকের ধরন এক হয় না। আর ত্বকের ধরন অনুযায়ী বদলে যায় সানস্ক্রিনের চাহিদাও। বেশি এসপিএফ-যুক্ত সানস্ক্রিন অবশ্যই বেশি সুরক্ষা দেবে। তবে ভারতীয় ত্বকের ধরন অনুযায়ী সানস্ক্রিন এসপিএফ ২৪, ৩০ বা খুব বেশি হলে ৫০ রেঞ্জের মধ্যে থাকলেই চলবে। পিএ ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে পিএ+, পিএ++, পিএ+++ সমৃদ্ধ

ও হে, কলেজের রাফ
অ্যান্ড টাফ কুল ডুডরা,
নিজেদের কুল লুকস
ধরে রাখতে, সানস্ক্রিনটি
কিন্তু সঙ্গে রাখা চাই-ই!



NO
HAWABAAZI
SIRF
DEO

facebook.com/denverdeodorants

ENVY 1000
PERFUME BODY SPRAY

সানস্ক্রিন ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখবে, সব ধরনের ত্বকের ক্ষেত্রেই সানস্ক্রিন প্রযোজ্য। তবে খুব ফরসা বা খুব চাপা গায়ের রং যাদের, তাদের উপর ইউভি রশ্মির প্রভাব একটু বেশিই পড়ে। তাই তাদের হ্যান্ডব্যাগে সানস্ক্রিন মাস্ট হ্যাভ। তবে সানস্ক্রিন কেনার আগে দেখে নিতে হবে, তা তোমাকে সুট করছে কি না! সেজন্য একফোঁটা লোশন

সূর্যের নেক নজর থেকে ত্বক বাঁচাতে সানস্ক্রিন কিন্তু মাস্ট! এর ফলে বলিরেখা, পিগমেন্টেশন, ট্যানিং, সানবার্ন, দাগছোপের মতো হাজারও সমস্যা এক বলেই হয়ে যাবে কুপোকাত।



নিয়ে আগে কনুইতে ঘষে দেখে নাও। কোনওরকম জ্বালা না করলে সেটা তোমার ত্বকের জন্য পারফেক্ট। ত্বক নরমাল হোক বা ড্রাই অথবা অয়েলি, সবধরনের ত্বকের জন্যই এখন আলাদা-আলাদা সানস্ক্রিন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

সব ওয়েদারেই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা যায়?

অবশ্যই, যে কোনও ওয়েদারেই সানস্ক্রিন ব্যবহার করা যায়। মাথার উপরে সূর্যমামা যদি হামা নাও দেয়, মানে মেঘলা দিনের কথা বলছি আর কী, সানস্ক্রিন ছাড়া কিন্তু বাড়ির বাইরে একটি পা-ও রেখো না। মেঘলা দিনেও ইউভি রশ্মির দাপট কিন্তু এক তিলও কমে যায় না। আর সুরক্ষা ছাড়া দু'-তিন মিনিটও ইউভি রশ্মির প্রভাবে থাকা, ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর। এর ফলে বলিরেখা, পিগমেন্টেশন, ট্যানিং, সানবার্ন, দাগ-ছোপের মতো হাজারও সমস্যা দরজায় কড়া নাড়তে পারে। তাই শুধুমুখ ঝুন্সি নিয়ে লাভ কী?

সানস্ক্রিন লাগানোর সাত-সতেরো...

বেছে-বেছে পারফেক্ট সানস্ক্রিন না হয় ছিপ

দিয়ে গেঁথে তুললে। তবে তা প্রতিদিন ঠিকমতো ব্যবহার না করলে, কিন্তু সূর্যমামার নেক নজর থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। কী করে ব্যবহার করবে সানস্ক্রিন, চট করে সেই জ্ঞানটাই অর্জন করে নাও এখন।

* রোদে বেরনোর ১৫ থেকে ২০ মিনিট আগে সানস্ক্রিন মেখে নাও। চাইলে এর উপরই মেকআপ করা যেতে পারে, অসুবিধে নেই। মোটামুটি ২ টেবল চামচের মতো নিলেই সারা শরীরের জন্য যথেষ্ট।

* অনেকসময় কানের লতি, পায়ের পাতা, পায়ের পিছন ভাগটায়

সানস্ক্রিন মাখার কথা

আমাদের মাথা

থেকে বেরিয়ে

যায়। তাই মনে

করে এসব

জায়গায়

সানস্ক্রিন

লাগিয়ে নেব।

ঠোঁটের ক্ষেত্রে

ইউভি প্রোটেকশন-

যুক্ত লিপবাম ব্যবহার

করবে।

* তোমার সানস্ক্রিন যতই 'লং লাস্টিং' হওয়ার গপ্পো শোনাক না কেন, প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর সানস্ক্রিন আবার লাগানোই মঙ্গল। ঘাম হলে আরও কম ব্যবধান রাখতে পারো।

* বেশি পুরনো হয়ে গেলে সানস্ক্রিনের কার্যকারিতা কমে যায়। তাই এক্সপায়ারি ডেটের দিকে নজর রাখতে ভুলো না।

সূর্যদেবকে গোল দেওয়ার টিপ্স...

সানস্ক্রিন তো লাগালে। তবে প্রতিপক্ষ যখন সূর্যের মতো শক্তিশালী কেউ, সেক্ষেত্রে তো আর একটু সাবধান না হলেই নয়। তাই রোদে বেরলে সানস্ক্রিন পরতে ভুলো না। ছাতাও সঙ্গে রাখতে হবে অবশ্যই।

সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত, পারলে বাইরে বেরনো এড়িয়ে চলাই মঙ্গল। বাইরে বেরলে হালকা রংয়ের এবং সুতির পোশাকই পরা উচিত।

এই গাইডলাইন অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে পারলে, যত কড়া রোদে বেরিয়ে পড়ো না কেন, ইউভি রশ্মির সাধ্য কী তোমার দিকে চোখ তুলে তাকায়! তখন এই সানি ওয়েদারে তুমি বিচে থাকো বা ক্রিকেটের পিচে, কুছ পরোয়া নেই!

মডেল: অর্পিতা, একতা, মধুমিতা, ঋষি

OSHEA
HERBALS

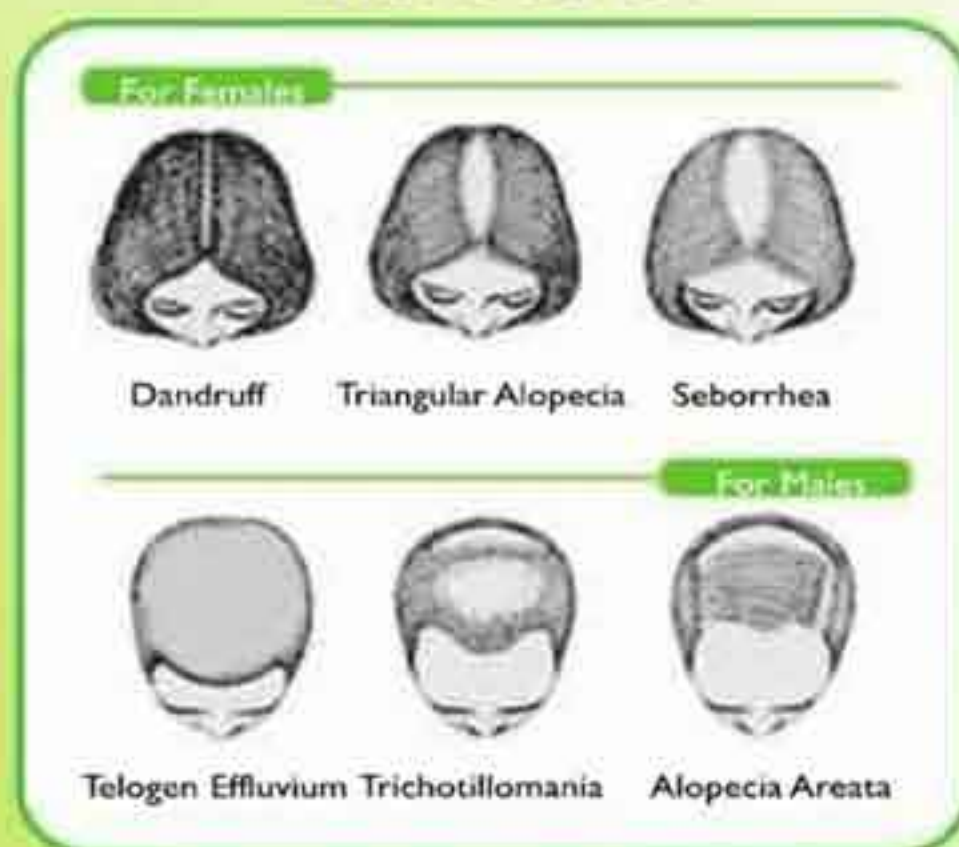
the **Small**
things **that**
matters really

prevention is better than cure

Common Hair Problems :



That lead to :



For Men & Women

This is 100% Natural and safe, No side-effects

100% Ayurvedic

That Helps :

- চুল পড়া বন্ধ করতে
- চুলের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটাতে
- দুর্বল চুলের যত্ন নিতে
- খুশকি নাশ করতে
- চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি করতে
- চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে
- মজবুত ও স্বাভাৱ্য জ্বল চুল তৈরি করতে

HELPLINE : 98040 33333, Siliguri- 09593652783, Guwahati- 08761046102, Agartala- 08014463944, Tata/Ranchi- 09135004474
Bhubaneswar- 09861941071, Bihar 09905427996, BUSINESS ENQUIRY : 098307 48055. For any queries type OSHEA<Your Problems>
and send it to 98040 33333. E-mail : care@osheaherbs.com Visit us at : www.osheaherbs.com
Available at leading Cosmetic & Medical Outlets & also at all Supermarkets.

INTRODUCING



the bliss of nature

PhytoGain Hair Oil
Hair Vitalizer

ফাইটোজেন হেয়ার অয়েল ও ফাইটোজেন হেয়ার ভাইটালাইজার

আমলা, ভূঙ্গরাজ, মঞ্জিষ্ঠা সমৃদ্ধ সর্বগুণ সম্পন্ন ফাইটোজেন হেয়ার অয়েল ও ফাইটোজেন হেয়ার ভাইটালাইজার -এর নিয়মিত ব্যবহারে চুল পড়া বন্ধ হয়। খুশকি নাশ হয়, চুল হয় স্বাস্থ্যসম্মত, উজ্জ্বল ও ঘন। এই হেয়ার অয়েল ও ভাইটালাইজারের নিয়মিত ব্যবহারে চুলের গোড়ায় কীটানু সংক্রমণ হবার ভয় থাকে না, চুল অকালে পেকে যায় না। রক্ষণ ও শুষ্ক অস্বাস্থ্যকর চুলের জন্য একটি অভাবনীয় চিকিৎসা।

ব্যবহার : ফাইটোজেন হেয়ার অয়েল ও ফাইটোজেন হেয়ার ভাইটালাইজার শুষ্ক চুলের গোড়ায় আঙুলের ডগা দিয়ে হালকাভাবে ম্যাসাজ করুন। এটি ব্যবহার করার পর চুল ধুয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই। ভাল ফল পেতে দিনে দুবার ব্যবহার করুন।

*Results may vary from person to person

TV PROGRAMME :

CTVN : Tuesday at 7pm, Wednesday at 1pm, Saturday at 5pm.

THE BANGLA : Sampurna - Saturday at 11am.

www.amarboi.com

হাই তিতলি,

১৯ ২০-র আগের সংখ্যায় তোমার মেসেজ দেখলাম। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আমি বিএ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। যদি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও, তা হলে এই বিভাগে যোগাযোগ করো, প্লিজ!

সঞ্জয়, ডানকুনি

আকাশ (সোনাই),

নতুন বছরের শুভেচ্ছা এবং ভি-ডে-এর শুভেচ্ছা একসঙ্গে পাঠালাম। ভালবাসার এই সাতটা বছরের মতো আরও অনেকগুলো বছর আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি। আমি তোমাকে খুব-খুব ভালবাসি।
উইথ লাভ, তোমার সোনা

মণি,

তোর জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা ও ভালবাসা রইল। তোকে কী উপহার দেব, তা নিজেই ঠিক করতে পারিনি। তাই এই কথাটাই লিখে উপহার হিসেবে পাঠালাম। 'আজ তোমার শুভ জন্মদিন!' আমার খুবই ইচ্ছে ছিল তোর এই জন্মদিনের দিনটাকে স্পেশ্যাল করে রাখার, আশা করি এই মেসেজটা পেয়ে তোর এই জন্মদিনটা স্পেশ্যাল হয়ে যাবে।
আই লাভ ইউ সো মাচ।

তন্ময়, শ্যামনগর

কুহু (কোয়েল)

তোমার জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা রইল আর কনকনে ঠান্ডায় শিমুল তুলোর লেপের মতো উষ্ণ ভালবাসা।

'১৯ ২০'র

'চিরকুট' বিভাগে
মেসেজ পাঠাও।
সঙ্গে এই কুপনটি
কেটে পাঠাতে ভুলো না।
কুপনের ফোটোকপি
নেওয়া হবে না।
একটি কুপনের সঙ্গে একটি
মেসেজই পাঠানো যাবে।
মেসেজ পাঠাও এই ঠিকানায়:
১৯ ২০, 'চিরকুট'
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০১

হ্যাপি বার্থডে!

চন্দনা (বন্ধু), আসানসোল

আমার বুবু (সৌরাংশু) বহরমপুর,

চুপটি করে মিষ্টি বাতাস,
বলল কানে-কানে,
তোমার দুটো চোখের ভাষা,
বলল গানে-গানে।
তোমার কাছে আসবে যত,
মিষ্টি দিনের আলো।
থাকব আমি তোমার পাশে,
বাসব আরও ভাল।
হ্যাপি ভ্যালেন্টাইনস্ ডে বুবু সোনা...
তোমার পুচু (রিয়া), বহরমপুর

মেমসাহেব (অ্যান্টিলা, বাগনান)

তোমার জন্মদিনে জানাই একগোছা
গোলাপের শুভেচ্ছা। আগামী দিনগুলো
তোমার জীবন আরও সুন্দর হয়ে উঠুক।
শুভ জন্মদিন মৈত্রেরী।
তোমার সোনাই

প্রিয় বনু পুকু,

তোর থেকে আজ অনেক দূরে,
নীল আকাশের সীমার পারে
আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি
তোর জন্য অপেক্ষা করে...
জানি সবই বৃথা, কারণ
আসবি না তুই আজও ঘরে।
তবুও আমরা দাঁড়িয়ে আছি
তোর জন্যই অপেক্ষা করে...
তোর জন্য রইল অনেক-অনেক
শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালবাসা
তোর বাবুদা, মোম, সোনাইদি এবং
বিকিদা (গড়িয়া)

হাই বিল্টু,

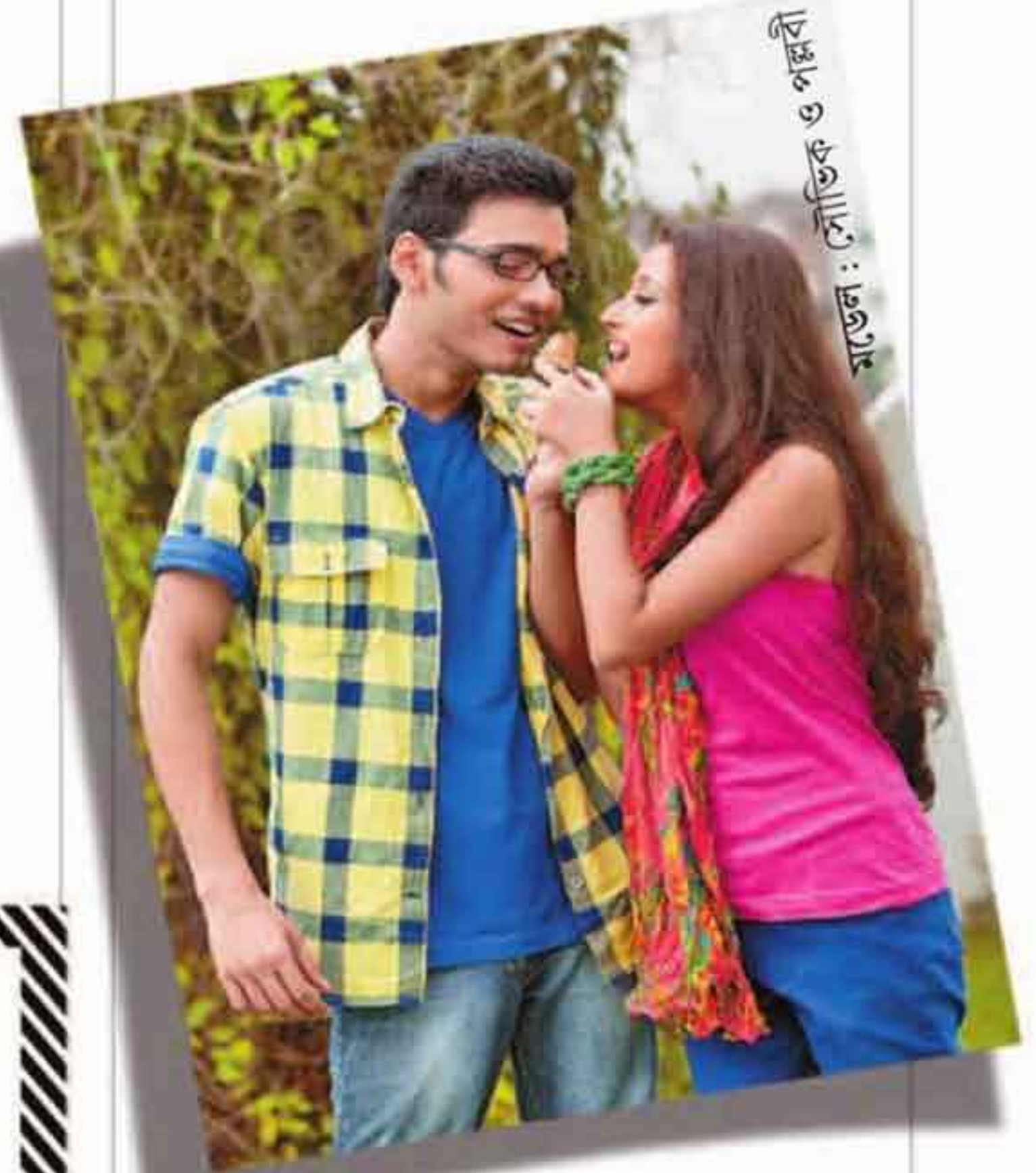
১২ ই মার্চ তোমার ২০তম জন্মদিনে
অনেক ভালবাসা দিলাম। এই
জন্মদিন হয়ে উঠুক সুন্দর, পূর্ণ হোক
তোমার প্রতিটি ইচ্ছে। তোমার
জীবন সাফল্য ও আনন্দে ভরে উঠুক। আমি
ভীষণ ভালবাসি তোমায়, তুমিও আমাকে
এইভাবে সারাজীবন ভালবেসো।
আই লাভ ইউ!

রীতর্গা সেনগুপ্ত (বেলঘরিয়া)

শুধু আমার সোনা, (খড়গপুর)

তোর জন্মদিনে তোকে জানাই অনেক-
অনেক ভালবাসা আর আদর। তোকে
চেনার পর শুধু তোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি,

শুধু তোকেই ভালবাসি। তুই সারাজীবন
তোর মা, আমায়, আর তোর পরিবারকে
ভালবাসিস। কোথাও যাস না সোনা আমায়
ছেড়ে, আমিও যাব না। লাভ ইউ সোনা।
শুধু তোর সোনা (কিউটি), খড়গপুর



মডেল : সৌভিক ও পল্লবী

হাই সুপ্রিয়,

৪ জানুয়ারি এই বিভাগে তোমার মেসেজ
পড়লাম। শুনে ভীষণ খারাপ লাগল। বন্ধুরা
বলে আমার মনটা নাকি সুন্দর ও আমাকে
ভরসা করা যায়। এটা বলার কারণ হল,
তুমি চাইলে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পার
ও মনের কথা শেয়ার করতে পার। আমি
তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

পল্লবী পাল (সিঙ্গুর)



মডেল: সৌরসেনী ও উদয়

মডেল: দর্শনা
মেকআপ: জিতেন্দ্র মাহাতো
ফোটো: সোমনাথ রায়



এই সমস্যা সমাধানের জন্য জবা ফুলের কুঁড়ি ও কাঁচা দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নেবে। এর পর মাথায় গন্ধবিহীন বিশুদ্ধ নারকেল তেল দিয়ে হালকা করে মাসাজ করবে। অয়েল মাসাজ করার পর, তৈরি করে রাখা প্যাক ভাল করে স্ক্যাঙ্গে লাগিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে, হার্বাল শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নেবে। এই পদ্ধতিটি ছাড়াও মেথি, আমলকী ও শিকাকাই সারারাত ভিজিয়ে রেখে, একসঙ্গে পেস্ট করে নিতে পার। এই পেস্টে কিছুটা কাঁচা দুধ মিশিয়ে একটা প্যাক তৈরি করে, স্ক্যাঙ্গে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রাখবে। এর পর ভিজিয়ে রাখা রিঠার জল দিয়ে চুল ধুয়ে নেবে অথবা কোনও হার্বাল শ্যাম্পু দিয়েও চুল ধুয়ে নেওয়া যেতে পারে।

আমার বয়স ২৮ বছর। আমার ত্বক খুব শুষ্ক এবং ইতিমধ্যেই আমার ত্বকে বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে। কী করলে মসৃণ ও উজ্জ্বল ত্বক পাব?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ই মেল মারফত

যেহেতু তোমার ত্বক শুষ্ক, তাই ত্বক ময়শ্চারাইজ করা খুব প্রয়োজন। এর জন্য কাঁচা দুধ, অল্প মধু ও পাকা মর্তমান কলা দিয়ে একটা প্যাক তৈরি করবে। এই প্যাক চোখের চারপাশের

অংশ বাদ দিয়ে, ভাল করে পুরো মুখে ও গলায় লাগিয়ে নেবে। যাদের গায়ের রং শ্যামলা, তারা কাঁচা দুধের

পরিবর্তে শসার রস ব্যবহার করতে পারে। এই

প্রসঙ্গে বলে রাখি, প্যাক লাগানো অবস্থায়

কোনও কথা বলবে না, কারণ কথা বললে

ত্বকে টান পড়ে এবং ত্বক কুঁচকে যাওয়ার

ভয় থাকে। এইভাবে প্যাক লাগিয়ে পাঁচ

থেকে সাত মিনিট রেখে ভাল করে ধুয়ে নেবে।

এর পর গোলাপ জল বা কোনও ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিতে হবে।

উত্তর দিচ্ছেন: কাকলি চট্টোপাধ্যায়

বিউটিশিয়ান, ফিট অ্যান্ড ফাইন

সুন্দর চুলের গোপন কথা



আমার বয়স ২০ বছর। আমার চুল খুব শুষ্ক। অনেক চেষ্টা করেছি কোনও লাভ হয়নি। কী করলে আমার চুল মসৃণ ও স্বাস্থ্যবাহুল্য হবে?

সংযুক্তা দাস, রায়গঞ্জ, ই মেল মারফত

পাকা কলা, মধু ও দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে একটা প্যাক তৈরি করে মাথায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে, কোনও আমলা-যুক্ত হার্বাল শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিলে চুলের শুষ্কতা চলে যাবে এবং চুল হয়ে উঠবে মসৃণ ও সুন্দর।

আমার বয়স ১৭ বছর। চুল খুব সিক্কি। কিন্তু আমার খুব খুসকি হয়। কী ব্যবহার করলে আমি এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাব?

শ্যারন সিমোনা চৌধুরী, ই মেল মারফত

প্রশ্ন পাঠাও এই ঠিকানায়:

‘সাজ সাজেশন’ ১৯ ২০ পত্রিকা, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,

কলকাতা-৭০০০০১ ই মেল unish.kuri@abp.in

ওয়েবসাইট: www.unishkuri.in



LOTUS
HERBALS
SAFE SUN

A STRONG SUN NEEDS
A STRONGER SUNBLOCK

India's 1st Multi-Function Sunblock SPF-70 | PA+++,
that protects your skin from darkening and ageing.

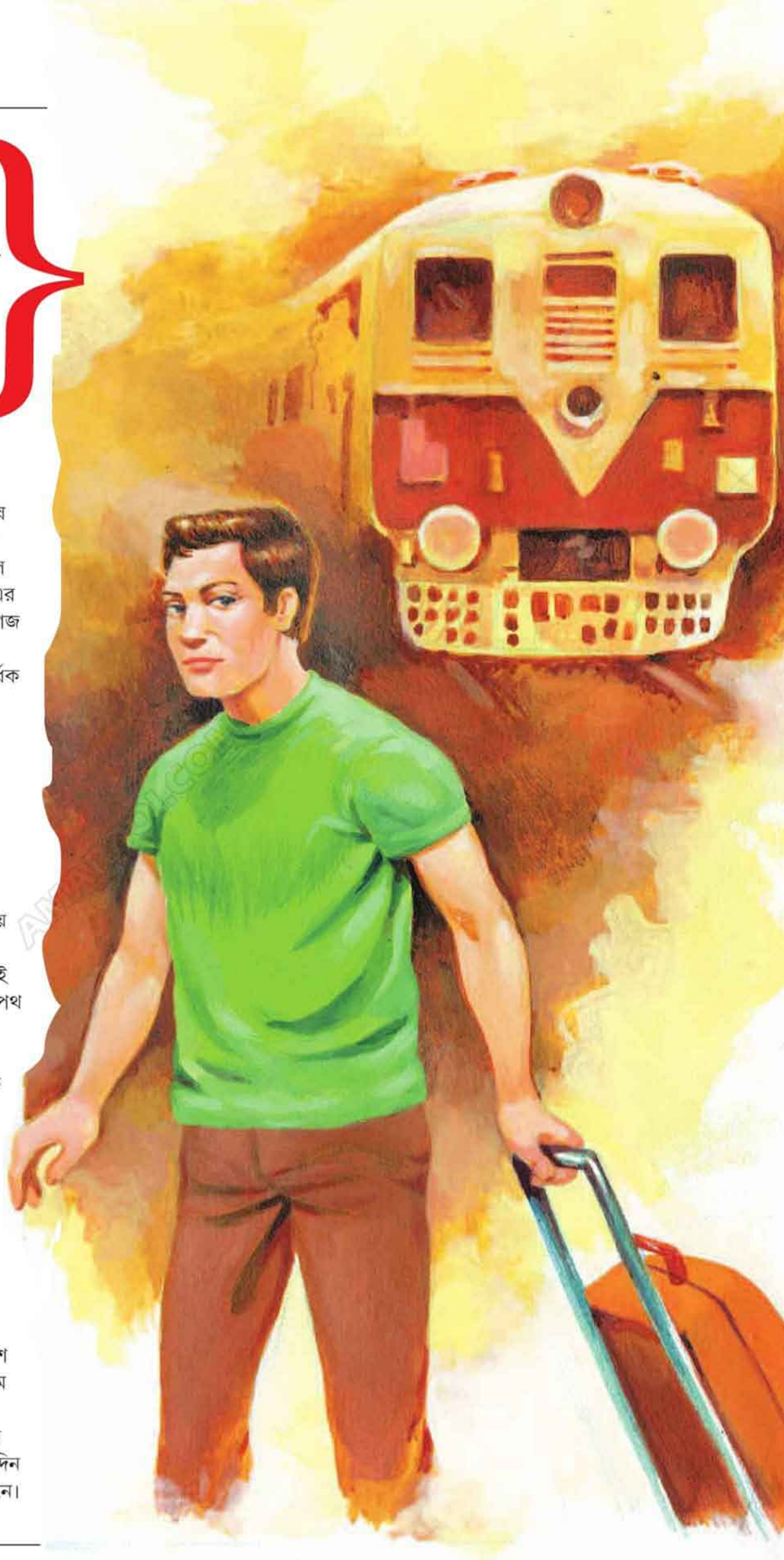
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com



মহীরুহ

প্রবীর হালদার

মহলন্দপুর স্টেশনে বনগাঁ লোকাল থামতেই প্রত্যাষ প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে নিজের ট্রলিব্যাগ সামলে নেমে পড়ল। আজ রবিবার। ছুটির দিন। কিন্তু বনগাঁ লোকালে ভিড়ের কোনও কমতি নেই। ভিড় বলে ভিড়! প্রত্যাষ এর আগে বনগাঁ লোকালের ভিড়ের গল্পই শুধু শুনেছে। আজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল। ভিড়ে একেবারে চিঁড়েচ্যাপ্টা হওয়ার জোগাড়! তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে, অর্ধেক পথ পেরনোর পর বারাসাত জংশনে বসার জায়গা পেয়েছিল। ইচ্ছে ছিল শিয়ালদহ পৌঁছে গোবরডাঙা লোকাল ধরার। কিন্তু বরানগর স্টেশন থেকে ডাউন ডানকুনি লোকাল ধরে শিয়ালদহ পৌঁছতেই কুড়ি মিনিটের পথ এক ঘণ্টা লেগে গেল সিগন্যালের গন্ডগোলে! ফলে পরবর্তী বনগাঁ লোকাল পেতে ঠায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট শিয়ালদহ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু শিয়ালদহ থেকেও প্রত্যাষ বনগাঁ লোকালে বসার জায়গা পায়নি। অতবড় ট্রলিব্যাগ নিয়ে রানিং ট্রেনে ওঠার অভিজ্ঞতা না থাকলে যা হয়। তার উপর বনগাঁ লোকাল। কামরার মধ্যে ঢুকতে না ঢুকতেই দ্যাখে সব সিট ভর্তি হয়ে গিয়েছে। প্রথমে তো এতটা পথ দাঁড়িয়ে যেতে হবে ভেবে প্রত্যাষের খারাপ লাগছিল। উপরন্তু একনাগাড়ে ঠেলাঠেলি, চিৎকার এবং ঝগড়া। একেবারে হই-হউগোলের জগাখিচুড়ি! এভাবে লোকে যেতে পারে! প্রত্যাষের বেশ অবাক লাগছিল একথা ভেবে যে, এই লাইনে নিত্যযাত্রীরা বছরের পর বছর কীভাবে এত কষ্ট সহ্য করে যাতায়াত করে! প্রত্যাষ বাবার মুখে একজন সহকর্মীর কথা প্রায়ই শুনত। ভদ্রলোক আবার হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রায়দিনই বনগাঁ লোকালের অনিয়মিত ট্রেন চলাচলের জেরে অফিস পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত তাঁর। ভদ্রলোক আসতেন চাঁদপাড়া থেকে। বেজায় রসিক। তাঁর কথায় বনগাঁ লোকালের ভিড় নাকি ‘বস্তায় ঠাসা কুঁড়ো’র মতো, হাওয়া চলাচলের জায়গাও থাকে না। কথাটা আজ বেশ ভাল করেই টের পেয়েছে প্রত্যাষ। হকারের দাপটও কম নয়। মাথায় বড়-বড় ফলের বুড়ি কিংবা ব্যাগবোঝাই জিনিসপত্র নিয়ে যেভাবে ভিড় ঠেলে তারস্বরে চিৎকার করতে-করতে তারা হকারি করে, ভাবা যায় না! সারাদিন ধরে এমন অমানুষিক শক্তি ওরা পায় কীভাবে কে জানে। আশ্চর্যজনক বটে! এরই নাম জীবনসংগ্রাম।



অবশ্য সেও আজ জীবনসংগ্রামের নতুন পথিক। জীবনে প্রথম চাকরির নিয়োগপত্র নিয়ে চলেছে প্রত্যন্ত গ্রাম লক্ষ্মীপুরে। বাড়ির সবাই প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল। প্রত্যুষের বাবা প্রমথনাথ চেয়েছিলেন, তাঁর একমাত্র সন্তান যেন এখনই একটা যেমন-তেমন চাকরির পিছনে না ছুটে দেশের সবচেয়ে বড় প্রশাসনিক পরীক্ষা আইএএস-এ সফল হয়ে তাঁর চেয়েও বড় অফিসার হয়। প্রত্যুষের বাবাও অবশ্য একজন বড় অফিসার।

ডব্লিউবিসিএস। বর্তমান রাজ্য সরকারের যুগ্মসচিব।

প্রত্যুষ কিন্তু বেছে নিল বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি। তাও আবার ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষক। বাবার অমতেই প্রত্যুষ শারীরশিক্ষার বিশেষ পাঠ্যক্রম শেষ করে উজ্জ্বল রেজাল্টসহ শিক্ষকতার চাকরির পরীক্ষায় বসতে পেরেছিল। প্রত্যুষের ছোটবেলা থেকে খেলাধুলোর প্রতি প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল। স্বপ্ন ছিল বিরাট ফুটবলার হওয়ার। তার হ'ফুট উচ্চতাকে কাজে লাগিয়ে স্কুল-কলেজে সে দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেলত। পজিশন ছিল ফরোয়ার্ডে। তার অসাধারণ দক্ষতাতেই তার কলেজ পরপর দু'বার আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। শুধু ফুটবলেই সে দক্ষ ছিল না, কলেজের সেরা অ্যাথলিটও ছিল। ছোটবেলায় নিয়মিত যোগব্যায়াম করত। যেখানে যোগব্যায়ামের প্রতিযোগিতা হত, সেখান থেকেই প্রাইজ নিয়ে আসত। আর ছিল সাঁতারের নেশা। রোজ অশোকগড় থেকে দক্ষিণেশ্বর যেত গঙ্গায় সাঁতার কাটতে। অশোকগড় থেকে দক্ষিণেশ্বর সাইকেলে ছ'-সাত মিনিটের পথ। সঙ্গে থাকত ইউবি কলোনি আর বেলঘরিয়া পুলিশ কোয়ার্টারের কয়েকজন বন্ধু। ওদের সাইকেলগুলো থাকত পঞ্চবটী তলায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায়। প্রাণভরে গঙ্গায় সাঁতার কাটত ও। সাঁতারেও প্রত্যুষ প্রচুর পুরস্কার পেয়েছে। ওর বহুমুখী প্রতিভা দেখে ছোটকাকা বলেছিলেন, “এভাবে তোরা দক্ষতা চারিদিকে না ছড়িয়ে যে-কোনও একটা খেলায় স্পেশালিস্ট হওয়ার চেষ্টা কর। তাতে সেই ক্ষেত্রে অনেকদূর পর্যন্ত যেতে পারবি।”

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে প্রত্যুষকে শেষপর্যন্ত সক্রিয় খেলাধুলো থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। ডাক্তারের নির্দেশে পরিশ্রম ও টেনশনসাপেক্ষ খেলাধুলো করা এখন বারণ। হাটের একটা ছোট্ট অপারেশন তার সব স্বপ্নকে চুরমার করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আর কোনওদিনই সে বড় খেলোয়াড় হতে পারবে না। তবু খেলাধুলো আর মাঠ তার হৃদয়ের সব জায়গা জুড়ে আছে। শারীরশিক্ষার শিক্ষকের নিয়োগপত্র পেয়ে প্রত্যুষ প্রথমে আবেগবিহীন হয়ে গেলেও বাড়ির সবার অনুমতি পাওয়ার ব্যাপারে বেশ চিন্তিত ছিল। মায়ের ইচ্ছে ছিল, প্রত্যুষ যেন অন্ততপক্ষে এমএ-টা পাশ করে তবে চাকরি করে। আর বাবার তো বরাবরের ইচ্ছে, সে যেন ডব্লিউবিসিএস বা আইএএস অফিসার হয়।

প্রত্যুষের ছোটকাকা হাইকোর্টের উকিল। প্রত্যুষের চাকরি পাওয়ার পর খবর পেয়ে বলেছিলেন, “মাস্টার হোস, ক্ষতি নেই। কিন্তু শেষপর্যন্ত শারীরশিক্ষার মাস্টার হতে গেলি? ও তো মেঠোমাস্টার। মাঠে-ঘাটেই মাস্টারি করতে হবে ছেলেপুলে নিয়ে।” প্রত্যুষ হেসে বলেছিল, “হ্যাঁ ছোটকা, আমি মেঠোমাস্টারই হতে চাই। মাঠ আমায় ছোটবেলা থেকে টানে। খেলোয়াড় হয়ে মাঠ দাপানোর সুযোগ তো আর পেলাম না! তবে শারীরশিক্ষার মাস্টার হয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে তো মেটাতে পারব। সবচেয়ে বড় কথা, ছোটদের নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারব। কারণ মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে গড়ে তোলাও শারীরশিক্ষার উদ্দেশ্য। এই শিক্ষাই আমি গ্রামের বাচ্চাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই।”

খুশি হয়ে ছোটকাকা বলেছিলেন, “কিন্তু গ্রামগঞ্জে ক্রমশ স্কুলছুট

ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যে বেড়েই চলেছে, সেটা রোধ করতে পারবি?” প্রত্যুষ বলেছিল, “জানি না এ ব্যাপারে কতটা সফল হতে পারব। তবে চেষ্টার কোনও কসুর করব না। জানি যে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে ফেরানোর লড়াইটা বেশ কঠিন, তবে আমি আমার তরফ থেকে লড়াই চালিয়ে যাব।”

প্রত্যুষের ছোটকাকা শেষপর্যন্ত তাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, “তোরা উদ্দেশ্য সফল হোক। একটা বাচ্চা ছেলেকেও যদি মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারিস, তা হলেই ভাববি তোরা ভাবনাচিন্তা সার্থক। তবে সবার আগে দরকার নিজেকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা। তা হলেই দেখবি তোরা টানে মানুষ তোরা কাছে ছুটে আসবে।”

প্রত্যুষ কাকার কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে স্টেশন চত্বর ছেড়ে বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, তিনআমতলায় একটা বাস-দুর্ঘটনার জন্য সকাল থেকে বাস সার্ভিস বন্ধ। এদিকে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। সামনেই মছলন্দপুরের বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। প্রত্যুষ কোণের দিকে একটা খালি চেয়ার দেখে বসে পড়ল। প্রথমে দুটো শিঙাডার অর্ডার দিল। চাটনি দিয়ে শিঙাড়া খেতে-খেতে তার মন ভরে গেল। প্রত্যুষ এবার একটা ছানার জিলিপি আর রসমালাইয়ের অর্ডার দিল। মিষ্টিগুলোও দারুণ। মুখোমুখি বসা একজন প্রৌঢ় বললেন, “এ তল্লাটে নতুন বুঝি?”

প্রত্যুষ বলল, “হ্যাঁ। দোকানটার মিষ্টি আর শিঙাড়া খুব সুস্বাদু।”

প্রৌঢ় ভদ্রলোক হেসে বললেন, “এই দোকানটার খুব সুখ্যাতি। এই দোকানের মিষ্টি বাংলাদেশেও যায়।”

প্রত্যুষ বলল, “তাই বুঝি! আচ্ছা এখান থেকে বর্ডার কি খুব কাছে?”

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি বললেন, “মছলন্দপুর থেকে অনেকভাবে বর্ডারে যাওয়া যায়। সবচেয়ে কাছের বর্ডারে যেতে হলে ঠাকুরনগর স্টেশনে নেমে অটোতে মাত্র উনিশ-কুড়ি মিনিট গেলেই বর্ডার দেখা যাবে।”

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে এসব কথা শুনে প্রত্যুষের মনে বহুদিনের পুরনো ইচ্ছেটা আবার জেগে উঠল।

কোনওদিন সে বর্ডার বর্ডার অঞ্চলের এত কাছে যখন সে শিক্ষকতা করতে এসেছে, একদিন ঠিক সুযোগমতো বর্ডার দেখতে যাবে।

যশোহর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে প্রত্যুষ একটা

ভ্যানরিকশায় উঠল। সে বেছে-বেছেই লক্ষ্মীপুরগামী ওই ভ্যানরিকশায় উঠেছে কারণ ভ্যানরিকশা-স্ট্যান্ডে যেক'টা ভ্যানরিকশা দাঁড়িয়েছিল, তার মধ্যে ওই ভ্যানরিকশার চালকই বয়সে সবচেয়ে ছোট।

নিশ্চয়ই স্কুলছুট। কত আর বয়স হবে! তেরো কি চোদ্দো!

ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করার জন্যই প্রত্যুষ তার ভ্যানরিকশায় চেপেছে।

প্রত্যুষের সঙ্গে আরও একজন বৃদ্ধ ছেলেটার ভ্যানরিকশায় সওয়ারি হয়ে উঠে বসলেন। স্টেশন-সংলগ্ন ভ্যানরিকশা স্ট্যান্ড ছাড়াতেই কিশোর ছেলেটা তীব্রগতিতে চালাতে শুরু করল।

বৃদ্ধ লোকটি বলে উঠলেন, “এই ভাই! অত জোরে চালিয়ে না।

অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।” কিন্তু প্রত্যুষ ছেলেটার ভ্যানরিকশা চালানোর গতি দেখে বিস্মিত হয়ে গেল। এই বাচ্চা ছেলেটা এত জোরে



আমি মেঠোমাস্টারই হতে চাই। মাঠ আমায় ছোটবেলা থেকে টানে। খেলোয়াড় হয়ে মাঠ দাপানোর সুযোগ তো আর পেলাম না! তবে শারীরশিক্ষার মাস্টার হয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে তো মেটাতে পারব।

ভ্যানরিকশা চালাতে পারে! আশ্চর্য! তা হলে কত জোরে দৌড়তে পারে?
 এর তো রানার হওয়ার কথা ছিল।
 প্রত্যুষ ছেলেটাকে বলল, “এই, তোর নাম কী রে?”
 ভ্যানরিকশা চালাতে-চালাতে ছেলেটা বলল, “মন্টু।”
 “মন্টু কী?”
 “মন্টু মণ্ডল।”
 প্রত্যুষ এবার জিজ্ঞেস করল, “থাকিস কোথায়?”
 “আপনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই।”
 “আমি তো লক্ষ্মীপুর স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে যাব।”
 “আমাদের বাড়ি ওই স্কুলের পাশেই।”
 “তুই কি এখনও স্কুলে পড়িস?”
 হঠাৎ মন্টুর ভ্যানরিকশার চেনটা পড়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কসরত করে চেনটা ঠিকমতো লাগিয়ে আবার চালকের সিটে উঠে পড়ল মন্টু।
 একটুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ফের প্রত্যুষ মন্টুকে বলল, “কই বললি না তো, তুই কি এখনও স্কুলে পড়িস, নাকি ছেড়ে দিয়েছিস?”
 মন্টু এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “আর লেখাপড়া করে কী লাভ?”
 তার মানে! বিস্মিত প্রত্যুষ পরক্ষণেই বলল, “লেখাপড়াটা ছাড়ার কারণটা কী, বলবি?”
 মন্টু ঝটিতি জবাব দিল, “কিন্তু আমার লেখাপড়া ছাড়ার কারণ জেনে আপনার লাভ কী কাকু?”
 “আমি একজন শিক্ষক হিসেবে লক্ষ্মীপুর স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে যোগ দিতে যাচ্ছি। সেইজন্যেই জানতে চাইছি তুই লেখাপড়া ছাড়লি কেন? আচ্ছা তার আগে বল, কতদূর লেখাপড়া করেছিস?”
 “ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছি। গত বছরই ছেড়ে দিয়েছি। আমি স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলেই পড়তাম।”
 “কিন্তু ছাড়লি কেন?”
 “আমি ভ্যান না চালালে আমাদের সংসার চলবে কেমন করে? বাবা বিছানায় পড়ে আছে আজ আট মাস হল।”
 “কেন?”
 “পঞ্চায়েত ভোটের সময় বোমাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল বাবা। ডান পায়ে বোমার দুটো টুকরো ঢুকে হাড় ভেঙে একাকার। অপারেশনের পরেও ভাল হয়নি আর। এখন কোনওমতে দাঁড়াতে পারে। বাবার রিকশাভ্যানটা তাই এখন আমিই চালাই।”
 “তোদের বাড়িতে আর কে-কে আছে?”
 “মা আর বড়দি। মায়ের হাঁপানির রোগ আছে। আগে ধানকলে কুঁড়ো ঝাড়ত। এখন ডাক্তারের নিষেধ আছে। বড়দি ঘরে ঠোঙা বানায়।”
 “সত্যি দুঃখজনক ঘটনা,” প্রত্যুষ বিষণ্ণ স্বরে কথাটা বলল।
 রিকশাভ্যানে বসা বৃদ্ধ লোকটি এবার প্রত্যুষকে বললেন, “আপনি স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে নতুন শিক্ষক হয়ে এসেছেন বুঝি?”
 “হ্যাঁ, আজ তো রবিবার। আগামিকালই জয়েন করব।”
 “আপনি কোথা থেকে আসছেন জানতে পারি কি?” বলেই বৃদ্ধ লোকটি নস্যির কৌটো বের করলেন।
 “আমি থাকি উত্তর কলকাতায়। বরানগর ডানলপ ব্রিজের কাছে অশোকগড়ে আমাদের বাড়ি।”
 “শহর ছেড়ে গ্রামে এসেছেন। এবার বুঝতে পারবেন ঘরে-ঘরে এরকম কতশত দুঃখের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। অভাব, দারিদ্র আর বিচিত্র সব পারিবারিক সমস্যার জন্যেই আজ আমাদের গোটা দেশে স্কুলছুট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সরকার আর কতই বা পারবে এর সুরাহা করতে? আচ্ছা আপনি উঠছেন কোথায়?”
 প্রত্যুষ এবার স্রিয়মাণ কণ্ঠস্বরে বলল, “সে কথাই তো ভাবছি। কোথায় যে ওঠা যায়! একেবারে অজানা অচেনা জায়গা। কাউকেই চিনি না, জানি না। এদিকে স্কুলও আজ বন্ধ। রবিবার।”

“যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রস্তাব দেব?”
 “আপনি নির্দিষ্ট বলতে পারেন,” প্রত্যুষ আপন হওয়ার চেষ্টা করল।
 “আপনি আমার বাড়িতে থাকতে পারেন। আমার বাড়ি লক্ষ্মীপুরেই। বেড়গুম এক নম্বর পঞ্চায়েত অফিসের পাশেই। ওখান থেকে আপনার স্কুল মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। আমার বাড়িতে থাকতে আশা করি আপনার কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি কি রাজি আছেন? অসম্মতি থাকলেও বলতে পারেন।”
 “অসম্মতি! কী যে বলেন! এ তো মেঘ না চাইতেই জল। আমার পরম সৌভাগ্য যে চেষ্টা না করেই এভাবে আপনার বাড়িতে থাকার সুযোগ পাচ্ছি। আচ্ছা আপনার পরিচয়টা যদি একটু বলেন।”
 বৃদ্ধটি নাকে নস্যি নিয়ে বললেন, “এই দ্যাখো! আমার পরিচয়টা আগেই দেওয়া উচিত ছিল। আমার নাম মহীতোষ মুখোপাধ্যায়। পেশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। আর নেশা, কিছু আশ্রয়হীন শিশু, কিশোর-কিশোরীদের মানুষ করা আর গাছ লাগানো। আশ্রয়হীন বাচ্চাগুলো আমার বাড়িতেই থাকে। আমার স্ত্রী ওদের দেখাশোনা করে। আমরা যে নিঃসন্তান, এখন আর তা মনেই হয় না। আপনি আমাদের বাড়িতে থাকলে ওদেরও অনেক উপকার হবে।”
 প্রত্যুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে মহীতোষবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনার মতো একজন সমাজসেবীর সান্নিধ্যে থাকা আমার কাছে রীতিমতো গর্বের ব্যাপার। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, আপনার মতো একজন পরোপকারী মানুষের সঙ্গে আমাকে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে আমাকে আপনি এবার থেকে ‘তুমি’ বলবেন।”
 মহীতোষবাবু হেসে বললেন, “ঠিক আছে।”

॥ ২ ॥

বিদেশবিড়ুইয়ে পা রাখতে না রাখতেই যে এমন সুন্দর একটা বাসস্থানে থাকার সুযোগ পাবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি প্রত্যুষ। একেবারে ছবির মতো প্রকৃতির মাঝে মহীতোষবাবুর বাড়ি। মহীতোষবাবুর দাদুর আমলের বাড়ি। ছোট্ট নদী যমুনা পূর্বমুখে হয়ে মিশে গিয়েছে ইছামতী নদীতে। যমুনা নদীর দক্ষিণ দিকে তীরঘেঁষা মনসামগুপের লাগোয়া বাড়িটাই মহীতোষবাবুর। একসময় যমুনা নদীর উত্তর দিকে জমিদারবাড়ির প্রকাণ্ড মেজোতরফ ছিল। এখন শুধু পড়ে আছে বিরাট সিংহদুয়ার। তার পাশে প্রাচীন সূর্যঘড়ি। একটু পাশেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে গোবরডাঙার জমিদারবাড়ির বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় কালীবাড়ি। মেজোতরফ না থাকলেও একটু পশ্চিমে আছে ছোটতরফ। সেটাও বৃহদাকার। তার সামনে দ্বীপমতো জলাভূমি। যমুনা নদীর উত্তর পাড়ে গোবরডাঙা। দক্ষিণপারে লক্ষ্মীপুর আর কুচুলিয়া গ্রাম।
 ছাদের উপর দাঁড়িয়ে মহীতোষবাবু প্রত্যুষকে সবকিছু দেখাতে থাকেন। বাঁদিকে যমুনা নদীর উপর বিশাল পাকা সেতু। গোবরডাঙার সঙ্গে এপ্রান্তের লক্ষ্মীপুর আর কুচুলিয়া গ্রামের যোগাযোগ রক্ষাকারী একমাত্র সড়কপথ। গোবরডাঙার বিখ্যাত লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর নামে সেতুটি। ডানদিকে তাকালে চোখে পড়ে রেলব্রিজ। অনতিদূরে গোবরডাঙার কালাচাঁদ কুণ্ড শ্মশান।
 জমিদারবাড়ির ডানদিকে এবং যমুনা নদী তীরবর্তী দুটো মাঠ দেখে প্রত্যুষ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, “এখানে বুঝি খুব খেলাধুলো হয়?”
 “এখন হয় না, আগে হত।”
 মহীতোষবাবুর কথাটা প্রত্যুষের কেমন যেন হেঁয়ালির মতো মনে হল। তাই বলে উঠল, “কথাটা ঠিক বুঝলাম না।”
 মহীতোষবাবু বললেন, “এখানে যতগুলো মাঠ আছে, দশ বছর আগেও সবগুলোয় দাপিয়ে ফুটবল খেলা হত। যমুনা নদীর পারে ওই যে বিশাল মাঠটা দেখছ, তিনটে ফুটবল মাঠের সমান, ওখানে আমরা কী-ই না

খেলেছি! ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, খোখো, হাডুডু, লংজাম্প, হাইজাম্প, ব্যাডমিন্টন... কতকিছু। আর এখন ওখানে শুধু পয়লা বৈশাখে গোষ্ঠাবিহারী মেলা বসে। বাদবাকি সময়ে গোরু, ছাগল চরে। বর্ষাকালে তো চড়া পড়া যমুনা নদীর জল উপচে একাকার। খেলার মাঠ তখন একেবারে দিঘি। অন্যসব মাঠগুলোয় এখন শুধু বিশেষ দিনে ক্রিকেট বা ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। সেসব টুর্নামেন্টে দূর-দূরান্তের ক্লাবগুলো খেলতে আসে। এ অঞ্চলে খেলার পাট একেবারে চুকে গিয়েছে। বিকেল হলেই দেখবে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সেতু দলে-দলে কিশোর-যুবকদের ভিড়ে ছেয়ে গিয়েছে। বেশিরভাগ যুবকদের হাতে মোবাইল আর মুখে সিনেমার গল্প। রাস্তার দুপাশের ফাস্টফুড খাচ্ছে আর মোটা হচ্ছে।”

“আর এখানকার বাচ্চাগুলো? তারা নিশ্চয়ই খেলাধুলো করে?”

“আর খেলাধুলো! ওদের জন্য তো বাড়ি আর ক্লাবের টিভি চ্যানেলগুলো চব্বিশ ঘণ্টা খোলা। আগে বাচ্চাগুলো যমুনা নদীর জলে ছটোপুটি করত, ছিপ দিয়ে মাছ ধরত। কিন্তু এখন তো যমুনা নদী সারাবছর কচুরিপানায় ভর্তি থাকে। পলি জমতে-জমতে মৃতপ্রায়। অথচ কত বড়-বড় নৌকো এই যমুনা নদী দিয়ে যাতায়াত করত। জেলেদের নৌকো চড়ে আমরা কতদিন ইছামতী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছি। যমুনা নদী এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে ইছামতী নদীতে গিয়ে মিশেছে। সেসব গল্প পরে বলব।”

সঙ্গে নাগাদ প্রত্যুষকে নিয়ে মহীতোষবাবু স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক মাখনলাল দাসের বাড়ি এলেন। পাশের গ্রাম কুচুলিয়াতে প্রধানশিক্ষকের বাড়ি। মহীতোষবাবুরা যখন প্রধানশিক্ষকের বাড়ি পৌঁছলেন, তখন সেখানে স্কুলের সেক্রেটারি দেবদুলাল চক্রবর্তী প্রধানশিক্ষকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

প্রত্যুষের পরিচয় পেয়ে ওঁরা ভীষণ খুশি হলেন। একথা-সেকথার পর প্রধানশিক্ষক প্রত্যুষকে বললেন, “জানেন তো প্রত্যুষবাবু, সবচেয়ে বেশি চিন্তা, স্কুলছুট ছাত্রদের সংখ্যাটা ক্রমশই বাড়ছে। বাজারদর যে হারে বাড়ছে, একেবারে গরিব ঘরের বাবা-মায়েরা কোন ভরসায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবে? সেইজন্যেই শিশুশ্রমিকদের সংখ্যাও লাফিয়ে-লাফিয়ে বাড়ছে। মিড-ডে মিলও কোনও কাজে দিচ্ছে না।”

দেবদুলালবাবু বললেন, “স্কুলের ফিজিক্যাল এডুকেশনের সঙ্গে-সঙ্গে খেলাধুলো বিভাগের সমস্ত দায়িত্বটা যখন নিচ্ছেন, তখন আপনাকেই ভাবতে হবে কীভাবে আবার স্কুলছুট ছাত্রদের স্কুলে ফিরিয়ে আনা যায়। এ ব্যাপারে স্কুলের পরিচালন সমিতি সবসময় আপনাকে সাহায্য করার জন্য তৈরি।”

প্রত্যুষ প্রতিশ্রুতি দিল, তার দায়িত্ব পালনে কোনও ফাঁক থাকবে না।

রাত্রিবেলা খাওয়ার সময় মহীতোষবাবুর স্ত্রী তরুণালা কথাটা পাড়লেন। “আচ্ছা প্রত্যুষ, শহর ছেড়ে এই গ্রাম্য পরিবেশে তোমার আসতে ইচ্ছে হল কেন? লোকেরা তো আজকাল বরং গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে।”

প্রত্যুষ বলল, “না কাকিমা, বরাবরই গ্রাম আমাকে ভীষণভাবে টানে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা শহরের তুলনায় অনেক সহজ-সরল। তা ছাড়া শহরের প্রকৃতির চেয়ে গ্রামের প্রকৃতি আমায় অনেক বেশি আকর্ষণ করে। শহরে আজকাল সবকিছুই যেন বড্ড যান্ত্রিক, অথচ গ্রাম এখনও কত প্রাণবন্ত। আজ প্রথম দিনের পরিচয়ে আপনাদের কাছে যে উষ্ণ আতিথেয়তা পেলাম, সেটা শহরে ভাবাই যায় না।”

তরুণালা বললেন, “বাঃ! তুমি তো খুব সুন্দর কথা বল। একেবারে গুছিয়ে। এই না হলে শিক্ষক।”

মহীতোষবাবু বললেন, “তা হলে তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ যে, আমাদের গ্রামে সত্যিই একজন ভাল শিক্ষকের আবির্ভাব হল।”

প্রত্যুষ বলল, “ভালমন্দ বিচার তো ভবিষ্যৎ করবে। স্কুলের ছাত্ররা কীভাবে গ্রহণ করল, তার উপরই তো নির্ভর করছে শিক্ষকের ভালমন্দ।” তরুণালা মৃদু হেসে বললেন, “সত্যিই তুমি গুছিয়ে কথা বলতে পার।”

মহীতোষবাবু বললেন, “তা হলে অন্ততপক্ষে তোমার জন্য গুছিয়ে কথা বলার একজন অতিথি তো জোগাড় করে দিতে পারলাম। এর জন্য তো আমাকে কৃত্তিব দেবো।”

মহীতোষবাবুর কথায় তিনজন একসঙ্গে হেসে উঠল।

রাতের খাওয়ার পর কিছুক্ষণ হাঁটার অভ্যাস প্রত্যুষের। দোতলায় ছাদের উপর হাঁটতে-হাঁটতে প্রত্যুষের মন ভরে গেল। আজ পূর্ণিমা। আকাশের বুকে ভাসমান চাঁদ থেকে রূপোলি আলোর ঢল নেমেছে। অলৌকিক জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যে ভেসে যাচ্ছে চরাচর। যমুনা নদীর বুকে, জলে, আর কচুরিপানার নীল ফুলে সেই জ্যোৎস্না মাখামাখি হয়ে আরও মনোরম হয়ে উঠেছে। জমিদারবাড়িটাকে মনে হচ্ছে বুঝি এক কল্পনার রাজপ্রাসাদ। ছাদ থেকেই দেখা যাচ্ছে গোবরডাঙার কালাচাঁদ কুণ্ড শ্মশানঘাটে একটা চিতার আলো জ্বলছে। জ্যোৎস্নার আলো, চিতার আগুনের আলো মিলেমিশে যেন এক কবিতার মুহূর্ত গড়ে তুলছে। প্রত্যুষের হঠাৎ স্কুলছুট ছেলেগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। পারবে কি প্রত্যুষ ওদের জীবনের মূলশ্রোতে ফেরাতে? পারতেই হবে প্রত্যুষকে। সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার সংকল্প নিয়েই তো শিক্ষকতা বৃত্তিকে সে বেছে নিয়েছে।

প্রধানশিক্ষক আর সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলার দৃশ্যগুলো প্রত্যুষের

আবার মনে পড়ে। সেক্রেটারি দেবদুলালবাবুর কথাটা মনে খুব

দাগ কেটেছিল প্রত্যুষের। উনি বলেছিলেন, “আমাদের

শিক্ষাব্যবস্থায় এখনও বেশ কিছু গলদ আছে। প্রচলিত

শিক্ষাব্যবস্থা পারেনি আমাদের চেতনাকে শিক্ষিত করে

তুলতে, তাই তো আমরা আজ শুধুই কেরিয়ারমুখী।

উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের পড়ানোর সময় ওদের শেখাবেন

যে, বৃত্তি নয়, হৃদয়বৃত্তিই যেন তাদের আসল

পরিচয় হয়।”

গ্যালিলিওর একটা কথাও

প্রত্যুষের ভীষণ ভাল লাগে,

“তুমি কোনও মানুষকে

নতুন কিছু শেখাতে পার

না। তুমি শুধু তাকে তার

নিজের মধ্যে থেকে তা

খুঁজে নিতে সাহায্য

করতে পার।”

প্রত্যুষ ছাদ থেকে নেমে

নিজের ঘরে শোওয়ার

আয়োজন করতেই

মোবাইল বেজে ওঠে। এত

রাতে আবার কার ফোন? কল

রিসিভ করে প্রত্যুষ বলল, “তুমি

এখনও ঘুমোওনি মা?”

ওপার থেকে প্রত্যুষের মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, “এই প্রথম কাছছাড়া হলি। ঘুম কি এত সহজে আসবে? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?

ওখানকার মানুষ কেমন?”

প্রত্যুষ হেসে বলল, “সে ব্যাপারে তুমি কিছু চিন্তা কোরো না মা।

লক্ষ্মীপুরে এসেই এমন কিছু ভাল ও জ্ঞানী মানুষের সংস্পর্শে এসে পড়েছি

যে, তাতে নিজেকে দারুণ সৌভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।”



দোতলায় ছাদের উপর
হাঁটতে-হাঁটতে প্রত্যুষের মন
ভরে গেল। আজ পূর্ণিমা।
আকাশের বুকে ভাসমান
চাঁদ থেকে রূপোলি আলোর
ঢল নেমেছে। অলৌকিক
জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যে ভেসে
যাচ্ছে চরাচর।

স্কুলে যোগদান করার পর প্রথম রবিবারের সকালটা একটু এলোমেলোভাবে উপভোগ করার ইচ্ছে ছিল প্রত্যুষের। সেই ভাবনায় সকাল ন'টায় একা-একাই বেরিয়ে পড়েছিল। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে পরিচয় করার অছিলায় গোবরডাঙা কালীবাড়ির কাছে জগুর চায়ের দোকানের এক কোণে বসে পড়ল। জগুর চায়ের দোকানে সকাল-সন্ধ্যে ভিড় লেগেই থাকে। এলাকার খুব জনপ্রিয় চায়ের দোকান। এখানে কেউ আসে রোজকার চায়ের আসরে আড্ডা জমাতে, কেউ আসে খবরের কাগজ পড়তে, কেউ আসে বাসের অপেক্ষার মাঝে এককাপ চা খেতে। সামনেই গোবরডাঙার কালীবাড়ি বাসস্ট্যান্ড। বাস, অটো, ভ্যানরিকশায় কম লোকজন ওঠে না। যাত্রীদের বেশিরভাগই জগুর দোকানে দু'দণ্ড জিরিয়ে বিখ্যাত চায়ে চুমুক দিয়ে যাবেই। লোকে বলে জগুর হাতে নাকি জাদু আছে।

প্রত্যুষ এক কাপ চা আর দুটো বিস্কুটের অর্ডার দিয়ে পাশেই বসা একজনের সঙ্গে আলাপ করছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা বাচ্চা ছেলে সমানে এ-টেবিল ও-টেবিল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। হাসিমুখেই চা নিয়ে আসছে কিংবা খাওয়া চায়ের কাপ-প্লেট নিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যুষ ওর দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। নির্ঘাত স্কুলছুট।

প্রত্যুষের কাছে ছেলেটি যখন চা আর বিস্কুট নিয়ে এল, তখন ও তাকে জিজ্ঞেস করল, “এই তোর নাম কী রে?”

“নিলু,” বলেই ছেলেটি ফিক করে হাসল।

প্রত্যুষ ছেলেটার সঙ্গে আলাপ জমাতে গেলে সে বলল, “এখন ভীষণ কাজের চাপ, পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।”

কিছুক্ষণ পরে নিলু আবার এল এঁটো কাপ-প্লেট নিয়ে যেতে। কাপ-প্লেট হাতে একটু এগোতেই হঠাৎ হাঁচট খেয়ে পড়ল।

মালিকের চেয়ার ছেড়ে স্থলকায় জগু এগিয়ে এসে সপাটে একটা চড় কষাল নিলুর গালে। রাগে ফুঁসতে-ফুঁসতে বলতে লাগল, “হতচ্ছাড়া! এই নিয়ে এমাসে তিন-তিনবার কাপ-প্লেট ভাঙলি। শালা তোর ফুলের মধু খাওয়া বাপ কি আমার দোকানে ফ্রি-তে কাপ-প্লেট সাপ্লাই দেয়?”

নিলু কাঁদতে-কাঁদতে ঠোঁট ফেটে বেরনো রক্ত মুছতে থাকল।

প্রত্যুষ এগিয়ে এসে জগুকে বলল, “এভাবে কেউ বাচ্চাদের মারে!”

জগু গজগজ করে বলল, “নীতিকথা শোনাতে আসবেন না মশাই। খদ্দের হয়ে এসেছেন, চা-বিস্কুট খেয়েছেন, দাম দিয়ে চলে যান, সিন খতম।”

প্রত্যুষ বলল, “সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আপনি এভাবে মারছেন কেন?”

জগুর রাগ তবুও কমতে চায় না। বলল, “সে কৈফিয়ত কি আমি আপনাকে দেব? আপনি কি ওর ধর্মবাপ নাকি?”

প্রত্যুষও ছাড়ার পাত্র নয়। সম্মুখে নিলুর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “এই, তোর বাড়ি কোথায় রে?”

“আমার বাড়ি নেই।”

“সে কী! তা হলে তোর বাবা-মা কোথায়?”

“জানি না।”

জগু এবার ফুঁসে বলল, “দেখলেন তো? জানবে কী করে? এসব তো বেয়ারিং চিঠি।”

প্রত্যুষ বিস্মিত হয়ে বলল, “মানে!”

“মানে আর কী? বেজন্মা। যার কাছে যাবে, তাকেই এ বোঝা বইতে হবে। এসেছিল একপেট খিদে নিয়ে কাজ চাইতে। দিয়েছি। এখন একটা বাচ্চুর থেকেও বেশি খায়। তাও তিন বেলা!”

“তাই বলে ওর উপর আপনার হাত তোলার অধিকার জন্মে গেল?”

জগু পিঠ চুলকে বলল, “হাত তুলব না! যে অসুখের যে পুরিয়া। এই নিয়ে একমাসে তিনবার কাপ প্লেট ভাঙল।”

প্রত্যুষ মানিবাগ থেকে একটা একশো টাকার নোট জগুর সামনে তুলে ধরতে জগু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। প্রত্যুষ জগুর ভাবাচ্যাকা মূর্তি দেখে বলল, “আরে ধরুন, নোটটা জাল নয়। এটা তিনটে কাপ প্লেটের ক্ষতিপূরণ। আর আজ থেকে এই বেয়ারিং চিঠির সব দায়িত্ব আমার।”

প্রত্যুষ এবার নিলুর চিবুক তুলে বলল, “কী রে, যাবি তো আমার সঙ্গে?” নিলু মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালে প্রত্যুষ বলল, “আগে তোর ট্রিটমেন্ট হওয়া দরকার।”

নিলুকে নিয়ে প্রত্যুষ কিছুক্ষণের মধ্যে সাহাপাড়ায় সুদীপডাঙার চেম্বারে গিয়ে হাজির হল। সুদীপডাঙার স্থানীয় গৈপুর শিশু হাসপাতালের বিখ্যাত শিশুচিকিৎসক। নিজের বাড়িতেই হুগুয় একদিন গরিব শিশুদের ফ্রি-তে চিকিৎসা করেন। আজকেই সেই দিন। তাই বেশ কিছু বস্তির ছেলেদের চোখে পড়ল প্রত্যুষের।

প্রাথমিক কিছু কথাবার্তার পর প্রত্যুষ নিলুর ফাটা ঠোঁটের অংশ দেখিয়ে বলল, “দেখেছেন তো ডাক্তারবাবু, এইটুকু ছেলেকে মেরে কী করেছে!”

সুদীপডাঙার নিলুর মুখের রক্ত মুছতে-মুছতে বললেন, “একে তো তবু প্রাথমিক চিকিৎসা করলেই সেরে যাবে। কিন্তু ওদের সারাব কী করে বলুন তো!” বলেই বস্তির বাচ্চা ছেলেগুলোকে দেখালেন।

“কেন?” প্রত্যুষ চোখ কঁচকাল।

“সারাবছর ওদের সর্দি-জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট লেগেই আছে।”

“কেন? ওষুধও সারে না?”

“সারবে কী করে মশাই! যত স্যাম্পল ফাইল পাই, ওদের জন্য তুলে রাখি। কিন্তু ওষুধ নিয়েই ওরা ফের ছুটবে চোলাই কারখানায় কাজ করতে।”

প্রত্যুষ প্রায় আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে বলল, “বলছেন কী মশাই! চোলাই কারখানায় কাজ করে এইসব বাচ্চাগুলো?”

সুদীপডাঙার মৃদু হেসে বললেন, “সরকার আইন জারি করেছে চোন্দো বছরের নীচে কাউকে কাজ করতে দেওয়া হবে না। অথচ ধর্মপুরের চোলাই কারখানায় বেশ কিছু শিশু, কিশোর কাজ করে। ওখানে জলে বিষ, বাতাসেও বিষ।”

প্রত্যুষ বলল, “কেন?”

“ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন। চারিদিকে বিশাল-বিশাল কয়লার উনুনে প্রকাণ্ড সব ড্রামে জাল দেওয়া হচ্ছে চোলাই। কালো ধোঁয়ায় দিনেও দূরের কিছু দেখা যায় না। বাতাসে তীব্র কটু গন্ধ।”

প্রত্যুষ কী ভেবে বলল, “কই এখানে তো কাউকে কোথাও চোলাই নিয়ে যেতে দেখি না।”

সুদীপডাঙার আবারও মৃদু হেসে বললেন, “আপনি নতুন এখানে এসেছেন, না হলে এ কথা বলতেন না,” বলতে-বলতেই জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে পরক্ষণেই বললেন, “বলুন তো কী দেখছেন?”

প্রত্যুষ জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল, একটা জেরিকেন-বোঝাই ভ্যানরিকশা যাচ্ছে। তার গায়ে সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, ‘আর্সেনিক-মুক্ত জল’।

প্রত্যুষ নিমেষে সুদীপডাঙার দিকে তাকিয়ে বলল, “লেখাই তো রয়েছে, আর্সেনিক মুক্ত জল।”

হেসে উঠে সুদীপডাঙার বললেন, “আপনি ‘গিলিগিলি গে’ বলে ওই জেরিকেন-গুলোর ছিপি খুলুন গিয়ে। দেখবেন ওই ডিস্টিল্ড ওয়াটারগুলো দিয়ে ভকভক করে কী সুন্দর ঝাঁঝালো গন্ধ বেরচ্ছে।”

প্রত্যুষের মুখে অবিশ্বাস আর বিস্ময় দেখে সুদীপডাঙার বললেন, “আরও আছে। শুনলে ভিরমি খেয়ে যাবেন মশাই। মাঝে-মাঝেই দেখবেন ভ্যানরিকশা বোঝাই টিভি আর ফ্রিজ যাচ্ছে। ওগুলো শুধুই টিভি আর ফ্রিজের কার্টেন বাস্ক। ভিতরে চোলাই। পাচারের প্যাঁচ-পয়জার কি কম? ভদ্রলোকের বাহনও আছে। মারুতি, অ্যান্ডাসাডর, ম্যাটাডোর, অবশ্য সেসব গাড়ির নাম্বার পুলিশের ডাকবাবুদের গোপন খাতায় লেখা আছে।”

“তার মানে কোনও প্রতিরোধ নেই!”

হো হো করে এবার অটুহাসি হেসে সুদীপডাক্তার বললেন, “হাসালেন মশাই! কার বনের শেয়াল কে তাড়াবে বলুন? আরে মশাই, পুলিশ, পার্টি, আবগারি বিভাগ, তোলাবাজ সবাই মিলে এ লাইনে একটা মালগাড়ি। হপ্তা চুক্তিতে শুধুই ওয়াগন ভরে যাও।”

সুদীপডাক্তারের কথা শেষ হতে না-হতেই চেম্বার আলো করে এক সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব হল। প্রত্যুষের জীবনে এত সুন্দরী মেয়ে এত কাছে এই প্রথম। কলেজ-জীবনেও সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, কিন্তু এত লাভণ্যময়ী নয়। আসলে মেয়েটা যত না সুন্দরী, তার চেয়ে অনেক বেশি লাভণ্যময়ী। মেয়েটার গায়ের রং খুব ফরসা নয়, তবে চাপাও নয়। আসলে মেয়েটার ত্বকের ওজ্জ্বল্যর কাছে তার রংটা যেন হেরে বসে আছে। নাকটা বেশ টিকোলো। বাক্যহারার করে দেওয়ার জন্য তার সুন্দর অথচ বিষণ্ণ চোখদুটাই যথেষ্ট।

মেয়েটাকে দেখেই সুদীপডাক্তার বললেন, “আরে এসো, এসো...” তারপর প্রত্যুষের পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, “বোসো।” মেয়েটা চুড়িদারের ওড়না সামলে বসল।

সুদীপডাক্তার বললেন, “তারপর বলো, তোমার দাদু কেমন আছেন?” মেয়েটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, “জ্বরটা কিছুতেই একেবারে যাচ্ছে না! সকালে কমলে বিকেলে বাড়ছে। গতকাল রাতে আবার বমি করেছে।” সুদীপডাক্তার এবার ওকে সাব্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, “এর জন্য তুমি দুশ্চিন্তা কোরো না। এই জ্বরের ধরনটাই এরকম, ফ্লাকচুয়েট করে। আর দুটো দিন দ্যাখো। তোমার দাদু ঠিক ভাল হয়ে যাবেন। তুমি একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নাতনি। তোমার এত ঘাবড়ে গেলে চলে? তুমি তো স্ট্রং মাইন্ডেড লেডি। তোমার দাদুর মুখে তো তোমার গুণের কথা কম শুনিনি। এত চিন্তার কিছু নেই।”

মেয়েটা এবার মৃদু হাসল। প্রত্যুষের মনে হল কোথা থেকে মোনালিসার হাসিটা যেন এক টুকরো মেঘ হয়ে উড়ে-উড়ে এসে মেয়েটার মুখে লেগে গেল।

সুদীপডাক্তার এরপর একটা সাদা কাগজে একটা ট্যাবলেটের নাম লিখে বললেন, “এটা কিনে নিয়ো। দু’বেলা খাওয়ার পর দিয়ো।”

মেয়েটা এবার মানিব্যাগ থেকে ফিজের টাকা বের করতে গেলে সুদীপডাক্তার বললেন, “ব্যাগটা বন্ধ করো। তোমাকে তো আগেই বলেছি তোমার দাদুর মতো একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর চিকিৎসার জন্য আমি ফিজ নিতে পারব না।”

মেয়েটা চলে যাওয়ার পর প্রত্যুষ সুদীপডাক্তারকে বলল, “মেয়েটি কোনও স্বাধীনতা-সংগ্রামীর নাতনি?”

“হ্যাঁ, স্বাধীনতা সংগ্রামী মণিময় সেনগুপ্তের নাতনি। এ অঞ্চলের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উনি। শুধু যে ব্রিটিশ পুলিশদের কাছে তিনি অত্যাচারিত হয়েছেন তা নয়, পরবর্তী সময়ে দুর্ভাগ্যেরও শিকার হয়েছিলেন। একটা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে একইসঙ্গে হারিয়েছিলেন নিজের স্ত্রী, একমাত্র সন্তান এবং বউমাকেও।”

“কীভাবে?” কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল প্রত্যুষ।

“সপরিবারে যাচ্ছিলেন উত্তর ভারত ভ্রমণে। যাওয়ার পথে ঘটল মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা। স্ত্রী, সন্তান এবং বউমা মারা গেলেও বেঁচে রইলেন তিনি আর ১২ বছরের একমাত্র নাতনি। সেই থেকে ওরা দু’জনে আছেন। ওঁর নাতনি শুধু সুন্দরীই নয়, ত্যস্ত গুণীও। দাদু যেমন একসময় ছোট নাতনিকে মানুষ করেছে, সেও আবার বড় হয়ে তেমনই দাদুর দেখভাল করেছে। শুধু পড়াশোনাতেই মেধাবী নয়, রান্নাতেও পটু, গান জানে, ছবিও আঁকে। বাড়িতে কিছু গরিব ছেলেমেয়েদের বিনা বেতনে পড়ায়। একেবারে দাদু-

অন্ত-প্রাণ। রিসেন্টলি গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। বলেছে দাদুকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। বাড়িতেই একটা কোচিং সেন্টার খুলবে। মেয়েটার নাম ভারী মিষ্টি। মৌপিয়া।”

একটু থেমে সুদীপডাক্তার প্রত্যুষকে বললেন, “আচ্ছা, আপনি বুঝি এখানে নতুন এসেছেন?”

“হ্যাঁ, একেবারে নতুন। শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে এসেছি।”

“কোন স্কুলে?”

“স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে।”

“তা বেশ। আপনারাই তো দেশটাকে নতুন করে গড়বেন। নতুন করে সমাজ সংশোধন করবেন।”

প্রত্যুষ বলল, “আপনার এই বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ। দরকার পড়লে আবার আসব।”

তারপর ফিজ মিটিয়ে নিলুকে নিয়ে মহীতোষবাবুর বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

॥ ৪ ॥

ঠিক স্কুলে যাওয়ার সময় সেক্রেটারি দেবদুলাল চক্রবর্তীর ফোনটা পেল প্রত্যুষ। তখনও ঘর ছাড়েনি। শেষবারের মতো আয়নায়ে নিজের মুখটা দেখে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখনই বেজে উঠল মোবাইলের সুরেলা রিংটোনটা। মোবাইলের জিনের দিকে চোখ রাখতেই ভেসে উঠল দেবদুলালবাবুর নাম।

মোবাইলটা কানে নিয়ে প্রত্যুষ বলল, “হ্যাঁ, বলুন কাকু।”

প্রত্যুষ দেবদুলালবাবুকে ‘কাকু’ বলেই সম্বোধন করে। এটা

দেবদুলালবাবুর ভালবাসার নির্দেশ। প্রথমদিনই দেবদুলালবাবু

প্রত্যুষকে বলেছিলেন, “তুমি আমাকে ‘কাকু’ বলেই ডাকবে।

তোমার মুখে ‘কাকু’ ডাকটাই আমার ভাল লাগবে।”

প্রত্যুষ অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই টের পেয়েছিল

দেবদুলালবাবু বেজায় রসিক মানুষ। এলাকার এক ভীষণ

জনপ্রিয় মানুষ। একজন সমাজকর্মী। পাড়ার ক্লাবের

সঙ্গেও গভীরভাবে জড়িত। পাড়ার রক্তদান

শিবিরের মূল উদ্যোক্তা দেবদুলালবাবুই।

সরল এবং আমুদে মানুষ। মানুষকে

হাসাতে ওস্তাদ। এমন-এমন সব

কথা বলেন, না হেসে উপায়

নেই। বলেন, “জীবনে

ক’টা বছরই বা বাঁচব!

তার মধ্যে যদি মুখ

গোমড়া করে বসে থাকি

সেটা তো জীবনেরই

অপচয়। জান তো, যদিও

একজন কার্ডিওলজিস্ট

কান্না সম্বন্ধে আশার বাণী

শুনিয়েছেন, ‘ইফ মেন কুড

ওনলি ক্রাই, দ্য ইনসিডেন্স অফ

হার্ট অ্যাটাকস্ ইন দ্য কুড বি

ড্রামাটিক্যালি রিডিউসড,’ কিন্তু আমি

বিশ্বাস করি, ‘লাফ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড লাফস উইথ

ইউ। উইপ অ্যান্ড ইউ উইপ অ্যালোন।’ ”

দেবদুলালবাবু যেমন রসিক, প্রশাসক হিসেবেও তেমনই দক্ষ। স্কুলের

পরিচালন সমিতির যাবতীয় কাজে তাঁর অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি। ভীষণ সং,

ন্যায়পরায়ণ। প্রত্যুষের মোবাইলে দেবদুলালবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল,

“আজ শনিবার, হাফ ছুটি। ছুটির পরই আমার বাড়ি চলে আসবে। আশা



কলেজ-জীবনেও সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, কিন্তু এত লাভণ্যময়ী নয়। আসলে মেয়েটা যত না সুন্দরী, তার চেয়ে অনেক বেশি লাভণ্যময়ী। মেয়েটার গায়ের রং খুব ফরসা নয়, তবে চাপাও নয়।

করি বিকেলটা আমার বাড়িতে তোমার ভালই কাটবে। নতুন অতিথির সঙ্গে কথা বলতে কার না ভাল লাগে, সে অতিথি যদি আবার হয় সম্পূর্ণ অন্য জগতের মানুষ, অন্য প্রকৃতির, অন্য আঙ্গিকের, অন্য রূপের, তবে তো সোনায়ে সোহাগা। তবে চোখ ধাঁধিয়ে যেন না যায়। তুমি এসো কিন্তু,” বলেই দেবদুলালবাবু ফোন কেটে দিলেন।

স্কুলের পথে যেতে-যেতে প্রত্যুষ ভেবে পেল না কীসের জন্য দেবদুলালবাবুর কাছ থেকে এভাবে ডাক এল। হেঁয়ালি করা মানুষদের প্রত্যুষের দুর্বোধ লাগে। অবশ্য রসিক মানুষরা বেশির ভাগই হেঁয়ালিপ্রিয়। এ অভিজ্ঞতা প্রত্যুষের আছে। প্রত্যুষের বাবার বন্ধু রাসমোহন দত্ত এরকম একজন মানুষ। বেজায় হাসিখুশি মানুষ। কথায়-কথায় হাসান। একদিন প্রত্যুষকে বলেছিলেন, “আচ্ছা প্রত্যুষ, তোমরা কলেজে প্রফেসরদের পুরো নাম উচ্চারণ না করে, নাম-পদবির আদ্যাক্ষর দিয়ে সম্বোধন কর, তাই না? ভাগ্যিস বাংলায় বল না। তা হলে কেলোর কীর্তি হয়ে যেত।”

প্রত্যুষ বলেছিল, “কী রকম?”

রাসমোহন দত্ত হেসে বলেছিলেন, “এই ধরো যেমন ‘কুন্তলকুমার রক্ষিত’ নাম পদবির আদ্যাক্ষরে হয়ে যেত ‘কুকুর’। ‘পাঁচকড়ি ঠাকুর’ হয়ে যেত ‘পাঁঠা’। ‘বসন্তললিত দত্ত’ হয়ে যেত ‘বলদ’। ‘সায়ন্তনপণ্ডিত’ হত ‘সাপ’। ‘কাজলকর্মকার’ হয়ে যেত ‘কাক’ কিংবা ‘শশাঙ্ককুমার নন্দী’ হয়ে যেত ‘শকুন’। আবার ধরো ‘ডালিমকান্তি তরফদার’ হয়ে যেত ‘ডাকাত’ কিংবা ‘হারান রাম মিত্র’ হয়ে যেত ‘হারামি’...” এ কথায় প্রত্যুষের হাসতে-হাসতে পেট ফেটে যাওয়ার জোগাড়।

ক’টা দিনের মধ্যে প্রত্যুষ দেবদুলালবাবুর নিকটাত্মীয়ের মতো হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই দেবদুলালবাবু প্রত্যুষকে তাঁর বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন, “আমি তো এখন ঝাড়া হাত-পা। একমাত্র সন্তান হিমাংশু। এখন ইংল্যান্ডের ম্যাক্সেস্টারে সেটলড। বাড়িতে আমরা শুধু পঞ্চাশোর্ধ্ব শূক-সারী কাপল। পুরো একতলাটা ফাঁকা আছে। চাইলে তুমি দোতলার ঘরেও থাকতে পার।”

প্রত্যুষ বলেছিল, “না কাকু, আপাতত যেখানে আছি, সেখানেই থাকার ইচ্ছে। মহীতোষবাবুরা সত্যি ভাল লোক। এখন আমি ওঁদের ছেড়ে গেলে ওঁরা আঘাত পাবেন। তা ছাড়া, আশ্রমের ছেলেগুলোও এখন আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। ওঁদের মানুষ করার ভার আমিও নিয়েছি।”

দেবদুলালবাবু হেসে বলেছিলেন, “তুমি সত্যি বুঝদার ছেলে। আজকের দিনে পরের জন্য ভাবা ব্যাপারটা ব্যতিক্রম বইকী! আমি প্রথমদিনই বুঝেছি আমাদের স্কুল এক আদর্শ শিক্ষক পেয়েছে। তুমি ঠিক আমাদের স্কুলকে একটা বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবে তোমার কাজ দিয়ে।”

দেবদুলালবাবুর সেই কথাগুলো প্রত্যুষের মনের খাতায় আজও জ্বলজ্বল করছে। ভবিষ্যতেও করবে। প্রত্যুষকে যেমন দেবদুলালবাবুর খুব ভাল লাগে, প্রত্যুষেরও তেমনই দেবদুলালবাবুকে অত্যন্ত কাছের মানুষ মনে হয়। বেশ কয়েকদিন স্কুল-সংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে প্রত্যুষ দেবদুলালবাবুর বাড়ি গিয়েছে। তিন বিঘে জমি জুড়ে দেবদুলালবাবুদের বাড়ি। এক বিঘে জুড়ে ফুল আর তরিতরকারির বাগান। তবে বাড়ির সামনের অংশে শুধুই ফুলের বাগান। তাতে বিভিন্ন জাতের ফুলগাছ বোঝাই। তার মধ্যে অনেক নাম-না-জানা ফুলগাছও আছে। বাড়ির পিছনে যেখানে তরিতরকারির বাগান সেখানে লঙ্কা, বেগুন, লাউ, সিংগাছ সহ বেশ কিছু আনাজপাতির সম্ভার আছে। একেবারে পিছন দিকটায় শানবাঁধানো একটা ছোট্ট পুকুর। তাতে অনেকরকমের মাছ। একধরনের মাছ সবসময় ভেসে বেড়ায়। নাম ‘ভাসা মাছ।’ যখন সারা পুকুরে ভেসে বেড়ায় কী সুন্দর লাগে দেখতে! শানবাঁধানো পুকুর ঘাটটায় বসতে প্রত্যুষের ভীষণ ভাল লাগে। দেবদুলালবাবুর প্রতিটি কথা যেন মেপে-মেপে বলা, তা রসিকতা করার সময় হোক বা কিছু বোঝানোর সময় হোক। কিন্তু আজ যে কীসের জন্য বিকেলে যেতে বললেন, তা ভেবে

পেল না প্রত্যুষ।

স্কুল ছুটি হওয়ার পরই প্রত্যুষ ছুটল দেবদুলালবাবুর বাড়ি। যথারীতি হাসিমুখে ঘরে ডেকে বসালেন দেবদুলালবাবু। কিছু পরে দেবদুলালবাবুর স্ত্রী হাতে দুটো খাবারের প্লেট নিয়ে ঢুকলেন। একটা প্লেটে সাজানো গরম রাধাবল্লভী আর অন্যটায় ছোলার ডাল। অন্য প্লেটে কয়েকটা মিষ্টি।

প্রত্যুষ বলল, “কাকিমা এসব করেছেন কী! এ যে বিশাল আয়োজন!” “বিশাল আর কোথায়? ক’টা তো মাত্র রাধাবল্লভী আর মিষ্টি। এখনই তো তোমার খাওয়ার বয়স। তোমার মতো বয়সে তোমার কাকু কত খেত জান? এর তিন গুণ।”

দেবদুলালবাবু বললেন, “এই শুরু হল তোমার কাকিমার লেগপুলিং। আমার মতো সজনে ডাঁটা মার্কী শরীর নিয়ে কত আর খাওয়া যায় বলো তো? তোমাকে বসিয়ে খাওয়াবে বলেই প্রকারান্তরে আমাকে নররাক্ষস বলে ঠেস দেওয়া।”

প্রত্যুষ হেসে উঠল। দেবদুলালবাবু এবার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, “কই গো, এবার তোমার সাধের বোনঝিকে পাঠিয়ে দাও। কথাবার্তা বলে একটু সড়গড় হোক। রিসার্চওয়ার্ক করা তো চাটুখানি কথা নয়, যা কিছু হেল্প প্রত্যুষই করতে পারবে। যা একখানা আলট্রামার্ন মেয়ে, আমি ট্যাকল করতে পারব না।”

কিছু পরেই দেবদুলালবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন তার বোনঝিকে নিয়ে। তারপর হেসে বললেন, “এই আমার ছোটবোনের একমাত্র মেয়ে। এখন নিউইয়র্কে থাকে। ওখানেই পড়াশোনা করে। আমার এখানে এখন ক’দিন থাকবে ওর রিসার্চওয়ার্কের জন্যে। নাও তোমরা কথা বল। আমি যাই...” বলেই দেবদুলালবাবুর স্ত্রী চলে গেলেন।

দেবদুলালবাবু এবার বললেন, “আমার ছোট ভায়রাভাই ওখানকার একজন ইঞ্জিনিয়ার। ছোট শ্যালিকা অবশ্য হোম-মেকার। আর আমার গিমির এই অ্যাটম বোমা বোনঝিটি হল টু-ইন-ওয়ান, গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী। নাম পামেলা... এর জুড়ি মেলা ভার।”

“মেসো ভাল হবে না বলছি। এভাবে কেউ ইনট্রোডিউস করায়? তোমার স্বভাবটা আর বদলাল না...” কপট রাগ প্রকাশ করল পামেলা।

“আরে আমি অভদ্রভাবে কী বললাম! ঠিক আছে বাবা, জোক্স অ্যাপার্ট। প্রত্যুষ তোমাকে যা বলছিলাম, পামেলা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে এবার একটা নতুন রিসার্চওয়ার্ক নেমেছে। ওর সাবজেক্ট ছিল সোশিওলজি। এখন ও একটা গবেষণা করতে চায় নিরাশ্রয় শিশুদের সমস্যা এবং শিশুশ্রমিকদের নিয়ে। বেশ কিছুদিন ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাটি করেছে ও এইসব নিয়ে। শেষে আমিই বলেছি এভাবে ইন্টারনেট ঘেঁটে তো আর কিছু হয় না, প্র্যাকটিকাল ফিল্ডে নেমে খোঁজখবর নেওয়ার কোনও বিকল্প নেই। তাই ওকে ইনভাইট করে ডেকে এনেছি মাতৃভূমিতে। পায়ে-পায়ে হেঁটে এবার দেখবে নিরাশ্রয় শিশুদের প্রকৃত সমস্যাটা কী এবং কীভাবে শিশুশ্রমিকেরা ঘাড় গুঁজে অক্লান্তভাবে খেটে দিন গুজরান করছে।”

একটু থেমে দেবদুলালবাবু এবার প্রত্যুষের দিকে তাকিয়ে বললেন, “প্রত্যুষ এ ব্যাপারে কিন্তু তোমাকে ওকে সাহায্য করতে হবে। তুমি কয়েকটা দিন ওকে একটু সঙ্গ দিয়ে। ও তো এখানকার পথঘাট, পরিবেশ কিছুই চেনে না। দশবছর পর আমাদের বাড়িতে এল।” প্রত্যুষ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

॥ ৫ ॥

রিক্শা থেকে নেমে পথে যেতে-যেতে মহীতোষবাবু মনের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন আর পাশে হাঁটতে-হাঁটতে প্রত্যুষ তা একমনে শুনছিল। একসময় মহীতোষবাবু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “এখন আর কারও মনই উদার নয়। এখন আর কেউ পরের জন্য কিছু করায় বিশ্বাসী নয়।”

প্রত্যুষ বলল, “আসলে যুগধর্ম পালটে গিয়েছে তো, তাই অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে। মানুষ এখন নিজের সমস্যা নিয়ে এমনভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে, যে অন্যের কথা ভাবার সময়ই নেই।”

“এ যুগের কর্মব্যস্ততার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এভাবে তো আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। অনীহার আঁশটে গন্ধ লুকোবে কোথায়? আসলে এ যুগের ছেলেমেয়েরা ক্রমশই রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, শুধু ঘটা করে জন্মদিনটুকুই যা করে। না হলে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথদের কথা মনে রাখত। তাঁর পরোপকারের আদর্শের কথা বলেছিলেন,” তারপর মহীতোষবাবু একটু থেমে বললেন, “আজ এইসব কথা বলছি কেন জান? আজ তোমাকে যার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি এমন একজন মানুষ যে, তাঁর জীবনের কাহিনি শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে আসে। তিনি আমার একসময়ের শিক্ষক। তাঁর সঙ্গে কথা বললে জানতে পারবে পরোপকারের প্রকৃত অর্থ কী। অথচ তাঁর জীবনের শেষাংশটা ভীষণ ট্রাজেডির। অনেকদিন তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই, তাই তোমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।” কথা বলতে-বলতে মহীতোষবাবু একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। একতলা বাড়িটা। সামনে একটা ছোট বাগান। কিছু তরিতরকারির গাছ লাগানো। কয়েকটা বেগুনগাছে বেগুন ফলে রয়েছে। লঙ্কাগাছগুলোতেও লঙ্কা বোঝাই হয়ে রয়েছে। চার-পাঁচটা পেঁপে গাছে বেশ পেঁপের ফলন হয়েছে। দুটো দোয়েল পাখি ঠুকরে-ঠুকরে পেঁপে খাচ্ছে। বাড়ির সদর দরজাটা বন্ধই ছিল। দরজায় টোকা দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর যে দরজাটা খুলল, তাকে দেখে প্রত্যুষের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। সুদীপডাঙার চেষ্টারের সেই মেয়েটা না? প্রত্যুষের বুকের ভিতর কীসের যেন আলোড়ন উঠল। গোপন সুনামির প্রাবল্যে ভেসে যেতে-যেতে হঠাৎ প্রত্যুষের হাঁশ ফিরে এল। মেয়েটার নাম প্রত্যুষ ভুলতে পারেনি। ওই নাম কি ভোলা যায়? মৌপিয়া!

মৌপিয়া মহীতোষবাবুকে দেখেই বলল, “মহীতোষবাবু! কতদিন পর এলেন! আসুন, আসুন।” মহীতোষবাবু মৌপিয়াকে দেখিয়ে বললেন, “যাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে আজ এখানে এসেছি তিনি এরই দাদু...”

মহীতোষবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রত্যুষ সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, “স্বাধীনতা সংগ্রামী মণিময় সেনগুপ্ত। এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তাই না?” বলে মৃদু হাসল। মহীতোষবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, “তুমি জানলে কেমন করে?”

মৌপিয়াও অবাক বিস্ময়ে প্রত্যুষের দিকে তাকালে প্রত্যুষ একটু হেসে বলল, “জেনেছি সুদীপ ডাঙারবাবুর কাছ থেকে।”

তারপরই সুদীপডাঙার চেষ্টারের মৌপিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা খুলে বলল।

মৌপিয়া দাদুর ঘরে ওদের পৌঁছে দিয়ে বলল, “আপনারা কথা বলুন। আমি ততক্ষণে একটু চা করে নিয়ে আসি।”

মৌপিয়া রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পর মণিময়ের ঘরটা একপলক পর্যবেক্ষণ করল প্রত্যুষ। বেশ সুন্দর করে গোছানো। তাক ভরা বিভিন্ন বিষয়ের বই। টেবিলের উপর কিছু ওষুধের প্যাকেট। ঘরের কোণে ছোট একটা টিভি।

মহীতোষবাবু প্রত্যুষের পরিচয় দেওয়ার পর প্রত্যুষ মণিময়বাবুর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করল। মণিময়বাবু বিছানায় শুয়েছিলেন। ওদের দেখেই উঠে বসলেন।

মহীতোষবাবু বললেন, “মাস্টারমশাই, আপনি যে অসুস্থ এ কথা যদি জানতে পারতাম, আগেই আসতাম।”

“না, না, তেমন অসুস্থ তো হইনি। সামান্য জ্বর। তা ছাড়া এ বয়সে সবসময় সুস্থ থাকা যায় নাকি? বয়সই বা ছাড়বে কেন?”

প্রত্যুষ বলল, “আপনার ঘরটা কিন্তু বেশ গোছানো। দেখলেই বেশ ভাল লাগে।”

মণিময়বাবু মৃদু হেসে বললেন, “সবই আমার নাতনির দৌলতে। ওই তো এখন এ সংসারের হাল ধরে আছে। সবকিছু দেখাশোনা করে। রান্নাবান্না, ঘর গোছানো থেকে বাইরের সব কাজও একাই করে। তার উপর বাড়িতে একগাদা বাচ্চাদের পড়ায়। একেবারে মা দুগ্ধা। দু’হাতে একাই দশ হাতের কাজ করে। গান করে, ছবি আঁকে। কী যে না করে সেটাই ভাবার!” মহীতোষবাবু বললেন, “মৌপিয়া মামণি করবে না তো কে করবে? কার নাতনি দেখতে হবে তো!”

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর মৌপিয়া দু’হাতে দুটো প্লেটে দুটো ওমলেট নিয়ে এল।

মহীতোষবাবু বললেন, “আবার এসব কেন? শুধু চা-বিস্কুট আনলেই তো হত।”

“এতদিন পরে এলেন। শুধু চা-বিস্কুট কি দিতে পারি?” বলেই মৃদু হাসল মৌপিয়া। তারপর প্লেট দুটো রেখে বলল, “আমি জল আর চা নিয়ে আসি।” একটাল চুল নাচিয়ে মৌপিয়া চলে যাওয়ার পর প্রত্যুষ ভাবল, মৌপিয়া সত্যিই করিৎকর্মা। না হলে কি এত দ্রুততায় দুটো ওমলেট বানানো যায়?

ওমলেট, চা খাওয়া হলে মহীতোষবাবু মৌপিয়াকে বললেন, “তোমাকে যে মেহগনির চারাগাছগুলো দিয়েছিলাম, সব বেঁচেছে তো?”

“হ্যাঁ। আর গন্ধরাজ লেবুর গাছটাতেও ফুল এসেছে।”

“আর যে চারটে নারকেল গাছ দিয়েছিলাম?”

“সেগুলোও বেশ বড় হয়েছে। দেখবেন?”

মহীতোষবাবু প্রত্যুষকে বললেন, “তুমি ততক্ষণে

মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প করো। আমি একটু মৌপিয়ার সঙ্গে ওদের বাড়ির দক্ষিণ দিকের ভিটেটা দেখে আসি। যে গাছগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো কতটা বড় হয়েছে, দেখতে মনটা উসখুস করছে।”

মহীতোষবাবুকে নিয়ে মৌপিয়া চলে

যাওয়ার পর প্রত্যুষ মণিময়বাবুর কাছে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের

সক্রিয়তার কথা শুনতে

চাইল। বলল, “আপনি

তো একজন স্বাধীনতা

সংগ্রামী ছিলেন...”

প্রত্যুষের কথা শেষ হতে

না দিয়ে মণিময়বাবু

বললেন, “না, না, সে

তেমন কিছু নয়। আমি

স্বাধীনতা সংগ্রামের সামান্য

একজন পিয়ন ছিলাম।”

“পিয়ন! তার মানে!”

“পিয়ন মানে পত্রবাহক। বিপ্লবীদের

গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো আমিই আদানপ্রদান

করতাম। সক্রিয় বিপ্লবীদের মতো অস্ত্র চালাবার

শক্তিই ছিল না আমার।”

“কেন?”

“আসলে ছোটবেলা থেকে আমার হাতদুটো পোলিও রোগাক্রান্ত হওয়ার

ফলে কোন হাতেই জোর পেতাম না।”

“আপনি কোনওদিন ধরা পড়েননি?”



কয়েকটা বেগুনগাছে
বেগুন ফলে রয়েছে।
লঙ্কাগাছগুলোতেও লঙ্কা
বোঝাই হয়ে রয়েছে। চার-
পাঁচটা পেঁপে গাছে বেশ
পেঁপের ফলন হয়েছে।
দুটো দোয়েল পাখি ঠুকরে-
ঠুকরে পেঁপে খাচ্ছে।

“ধরা আবার পড়িনি?” বলেই মণিময়বাবু মৃদু হাসলেন।
 “চিঠি সমেত ধরা পড়েছেন?”
 “হ্যাঁ। বছবার। তবে প্রতিবারই ধরা পড়ার আগেই গুরুত্বপূর্ণ চিঠিগুলো আমি গিলে নিতাম। ফলে প্রমাণ কিছু থাকত না।”
 “ওরা মারত না?”
 “মারত না আবার? আমার এই দু’হাতের দশ আঙ্গুলের নখের মধ্যে কতবার যে পিন ফুটিয়ে দিয়েছে।”
 “পোলিও-আক্রান্ত দুটো হাত দেখেও ওদের দয়া হত না?”
 “দয়া! সে সময় ওদের অভিধানে দয়া মানে ছিল দমন করা। ওদের অত্যাচারের এফেক্টটা আমি আজও পাই।”
 “কীরকম?”
 “দু’হাতের এই আঙুলগুলো আজও মাঝে-মাঝে বেঁকে যায়। স্নায়ুগুলো তো কম আঘাত পায়নি। তখন ভীষণ যন্ত্রণা হয়।”
 “ডাক্তার দেখাননি?”
 “হ্যাঁ। ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যায়। কয়েকমাস পর সুযোগ পেলে আবার চাগিয়ে ওঠে।”
 হঠাৎ প্রত্যুষ মহীতোষবাবুর গলার আওয়াজ পেল। দক্ষিণদিকের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখল মহীতোষবাবু তাকে ডাকছেন।
 মণিময়বাবু বললেন, “দ্যাখো তো কেন ডাকছে। হয়তো কিছু দেখাবে বলে। বাপ-মা হারানো মেয়েটা মনের আনন্দে যা করে তাতেই সায় দিই। একবার দেখে এসো কেন ডাকছে।”
 দক্ষিণদিকের বাগানে যেতেই মহীতোষবাবু প্রত্যুষকে একটা আমগাছের দিকে তাকাতে বললেন।
 প্রত্যুষ সেদিকে তাকিয়ে অবাক। এত বড় মৌচাক সে জীবনে দেখেনি। প্রায় একটা জার্সি গরুর পেটের মত সুবিশাল মৌচাকটা একটা বড় আমডালে ঝুলে আছে। আর তার গায়ে কয়েক হাজার মৌমাছি লেপ্টে আছে। প্রত্যুষ অশ্রুতে বলল, “বাবা! এত বড় মৌচাক!”
 মহীতোষবাবু হেসে বললেন, “বলো তো, মৌচাকটায় কত কেজি মধু পাওয়া যাবে?”
 প্রত্যুষ একটু ভেবে বলল, “মোটামুটি কুড়ি-পঁচিশ কেজি।”
 মহীতোষবাবু হেসে বললেন, “অন্তত চল্লিশ কেজি, তার কম হবে না,” তারপর মৌপিয়াকে বললেন, “চাক ভাঙলে আমাকে খাঁটি মধু দিয়ে। অনেক কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে মধু খেতে হয়।”
 প্রত্যুষ বলল, “চাকভাঙার দিন আমাকে একটু নিয়ে আসবেন?”
 মহীতোষবাবু বললেন, “এখনও নিয়ে আসতে হবে? মৌপিয়াদের বাড়ি তো চিনে গেলে। এখন ইচ্ছে হলেই চলে আসবে। মৌপিয়া ও বাচ্চাদের ভীষণ ভালবাসে। তুমি এলে ওরও নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।”
 একটু থেমে মৌপিয়ার উদ্দেশ্যে মহীতোষবাবু বললেন, “প্রত্যুষ কিন্তু চমৎকার পড়ায়। বাচ্চাদের ভীষণ ভাল ট্যাক্ল করতে পারে। আমার বাড়ির আশ্রমের অনাথ শিশুদের কাছে তো ও এখন চোখের মণি।”
 প্রত্যুষ বলল, “‘অনাথ’ শব্দটায় আমার আপত্তি আছে কারণ আমরা অনাথ বলতে বুঝি অসহায়। কিন্তু দেখলে বোঝা যাবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু নিজস্ব গুণ বা ক্ষমতা আছে। ভাগ্যের ফেরে যারা অসহায়, তাদের সঠিক পথটা চিনিয়ে দিতে হয়, আন্তরিক ইচ্ছে থাকলে সে অবশ্যই স্বনির্ভর হতে পারে,” একটানা কথাগুলো বলে প্রত্যুষ থামল।
 মহীতোষবাবু বললেন, “দেখলে তো মৌপিয়া? বয়স তিরিশের কোঠায়, অথচ কথা বলছে যেন কোনও বয়স্ক মানুষ। ওর মুখের এসব চমৎকার কথাগুলো শুনলে যেন মনে হয়, নতুন করে ভাবতে শিখলাম।”
 প্রত্যুষ পকেট থেকে এবার মোবাইলটা বের করে মৌপিয়াকে বলল, “আমি ওই মৌচাকটার একটা ছবি তুলব?”
 মহীতোষবাবু বললেন, “ওর হয়ে আমিই অনুমতি দিচ্ছি ছবি তোলায়। তবে মৌচাকের ছবি তোলায় সঙ্গে ওর গোলাপ-বাগানটারও একটা ছবি

তুলে নিয়ো। ওর গোলাপ-বাগানটা দেখলে মন ভরে যাবে।”
 প্রত্যুষ আর মৌপিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মহীতোষবাবু এবার তাদের গোলাপ-বাগানে এলেন।
 চারিদিকে বিভিন্ন জাতের গোলাপ দেখে প্রত্যুষের মন ভরে গেল। মৌপিয়া গোলাপ-বাগানের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে প্রত্যুষকে কোনটা কোন গোলাপ চেনাতে লাগল।
 তন্ময় প্রাণভরে মোবাইলে সেসব গোলাপের ছবি তুলতে লাগল, মৌপিয়ারও ছবি তুলল কয়েকটা। মহীতোষবাবু ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে মেহগনি গাছ দেখছিলেন।
 প্রত্যুষের গোলাপফুলের ছবি তোলার মাঝে মৌপিয়া এগিয়ে এসে বলল, “এই গোলাপ-বাগানের মধ্যে এভাবে যে আমার ফোটো তুললেন, তাতে যে খুঁত থেকে গেল। প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের মধ্যে আমি কিন্তু একেবারে বেমানান।”
 প্রত্যুষ বলল, “আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার ফোটো তুললাম, এটা আমার দোষ হতে পারে। কিন্তু বেমানান কথাটা আমি মানব না।”
 “বেমানানই তো। আমার মতো একজন অপয়া মেয়েকে এই গোলাপ-বাগানে মানায় না।”
 “বাপ-মা হারালেই যে অপয়া হতে হয়, একথা আপনাকে কে বলল?
 পিতৃমাতৃহীন হওয়াটা নিছক ভাগ্য বিপর্যয় ছাড়া কিছু নয়। মানুষের জীবন সুখ-দুঃখ নিয়েই তৈরি। জীবনের সঠিক ব্যবহারই জীবনকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা দেখায়।”
 “আপনি সত্যি খুব ভাল কথা বলতে পারেন,” বলেই মৌপিয়া মুখ নিচু করল।
 “তা হলে অনুমতি দিচ্ছেন? আমার মোবাইলে আপনার ছবি থাকলে কোনও আপত্তি নেই?”
 “আপত্তি আছে।”
 প্রত্যুষ এবার বিব্রত বোধ করল। এতক্ষণে হাসিখুশি মুখটা যেন ঝড়বাতির ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে টুনিলাইটের মতো টিমটিমে হয়ে গেল।
 মৌপিয়া বলল, “আমি কোনওদিন কাউকে আঘাত দিতে চাই না। তবে আবার আপনি আমাকে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করলে আপনার মোবাইলের ফোটো গ্যালারি থেকে গোলাপ-বাগানের গোটা অংশটাই ডিলিট করে দেব।”

॥ ৬ ॥

হিন্দু মিলন মন্দিরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পিছন থেকে ডাক শুনে প্রত্যুষ থমকে দাঁড়াল।
 “এই যে দাদা, শুনছেন...”
 হিন্দু মিলন মন্দিরের ঠিক সামনেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। আর তার নীচেই একটা লম্বা মুলিবাঁশের বেঞ্চ। এই ঠেকেই ছেলেগুলো থাকে। এর আগে যে ক’টা দিন এখান দিয়ে গিয়েছে, প্রত্যুষের চোখে পড়েছে ছেলেগুলো বসে আছে। ছেলেগুলোকে দেখে প্রত্যুষের মনে হয়েছে আপাতভদ্র। শুধু ঠেকে বসে নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কি মারে। ইভটিজার নয়। হঠাৎ তাদের মধ্যে থেকে একটা প্যাঁকাটিমার্কা ছেলে আবার তাকে ডাকল, “এই যে দাদা, শুনছেন?”
 প্রত্যুষ এবার তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, “তোমরা কি আমাকে কিছু বললে?”
 ছেলেটা এবার বলল, “হ্যাঁ দাদা, আপনাকেই বলছি, আপনি কি আমাদের গ্রামে নতুন এসেছেন?”
 “হ্যাঁ।”
 “তা কোথায় উঠেছেন?”
 “মহীতোষবাবুর বাড়ি।”
 “তা কী করেন? গভর্নমেন্ট সার্ভিস না প্রাইভেট?”

“আমি স্বামীজি সেবা সংঘ হাইস্কুলে শিক্ষক হয়ে এসেছি।”

“তার মানে নিউলি অ্যাপয়েন্টেড?”

“হ্যাঁ। তোমার নাম?”

“রূপেন,” এতক্ষণ ধরে প্রশ্ন করার পর রূপেন এবার থামল।

রূপেন এবার তার বন্ধুদের চিনিয়ে দেয়, “এই হল তাপস, শ্যামল, চণ্ডী।

আর ওই হল বিল্টু, শিবানন্দ। আর ওর নাম মৃত্যুঞ্জয়।”

প্রত্যুষ ওদের সঙ্গে সহজ হওয়ার চেষ্টায় বলল, “তোমাদের সঙ্গে আমারও আলাপ করার ইচ্ছে ছিল।”

শ্যামল বলল, “আমাদের মত বিবিসি-দের সঙ্গে আবার আলাপ!

হাসালেন মাইরি। সরি, একটা ওয়াইড বল হয়ে গেল।”

“ওয়াইড বল মানে?” এবার বিস্মিত হল প্রত্যুষ।

চণ্ডী বলল, “ওই ‘মাইরি’ বলাটা উচিত হয়নি। তাই ও ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি কিছু মনে করবেন না।”

“না, না, আমি কিছু মনে করিনি। তা ছাড়া আমি ওয়াইড বলে ব্যাট ছোঁয়াই না।”

তাপস বলল, “বাহ! বেড়ে বললেন তো দাদা!”

প্রত্যুষ এবার সবাইকে একনজরে দেখে বলল, “সব প্রশ্নের তো সঠিক জবাব দেওয়া যায় না। এই যেমন বিবিসি মানে তো ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় অন্য অর্থে মিন করতে চাইছ। মানে রক ল্যান্সেয়েজে যেমন বলে আর কী।”

বিল্টু বলল, “এই তো দাদা, আপনি রিয়েলি ব্রিলিয়ান্ট! ঠিক ধরেছেন।

আমরা খোদ পশ্চিমবঙ্গের বিবিসি। মানে বেকার বাঙালি কমিউনিটি।”

শুলকায় মৃত্যুঞ্জয় বলল, “আমাদের মতো ভ্যাগাবন্দের সঙ্গে কথা বলে মিছিমিছি সময় নষ্ট করছেন। জানেন না, বেকাররা হল সমাজের বাড়তি ফালতু অংশ।”

“জীবনটাকে কখনও ফালতু ভাবতে নেই। মানুষের জীবনে সবসময় আশার আলোটাকে জ্বালিয়ে রাখতে হয়।”

তাপস বলল, “আপনি কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনবেন নাকি? আমরা বসে আর আপনি দাঁড়িয়ে, কেমন যেন দেখায়।”

“না, না। ঠিক আছে। তোমরা ঠিক থাকলেই হল।”

“আমরা যখন এই ঠেকে থাকি, তখন সবাই ঠিকই থাকি।

কিন্তু ঘরের মধ্যে যখন থাকি তখন মনে হয়...” বলেই শ্যামল হঠাৎ থামল।

“কী হল থামলে কেন? বলো কী মনে হয়?” প্রত্যুষ এবার আগ্রহ প্রকাশ করল।

“তখন মনে হয় আমাদের অস্তিত্বটা ঠিক শার্টের কলারের বোতামের মত, থেকেও যার ব্যবহার নেই।”

শিবানন্দ বলল, “শ্যামল, তোর কথায় আমি একমত।

আমাদের ঠেকের মতো এত ভাল আর শান্তির ঠেক হয় নাকি?

বাড়িতে থাকা মানেই তো উঠোনের নারকেল গাছের মত ঠায়

মুখ বুজে বোবা হয়ে থাকা আর গুরুজনেরা সেই সুযোগে

কাঠঠোকরার মত ঠোকর মেরেই চলে। দিনরাত ঠোকর হজম করা কি চাটখানি কথা?”

মৃত্যুঞ্জয় এবার তার পেটটায় হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, “তোরা কিন্তু সেই থেকে নিজেরা নিজের হ্যাটা করে চলেছিস। আমি কিন্তু ওয়েট কমাতে রাজি নই।”

শ্যামল বলল, “তুই নিজের ওয়েট কবেই বা কমাতে চেয়েছিস? যা একখানা মধ্যপ্রদেশ বানিয়েছিস, তাতে গোটা রাজ্যের ফুড কর্পোরেশনের গোডাউনগুলো ঢুকে যাবে।”

কপট রেগে মৃত্যুঞ্জয় বলল, “এই দ্যাখ, সবসময় ফালতু কথা বলিস না।

আমি কি সেই ওয়েট কমানোর কথা বলেছি নাকি? আমি বলতে চাইছি

আমরা অতটা ইয়ে, মানে হেলাফেলার নয়।”

প্রত্যুষ একটু আগেও শ্যামলের কথা শুনে মনে-মনে হাসছিল। এবার মৃত্যুঞ্জয়ের কথায় সায় দিয়ে বলল, “ঠিক কথা। এই সমাজে প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব ভূমিকা থাকে। কারও কম, কারও বেশি। সে যাই হোক, তোমরা কে কতদূর পড়াশোনা করেছ জানতে পারি কি?”

মৃত্যুঞ্জয় বলল, “এই তো দাদা লুপ হোল এ ইয়র্কার বল ফেললেন। এই বল আমরা কখনও খেলতে চাই না।”

শ্যামল বলল, “অত ভণিতা না করে বলেই ফ্যাল না... দাদা যখন জানতে চেয়েছেন।”

মৃত্যুঞ্জয় বলল, “আমাদের মধ্যে তাপস আর বিল্টু কেএমজি। শ্যামল আর শিবানন্দ এইচজি। চণ্ডী আর রূপেন কেকেএমপি। আর আমি হলাম ট্রিপল এমডি।”

প্রত্যুষ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “এসব আবার কীসের ডেজিগনেশন?”

মৃত্যুঞ্জয় এবার খোলসা করে বলল, “কেএমজি হল কোনওমতে গ্র্যাজুয়েট। এইচজি হল হাফ গ্র্যাজুয়েট। সেকেন্ড ইয়ারে বা থার্ড ইয়ারে ব্রেক ফেল করলে আমরা বলি হাফ গ্র্যাজুয়েট। আর কেকেএমপি মানে কেতরে-কুতরে মাধ্যমিক পাশ। আর ট্রিপল এমডি মানে তিনবার মাধ্যমিকে ডিগবাজি।”

প্রত্যুষ হেসে ফেলল। বলল, “নিজেদের নিয়ে হিউমার করার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সুখে-দুঃখে স্বাভাবিক থাকা যায়। একটা কথা জেনে রাখবে পুঁথিগত শিক্ষাই বড় কথা নয়। আসল শিক্ষা মনুষ্যত্ববোধ। আমি শুনেছি তোমরা এখানে নানারকম সামাজিক কাজকর্ম করে। চিরকাল প্রচারের আড়ালে তোমাদের এই কাজকর্ম চলে।”

রূপেন বলল, “যাক বাবা, তবু ভাল। আপনি যে আমাদের একেবারে হেলাফেলা করেননি সেটা আমাদের সৌভাগ্য।

শিক্ষকরা তো আবার একটু নাকউঁচু স্বভাবের হয়।”

প্রত্যুষ মৃদু হেসে বলল, “আমি যে ক’টা দিন এ গ্রামে আছি, লক্ষ্য করছি চারদিকে বেশ কিছু ক্ষতিকর প্রভাব আছে। যদি কোনওদিন তোমাদের সাহায্য চাই, পাব কি?”

শ্যামল বলল, “আপনি তা হলে ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আসলে ওইসব ক্ষতিকর শক্তির কাছে আমরা

কিন্তু কুলোর বাতাস। তা

দিয়ে চুরিচামারি, ইভ

টিজিং-এর মতো খুচরো

সমস্যার মোকাবিলা করা

যায়, কিন্তু ক্ষতিকর

সমস্যার বড়-বড়

থামগুলো বিন্দুমাত্র

টলানো যায় না।”

প্রত্যুষ বলল, “মৃদু হাওয়া

যখন ঝড় হয়ে ওঠে,

শালপাতার মতো অনেক বড়

প্রাসাদকেও উড়িয়ে দিতে পারে।

আশা করি তোমাদের মধ্যে সেই ঝোড়ে

হাওয়া একদিন নিশ্চয়ই দেখতে পাব। আজ তা হলে

আসি। সামনের রক্তদান শিবিরের টিফিনের খরচটা কিন্তু আমিই দেব।”

(পরের এপিসোড ১৯ মার্চ সংখ্যায়)

ছবি : প্রসেনজিৎ নাথ



কেএমজি হল কোনওমতে
গ্র্যাজুয়েট। এইচজি হল হাফ
গ্র্যাজুয়েট। সেকেন্ড ইয়ারে
বা থার্ড ইয়ারে ব্রেক ফেল
করলে আমরা বলি হাফ
গ্র্যাজুয়েট। আর কেকেএমপি
মানে কেতরে-কুতরে
মাধ্যমিক পাশ।



অন্য সব পেশার
ভিড়েও এতটুকু
কমেনি কোম্পানি
সেক্রেটারিশিপের
আভিজাত্য এবং তার
প্রতি শিক্ষার্থীদের
আগ্রহ। এই বিষয়ে
পড়াশোনা করার
ইনফো দিলেন
সুবর্ণ বসু

মোটামুটি ক্লাস নাইন-টেন থেকেই
নিজের লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছিল
টুকাই। ক্লাসে মোটামুটি এক থেকে দশের
মধ্যেই থাকত ও বরাবর। তবু ভাল ছেলে হলেই
যে গতে বাঁধা বিজ্ঞান নিয়েই পড়তে হবে, এ
বিষয়টা ও মেনে নিতে পারত না। ও কমার্স
নিয়ে পড়তে চাইত এবং ওর স্বপ্ন ছিল
কোম্পানি সেক্রেটারি হওয়া। কারণ পড়াশোনার
আগ্রহ বা ট্রেন্ড যতই বদলাক না কেন,

কোম্পানি সেক্রেটারি

কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়ার যে গ্ল্যামার
এবং আভিজাত্য, তা কিন্তু এতটুকুও কমেনি।
টুকাইয়ের কাকা একজন কোম্পানি সেক্রেটারি।
তাঁর কাছে ও শুনেছে যে, কী চ্যালেঞ্জিং একটা
পাঠ্যক্রম শেষ করে তবে অর্জন করা যায়
একজন কোম্পানি সেক্রেটারির গৌরব।
কতখানি সম্মান, সমীহ আর শ্রদ্ধা জড়িয়ে আছে
এই পেশার সঙ্গে। সেইসময়েই লুকিয়ে-লুকিয়ে
সে নিজের নামের পাশে লিখত, সি এস।
টুকাইয়ের মতো তোমাদের অনেকের স্বপ্নের
সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ওই দু'টো অক্ষর। কিন্তু
তোমরা কি জান যে, এটা আসলে কী ধরনের
কাজ? কী-কী করতে হয়? কী-কী পড়তে হয়?
কোথায় পড়তে হয়? চলো দেখি তোমাদের
কতটা সাহায্য করতে পারি...
ভারতে শিল্পায়ন বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কর্পোরেট
সেক্টরের যে সম্প্রসারণ আধুনিক সময়ে হয়ে

চলেছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। এই
সম্প্রসারণের সঙ্গে চাহিদা বেড়ে চলেছে দক্ষ
পেশাদার বা প্রফেশন্যাল এক্সপার্টদের।
কর্পোরেট সাম্রাজ্যের প্রতিটি সেক্টরে একজন
করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদারের চাহিদা সব
সময়ই বেশি থেকে যাচ্ছে, কারণ সেই অনুযায়ী
কর্মী সুলভ নয়। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই
কর্পোরেট সেক্টরের ম্যানেজমেন্ট পরিচালনার
জন্য সবসময়ই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে এসেছে
দক্ষ এবং কৃতি কোম্পানি সেক্রেটারিদের।
একজন কোম্পানি সেক্রেটারির কাজই হল তাঁর
কোম্পানির বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে কাজের
সংযোগসাধন করা। একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন
দপ্তরের কাজের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার
সঙ্গে-সঙ্গে কোম্পানির উন্নতির জন্য আরও
কী-কী প্রয়োজন, সেইসব চাহিদার লিস্ট
ডিরেক্টরদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও কোম্পানি



সেক্রেটারির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই কাজ ছাড়াও একজন কোম্পানি সেক্রেটারিকে নজর রাখতে হয় ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টস, লিগাল, পার্সোনেল এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের দিকেও।

কাজের ধরন

আমাদের দেশে ব্যাপকহারে কর্পোরেটাইজেশন হওয়ার মূলে রয়েছে অর্থনীতির উদারীকরণ। এবং এর ফলেই কোম্পানি সেক্রেটারি পদটির প্রোফাইলও বদলে গিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। বরং বর্তমানে কোম্পানি সেক্রেটারি হচ্ছেন এমন একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক, যিনি কোম্পানির সমস্ত নীতিনিয়ম মেনে কোম্পানির সুষ্ঠু পরিচালনার দায়িত্ব নেন। কোম্পানির প্রিন্সিপাল অফিসারদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একজন পদাধিকারী হিসেবে কোম্পানি সেক্রেটারিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

কোম্পানি সেক্রেটারিদের সাধারণভাবে বহু বিষয়ে পারদর্শিতা এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অন্ততপক্ষে একজন কোম্পানি সেক্রেটারিকে আইন, ম্যানেজমেন্ট এবং ফিন্যান্স, এই তিনটি বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা রাখতে হয়। কারণ বিভিন্ন ধরনের স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি কর্পোরেট পলিসি এবং প্রোগ্রাম, অ্যাকাউন্টিং এবং ফিন্যান্সিয়াল ফাংশন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইন, ম্যানেজমেন্ট এবং ফিন্যান্স সংক্রান্ত পড়াশোনা প্রয়োজন হয়। এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয় বলে এঁদের কর্পোরেট ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানারও বলা হয়। তবে এ ছাড়াও একজন কোম্পানি সেক্রেটারিকে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেগুলো হল,

- ইনকর্পোরেশন
- পাবলিক ইস্যু ম্যানেজমেন্ট
- ইন্টারনাল লিগাল অ্যাডভাইস ও রিপ্রেজেন্টেশন

- ইন্টারকর্পোরেট লোন ও ইনভেস্টমেন্ট প্রসেসিং
- কোম্পানির রেকর্ড মেনটেন্যান্স, কোম্পানির ট্যাক্স প্ল্যানিং, ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ও রিটার্ন
- কোম্পানি এক্সপ্যানসনের পরিকল্পনা
- কোল্যাবোরেশন বা জয়েন্ট ভেঞ্চার ইত্যাদি
- কোম্পানির মিটিং অ্যারেঞ্জ করা এবং সেইসব মিটিংয়ের ভিত্তিতে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশনগুলো নিয়ে থাকেন কোম্পানি সেক্রেটারিরা। সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে, যে-কোনও কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, ম্যানেজমেন্ট ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোঅর্ডিনেটররাই হলেন কোম্পানি সেক্রেটারি। কোনও-কোনও কোম্পানিতে লিগ্যাল এবং ফিন্যান্সিয়াল বিষয় শুধুই নয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ম্যানেজমেন্ট, প্ল্যানিংসহ কোম্পানির সমস্ত কাজেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয় কোম্পানি সেক্রেটারিদের, তাই এঁদের সেই কোম্পানির চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও বলা হয়ে থাকে।

কী ধরনের ব্যক্তিত্ব দরকার এই পেশার জন্য

যেহেতু একজন কোম্পানি সেক্রেটারি একটি সংস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই অর্গানাইজড এবং ডিসিপ্লিন্ড হতে হয়। যে-কোনও জটিল পরিস্থিতি বা আইনি জটিলতা সামলানোর জন্য, আইন বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা তো দরকার, পাশাপাশি উপস্থিত বুদ্ধি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতা প্রয়োজন। শুদ্ধ এবং ঝরঝরে ইংরেজি বলার এবং লেখার পারদর্শিতা চাই। ম্যানেজমেন্টের টপ লেভেলের সঙ্গে কোম্পানি সেক্রেটারিরা কাজ করেন, ফলে অনেক টপ লেভেল কনফিডেনশিয়াল ফ্যাক্টও তাঁদের জানতে হয়। নিজের কাজের সিক্রেসি রক্ষা করা

কোম্পানি সেক্রেটারির পেশার অন্যতম শর্ত। একই সঙ্গে তাঁদের নিজের কোম্পানির প্রতিও শতকরা ১০০ শতাংশ দায়বদ্ধ থাকতে হয়।

পেশাদার কোর্স

ভারতের যে স্বীকৃত এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি সেক্রেটারি হওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়, সেই প্রতিষ্ঠানটি হল দ্য ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই)

ওয়েবসাইট : www.icsi.edu
এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতা অফিসের ঠিকানাটি হল,
3A ICSI Eirc Building
(Near Beckbagan Nursing Home)
Ahipukur First Lane, Ballygunge
Kolkata 700019

তিনটি ধাপে এই পেশাদার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়,

- **ফাউন্ডেশন** : উচ্চ মাধ্যমিক বা তার সমতুল (১০+২) পরীক্ষায় পাশ করার পর যারা কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ পড়তে চায়, তারা এই কোর্সে যোগ দেয়। কোনও গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকলেও এই লেভেলে যোগ দেওয়া যায়।
- **ইন্টারমিডিয়েট** : ফাউন্ডেশন কোর্স পাশ করার পর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বসতে হয়। এই পরীক্ষায় পাশ করার পর ইন্টারমিডিয়েট কোর্স শুরু হয়। তা ছাড়াও, এই প্রতিষ্ঠানে



কোম্পানি সেক্রেটারিদের বহু বিষয়ে দক্ষতার প্রয়োজন হয়। অন্ততপক্ষে একজন কোম্পানি সেক্রেটারিকে আইন, ম্যানেজমেন্ট এবং ফিন্যান্স, এই তিনটি বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা রাখতে হয়।

ফাউন্ডেশন কোর্স না করেও, ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হওয়া যেতে পারে। ফাউন্ডেশন পরীক্ষায় সমস্ত গ্রাজুয়েট, পোস্ট গ্রাজুয়েট (ফাইন আর্টস ছাড়া), স্বীকৃত কিছু অ্যাকাউন্টেন্সি স্কুলের পাস-আউট শিক্ষার্থীরা সরাসরি পরীক্ষায় বসতে পারে এবং পাশ করলে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সটা শুরু করতে পারে।

● **ফাইনাল** : সফলভাবে ইন্টারমিডিয়েট কোর্স শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা ১৮ মাসের একটি কোর্সের পর ফাইনাল পরীক্ষায় বসার সুযোগ পায়। একজন পেশাদার কোম্পানি সেক্রেটারি হওয়ার একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হল ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই)-র সদস্যপদ থাকা। ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই)-র সদস্যপদ পেতে হলে এই প্রতিষ্ঠানের ফাউন্ডেশন, ইন্টারমিডিয়েট এবং ফাইনাল, এই তিনটি পরীক্ষাতেই পাশ করতে হয়। এর পর থাকে প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং। তা শেষ হওয়ার পরই কেউ তাঁর কেরিয়ার শুরু করতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া (আইসিএসআই) হল ভারতের একমাত্র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, যেখান থেকে শিক্ষার্থীদের কোম্পানি সেক্রেটারি হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ

**ইনস্টিটিউট অফ
কোম্পানি সেক্রেটারিজ
অফ ইন্ডিয়া
(আইসিএসআই) হল
ভারতের একমাত্র
স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান**

দেওয়া হয়, পাশাপাশি ভারতে এই পেশাটিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এই ইনস্টিটিউটই একমাত্র সমস্ত পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রার্থীকে কোম্পানি সেক্রেটারির সার্টিফিকেট দেয়। এই প্রতিষ্ঠানের হেড কোয়ার্টার আছে নয়াদিল্লিতে, এ ছাড়াও চারটি অফিস হল কলকাতা, দিল্লি, চেন্নাই এবং মুম্বইয়ে।

কেরিয়ার প্রসপেক্ট

কোম্পানি সেক্রেটারিশিপের বিশদ কোর্স এবং প্র্যাকটিকাল ট্রেনিং একজন কোম্পানি সেক্রেটারির মধ্যে বৈচিত্র্য এবং জ্ঞানের ব্যাপকতা এনে দেয়। একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

কোম্পানি সেক্রেটারি যে-কোনও সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লিগ্যাল, সেক্রেটারিয়াল, ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টস, পার্সোনেল থেকে শুরু করে অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ বিভাগেরও দায়িত্ব নিতে পারেন এবং সুচারুভাবে তা পালনও করতে পারেন। এঁদের কাজের সুযোগও বেশি। যে-কোনও প্রতিষ্ঠান, যাঁদের কোনও বোর্ড, কাউন্সিল বা কর্পোরেট স্ট্রাকচারের অধীনে কাজ করতে হয়, তাদের জন্য একজন দক্ষ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোম্পানি সেক্রেটারি সবসময়েই অপরিহার্য। প্রথমে পেশাদার জগতে কেরিয়ার শুরু করার সময় একজন সদ্য পাশ করে বেরনো কোম্পানি সেক্রেটারির ডেজিগনেশন হয় জুনিয়র সেক্রেটারিয়াল অফিসার। ক্রমশ পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে তাকে সিনিয়র লেভেলে কোম্পানি সেক্রেটারির ডেজিগনেশন দেওয়া হয়। তারও পরে কোম্পানির ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইসার পদে তাঁকে উন্নীত করা হয়।

মডেল : সৌরসেনী, অনিষ্কিতা, সৌভিক, ওম

মেকআপ : জিতেন্দ্র মাহাতো

ফোটো : সোমনাথ রায়

পোশাক : পুষ্পাঞ্জলি কালেকশন্স

(শ্রীরাম আর্কেড)



যে মিসেস দেব মিস করা যায়নি!

শেষ হল সানন্দা শ্রীমতী-দের প্রাথমিক বাছাই পর্ব। বেছে নেওয়া হল ৮ শ্রীমতী-কে।
এবার চলবে তাঁদের ট্রেনিং, তাঁদের প্রমিৎ। দেখা যাক, শেষ অবধি কোন মিসেস থাকেন,
আর কোন মিসেস-রা মিস করেন সেরার মুকুট।



TV Partner



Jewellery Partner



Hospitality Partner



Health Partner



Associate Sponsors



Co-Sponsor



Indian-Wear Partner



Gift Partners

Tupperware® **MAHAL LAMP SHADES**

Makeover Partner



Food Partner



Radio Partner



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



দশ টাকায় ছ'টা

সাত্যকি সেনশর্মা

প্রথম যেদিন ওরা এসেছিল, সেদিন সকাল থেকে খুব বৃষ্টি পড়ছিল। সময়টা ছিল বর্ষাকালের মাঝামাঝি। তখন প্রায় প্রত্যেকদিনই বৃষ্টি পড়ত। এর আগে সতেরোবার কলকাতার বর্ষাকাল দেখেছে ন্যাপা। তার মধ্যে শেষ দশ-বারো বারের কথা তার স্পষ্ট মনে আছে। বৃষ্টি দেখতে ন্যাপা খুব ভালবাসে। কী সুন্দর অনেকগুলো জলের ফোঁটা একসঙ্গে

মাটিতে এসে পড়ে! গায়ে পড়লে কী ভাল লাগে! বৃষ্টিতে ভিজতেও খুব ভালবাসে ন্যাপা। ন্যাপার জ্বর হয় না। আজ ন্যাপার খুব মনে পড়ছে সেদিনের কথা। গত বেশ কিছুদিন ধরেই তার মনে পড়ছে ওদের কথা। গত বেশ কিছুদিন ধরেই ওরা আর আসছে না। সেদিন সারাদিন ধরেই তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল। সিটি সেন্টারের পিছন দিকে রাস্তার একপাশে প্লাস্টিকের টুলে চুপ করে বসেছিল ন্যাপা। কত রকম রংচঙে মানুষ!

কতরকম তাদের পোশাক! কতরকম তাদের ভাষা! কিছু ন্যাপা বোঝে। কিছু বুঝতেই পারে না। ন্যাপা শুধু বোঝে ওরা ইংরেজি বা অন্য কোনও ভাষা বলে। ন্যাপা ইংরেজি জানে না। শেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শেখা আর হল কই? বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে গোধুলির আবছায়ায় ওরা এসে আশ্রয় নিয়েছিল ন্যাপার দোকানের বড় ছাতার নীচে। একজন আর-একজনের হাত ধরে ছিল ওরা।

“কত করে ভাই?” প্রশ্ন করেছিল ছেলেটা।
 “দশ টাকায় ছ’টা স্যার...” ন্যাপা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিল।
 “আমি বারোটা খাব কম করে...” মেয়েটা উত্তেজিতভাবে বলেছিল। ন্যাপা মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিল। ঠিক যেন পুতুল। কী ফরসা গায়ের রং! কী সুন্দর দেখতে! নিশ্চয়ই খুব ভাল মানুষ। নিশ্চয়ই ইংরেজি জানে।
 “ছ’টার বেশি খেয়ো না...পেট ছুটবে...” ছেলেটা বলেছিল।
 “আমি খাবই...”
 “না, খাবে না...”
 “আলবাত খাব...”
 “বলছি খাবে না...”
 “আমার পেট... আমি বুঝব... আমি খাবই...”
 “ও আচ্ছা! আমি যে বারণ করছি তার কোনও ভ্যালুই নেই?”
 “না নেই, যাও... প্রতি পদে ওঁর কথা শুনে চলতে হবে...”
 “অ্যাঁই শোনো... তুমি ওকে ছ’টার বেশি একটাও দেবে না এই বলে দিলাম...”
 ন্যাপাকে আদেশ করেছিল ছেলেটা।
 “স্যার, আগে খেতে তো শুরু করুন...”
 ন্যাপা হেসে ফেলেছিল।
 “এই তো! এ ছেলেটার সেপ আছে...নাও, শুরু করো তো...” মেয়েটা তাকিয়েছিল ন্যাপার দিকে। ন্যাপার শরীর শিরশির করে উঠেছিল। একটু লজ্জাও পেয়েছিল সে। লজ্জা পেয়েছিল তার নিজের পোশাকের জন্য। তার পোশাক বলতে একটা কমলা রঙের স্যাভো গেঞ্জি, যার বুকে একটা বেশ বড় ফুটো আর একটা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ধূসর হাফপ্যান্ট। আরও কত মেয়ে তো এখানে এসে দাঁড়ায়, এরকম করে কেউ কখনও ন্যাপার দিকে তাকিয়েছে কি?
 “ঝাল হবে?” জিজ্ঞেস করেছিল ন্যাপা।
 “না না... একদম না...” ছেলেটা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল।
 “একদম...সুপার-ডুপার ঝাল হবে...”
 ছেলেটার কথা শেষ হওয়ার আগেই বলেছিল মেয়েটা।
 “তুমি ঝাল খাবে? জানো এগুলো কী হার্মফুল?” ছেলেটা বলেছিল।
 “তুমি আলাদা করে মাখো তো... ওকে ঝাল ছাড়া দাও, আমাকে ঝাল দিয়ে দাও...”
 মেয়েটা আবার তাকিয়েছিল ন্যাপার দিকে। ছেলেটা মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিল করুণভাবে। কিন্তু কিছু বলতে পারেনি। খাওয়ায় মন দিয়েছিল দু’জনেই।
 “ম্যাডাম, ছ’টা করে হয়ে গিয়েছে...”

কিছুক্ষণ পর বলেছিল ন্যাপা।
 “ব্যাস, আর না...থামাও...” ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিল।
 “আঃ! বলেছি না কম করে বারোটা খাব? দাও তো, আমাকে দাও, ওকে দিতে হবে না...” মেয়েটা আবার আদেশ করল।
 “না...আর দেবে না ওকে...আমি বলছি...”
 আদেশ এসেছিল ছেলেটার কাছ থেকে।
 “তুমি দেবে কি না? না দিলে আমি অন্য দোকানে যাব...”
 “আর খাবেন? না থামাব?” ন্যাপা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটাকে।
 “আলবাত খাব... তুমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছ কী? দাও বলছি...”
 “জানি না আমি, যা প্রাণ চায় তাই করো...”
 ছেলেটা বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিল।
 “তোমার মা জিজ্ঞেস করবে না, তুমি ভিজলে কী করে?” ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটা।
 “করবে তো...” ছেলেটা উত্তর দিয়েছিল।
 “কী বলবে তুমি?”
 “কী আর বলব? বলব তুমি ছাতা খুলতে দাওনি।”
 “আমার কথা তো তোমার মা জানেই না!!”
 “জানিয়ে দেব... আজই!”
 “খুব সাহস?”
 “তুমি সঙ্গে থাকলে আমি সাহস পাই...”
 “তার মানে সেটা তোমার নিজস্ব সাহস নয়! আমার থেকে ধার নেওয়া...এ রামোঃ...”



“দূর ভাল্লাগে না... ইয়াকি মেরো না...”
 “তুমি মাকে কবে বলবে আমার কথা?”
 “বলে দেব... আর ক’টা দিন যাক... মা-র শরীরটা একটু ঠিক হোক...”
 “তুমি আগে বলবে... তারপর আমিও বলে দেব আমার বাড়িতে...”
 “সে তো বলবেই... না হলে বিয়ে হবে কী



করে! আর বিয়ে না হলে সেটা হবে কী করে, আর সেটা না হলে মা নাতি-নাতনির মুখ দেখবে কী করে?”
 “অসভ্য ছেলে একটা...”
 “আমি ভুল বলেছি?”
 “থাক... আর দয়া করে বেশি ঠিক বলতে হবে না তোমাকে...”
 “রাগ করলে?”
 “না।”
 “ঠিক আছে। আর বলব না। আর কিছু বলব না, আসল সময় যা করার করব একদম...”
 মেয়েটা ছেলেটার কাঁধে ঠাস করে চড় মেরেছিল। ছেলেটা ‘উঃ’ বলে আরও কাছে টেনে নিয়েছিল মেয়েটাকে। বৃষ্টি হালকা হওয়ার পর ন্যাপার দোকানের ছাতার নীচ থেকে বেরিয়ে ওরা মিশে গিয়েছিল মানুষের ভিড়ে। তাকিয়ে দেখেছিল ন্যাপা। মেয়েটার সুন্দর আঙুলগুলো ছেলেটার হাতটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছিল যেন ঝড়ের মধ্যে কোনও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। ততক্ষণে সঙ্গে নেমে এসেছিল কলকাতার বুকে। জ্বলে উঠেছিল চারদিকের রাস্তার, দোকানের আলো।

প্রত্যেক সোম, বুধ আর শুক্রবার ওরা আসত নিয়ম করে। অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল ন্যাপার। নিয়ম করে অপেক্ষা করত ন্যাপা, কখন ওরা আসবে তার জন্য। কখন মেয়েটা ছেলেটার সঙ্গে আসবে তার জন্য। মেয়েটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত ন্যাপা। বিভোর হয়ে ওদের কথা শুনত সে। গোটা ব্যাপারটা খুব ভাল লাগত ন্যাপার। কী সুন্দর ওরা দু’জন নিজেদের জীবনদুটো গুছিয়ে নিতে চাইছে! ন্যাপার কোনদিন এরকম গুছিয়ে নেওয়ার কিছু ছিল না, এখনও নেই। ওদের দেখতে-দেখতে, ওদের কথা শুনতে-শুনতে ন্যাপা কোনও এক অজানা স্বপ্নের দেশে হারিয়ে যেত, যেখানে সবকিছু সুন্দর, যেখানে কোনও অভাব নেই, কোনও দুঃখ নেই।

অনেকগুলো সোম-বুধ-শুক্র এইভাবে কেটে গিয়েছিল। বর্ষাকাল ক্রমশ সরে গিয়েছিল দূরে। ধূসর আকাশে লেগেছিল উজ্জ্বল নীলের ছোঁয়া। পুজোর সাজে সেজে উঠতে শুরু করেছিল কলকাতা। ওদের সোম-বুধ-শুক্রের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সপ্তমীর দিন ছিল শুক্রবার। সেদিনও ওরা এসেছিল। দুজনেই খুব সুন্দর সেজেছিল, নতুন জামা পরে। ন্যাপাও পুজোয় নতুন জামা পরেছিল। সেদিন ওরা এসেছিল রাতে, আটটা নাগাদ। সিটি সেন্টার তখন জমজমাট।

“দাও... ঝাল কিন্তু...” মেয়েটা ন্যাপার দিকে তাকিয়ে বলেছিল।

“জানি ম্যাডাম, আপনারা তো রেগুলার আসেন...” ন্যাপা হেসে কথা বলেছিল। সেদিন সে ভাল জামা পরেছিল, তাই কোনও লজ্জা ছিল না। মেয়েটা হেসেছিল ওর দিকে তাকিয়ে। কী সুন্দর হাসি!

“চলো আজ কম্পিটিশন করে খাই! মজা হবে...” মেয়েটা উত্তেজিতভাবে ছেলেটাকে বলেছিল।

“ওরে বাবা! আমি কি এত খেতে পারি? তার চেয়ে তুমি খাও, আমি দেখি...” ছেলেটা দুষ্টমির দৃষ্টি দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিল।

“ভিত্তি কোথাকার!”

“কী আর বলি! তা একটু তো বটেই।”

“বুঝেছি, আমার কপালে কিছুই নেই! তুমি মাকে সাহস করে কিছু বলতেও পারবে না, আর আমাদের বিয়েও হবে না।”

“এরকম করে বোলো না প্লিজ... তুমি তো জান সবই...”

“জানি, তাও ভয় করে আমার। একবার ধাক্কা খেয়ে সামলে নিয়েছি। আর-একবার আর সামলাতে পারব না...”

“পাগলি একটা...” ছেলেটা হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিয়েছিল মেয়েটার মাথার চুল।

“ম্যাডাম, ছ’টা হয়ে গিয়েছে, আর খাবেন?” ন্যাপা জিজ্ঞেস করেছিল।

“ও খাবে না, আমি খাব!” মেয়েটা বলেছিল। পুরো আঠেরোটা খেয়ে থেমেছিল মেয়েটা। তারপর রোজকার মতো ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিল ওরা। রাতে দোকান বন্ধ করতে গিয়ে ন্যাপা আবিষ্কার করেছিল জিনিসটা। একটা মানিব্যাগ, খোলা বইয়ের মতো পড়ে ছিল ন্যাপার পায়ের কাছে। সে সেটা কুড়িয়ে নিয়েছিল। ব্যাগের ভিতর অনেক টাকা। ন্যাপার হাত-পা অবশ্য হয়ে গিয়েছিল। এত টাকা সে কোনদিনও দেখেনি। বাবার কথা

মনে পড়ে গিয়েছিল ন্যাপার। ন্যাপার যখন সাত বছর বয়স, তখন তার বাবা তাকে বলেছিল, “কখনও অন্যের জিনিস না বলে নিবি না, কুড়িয়ে পেলে ফেরত দিয়ে দিবি, নয়তো থানায় জমা দিয়ে আসবি... অন্যের জিনিস তাকে না বলে নিলে পাপ লাগে...” নরম মাটিতে ঐঁকে দেওয়া নকশার মতো ন্যাপার মনে গেঁথে গিয়েছিল কথাগুলো। সে কোনদিন অন্যের জিনিস তাকে না বলে নেয়নি, আর কুড়িয়েও পায়নি। সেদিনই প্রথম তার জীবনে এই ঘটনা ঘটেছিল। ব্যাগটা কী



করে সে ফেরত দেবে? বুঝবে কী করে এটা কার ব্যাগ? এসব কথা ভাবতে ভাবতে সে বইয়ের মতো খুলে ফেলেছিল ব্যাগটা। চোখ চলে গিয়েছিল বাঁদিকে। আরে! এটা তো সেই ম্যাডামের ফোটা! ন্যাপা বুঝেছিল এটা ফেরত দেওয়া তার কাছে খুবই সহজ একটা কাজ।

সোমবার ছিল দশমী। ওরা সেদিন আসেনি। বুধবার এসেছিল ওরা।

“বানাও, আজ আর ঝাল দিয়ো না,” মেয়েটা বলেছিল।

“ম্যাডাম...” ন্যাপা আবার পুরনো ছেঁড়া পোশাকে ফিরে গিয়েছিল। কথায় অস্বস্তির ছোঁয়া।

“কী হয়েছে?”

“আমি একটা ব্যাগ পেয়েছি। এটা আপনাদের না?” ন্যাপা বের করেছিল ব্যাগটা।

“আরে! এটা তোমার কাছে!!” ওরা দু’জনই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল একসঙ্গে।

“আপনারা আগের দিন ফেলে গেসিলেন।” ছেলেটা ব্যাগটা নিয়ে টাকা আর অন্যান্য জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখতে শুরু করেছিল। মেয়েটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। তারপর তাকিয়েছিল ন্যাপার দিকে। ন্যাপা আবার গুটিয়ে গিয়েছিল লজ্জায়।

“কী নাম তোমার?” জিজ্ঞেস

করেছিল মেয়েটা।

“ন্যা...ন্যাপা।”

“তুমি এত ভাল ছেলে? অন্য কেউ হলে তো ফেরত দিত না, এতগুলো টাকা!”

“আমি না বলে অন্যের জিনিস নিই না ম্যাডাম। বাবা মানা করেসিল!”

“করেছিল? বাবা এখন নেই?”

“না, মরে গেসে।”

“ও! তুমি পড়াশোনা জান?”

“না...”

“সব ঠিক আছে,” ছেলেটা বলে উঠেছিল হঠাৎ।

“ঠিক না থাকলে তুমি ব্যাগটাই পেতে না...”

“নাহ্, ছেলেটা ভাল। ওকে কিছু দিই?”

“কী দেবে?”

“মানে কিছু টাকা...”

“কেন?”

“এতগুলো টাকা! ও তো ঝেড়েও দিতে পারত।”

“কিন্তু ও তো ঝাড়েনি...”

“সেইজন্যই তো বলছি কিছু দেওয়া উচিত...”

“আচ্ছা, তুমি যদি রাস্তায় একটা ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়ে সেটা তার মালিকের কাছে ফেরত দিতে, আর তখন সেই ব্যাগের মালিক যদি তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাইত... ফর দ্য সেম রিজন্... তোমার কেমন লাগত?”

“মানে?”

“থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট... তারপরেও যদি ঠিক মনে হয়...দেন ডু অ্যাজ ইউ উইশ...”

“আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না...”

“আমি বলতে চাইছি, ও এটা করেছে একটা শিক্ষার থেকে। সেই শিক্ষাটা ও বাড়িতে পেয়েছে। ঠিক আমি-তুমি যেমন পেয়েছি, তেমনই। তুমি এভাবে ওকে টাকা দিলে, ওকে, ওর এই শিক্ষাটাকে অপমান করা হবে... বোঝাতে পারলাম?”

“নো ম্যাডাম, বুঝিনি। যাক্গে ছাড়া, তুমি বারণ করছ, সো... আমি টাকা দেব না, খুশি?”

“তাও ভাল... কী আর বলব...”

“নাও ন্যাপা, শুরু করো... তুমি বরং বেশ ঝাল দিয়েই বানাও...” মেয়েটা ন্যাপার দিকে ফিরে বলেছিল।

“আচ্ছা ম্যাডাম...” ন্যাপা হাসিমুখে কাজ শুরু করেছিল।

খাওয়া শেষ করে রোজকার মতো পরস্পরের হাত ধরে রংচঙে ভিড়ে মিশে গিয়েছিল ওরা।

প্রকৃতির নিয়মে বিদায় নিয়েছিল উৎসবের শরৎ। এসেছিল শীতের আমেজ। ন্যাপার

মাথার ঠিক উপরে যে গাছটা বছরের বাকি সময়টা সিটি সেন্টারের কংক্রিটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকত, সেও তার সমস্ত সবুজ হারিয়ে শুধু একটা প্রকাণ্ড কাঠের নকশায় পরিণত হয়েছিল। এই দৃশ্য ন্যাপার কাছে খুব পরিচিত। প্রত্যেক বছর শীতকালেই ঠিক এরকমই হয়। কোনও কিছুই অন্যান্য বছরের থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না ন্যাপার কাছে, শুধু ওদের আসা-যাওয়াটা ছাড়া। মোটামুটি নিয়ম করে সোম-বুধ-শুক্র ন্যাপার কাছে আসাটা ওরা কখনওই বন্ধ করেনি। প্রায় প্রত্যেকদিনই চলত ঝাল নিয়ে খুনসুটি। এক-একদিন ওরা বিভোর হয়ে থাকত ওদের স্বপ্নের দিনগুলো নিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকত পরস্পরের দিকে। কোনও কথা বলত না। ভুলে যেত ন্যাপার উপস্থিতি। ওদের সব কথার মানে ন্যাপা বুঝতে পারত না, কিন্তু তার খুব ভাল লাগত। তার মনে হত এমন একটা ভাল কিছু হচ্ছে যেটা সাধারণত হয় না। এতদিন ধরে তো সে এখানে বসছে, এত লোক তো তার কাছে আসে, কই এমন তো কখনও হয়নি।

সরস্বতীপূজোর দিন ওরা দুপুরবেলা এসেছিল। সেদিন অবশ্য ছিল রবিবার। ন্যাপা আশা করেনি ওরা আসবে। ওদের দেখে খুব খুশি হয়েছিল ন্যাপা। মেয়েটা শাড়ি পরে সেজেছিল। ছেলেটা পাঞ্জাবি-পাজামা পরেছিল। “কী ন্যাপা? তোমার বাড়িতে সরস্বতী পূজো হয়?” মেয়েটা জিজ্ঞেস করেছিল। “না ম্যাডাম, আমাদের পাড়ায় হচ্ছে... আমরা ওখানেই পোসাদ খাই।” “তুমি লিখতে-পড়তে পার?” “না ম্যাডাম, সেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেখা হয়নি...” “কেন? পয়সার অভাবে?” “হ্যাঁ ম্যাডাম, বাবা মরে গেল, দাদাও মরে গেল, পয়সা তো কামাতেই হবে, নইলে খাব কী?” “কে কে থাকে তোমার বাড়িতে?” “আমি, মা, আর বোন। বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছে...” “বিয়ে? কত বয়স তোমার বোনের?” “পনেরো...” “এই বয়সে বিয়ে দিচ্ছ? এটা বেআইনি জান না? আঠারো বছরের আগে বিয়ে দেওয়া অন্যায়... টিভিতে দ্যাখো না?” “আমাদের টিভি নেই ম্যাডাম...”

“ও...” “আমাদের মধ্যে ওসোব নেই ম্যাডাম, আমাদেরই খাওয়া জোটে না। বোনটা বিয়ে করে অন্য বাড়ি যাবে... ওদের আমাদের চাইতে পয়সা বেশি... ভাল খেতে-পরতে পারবে... আমাদেরও খাওয়ার খরচা কমবে... সুবিধা হবে ম্যাডাম।” “বুঝলাম। দাও, ঝাল কম দিয়ো আজ।” “আচ্ছা ম্যাডাম...” ন্যাপা একগাল হেসে কাজে মন দিয়েছিল। খাওয়া শেষ করে ওরা রোজকার মতো হারিয়ে গিয়েছিল সিটি সেন্টারের কংক্রিটের অলিগলিতে।

এপ্রিল-মে মাসের প্রচণ্ড গরমেও ওরা নিয়মিত আসত। সন্দের পর যখন গরমের দাপট একটু কমত, তখন আসত ওরা। জুন মাসের পরে ওরা আর আসেনি। এখন জুলাই মাস শেষ হতে চলেছে। আবার ফিরে এসেছে বর্ষা। মাঝে-মাঝেই ভিজ়ে যাচ্ছে কলকাতা। আজ প্রায় সারাদিন ধরেই বৃষ্টি হয়েছে। আজ ন্যাপার খুব মনে পড়ছে ওদের কথা। গত একমাস ধরে প্রত্যেক সোম-বুধ-শুক্রতেই ওদের কথা মনে পড়েছে ন্যাপার। আজও শুক্রবার। আজ কি ওরা আসবে? সকাল পেরিয়ে দুপুর এল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়ল। গোধূলির পথ ধরে নেমে এল সন্ধ্যা।



আলো জ্বলে উঠল রাস্তায়, দোকানে। “দাও... ঝাল ছাড়া...” আনমনা হয়ে প্লাস্টিকের টুলে বসেছিল ন্যাপা। চমকে উঠল চেনা পুরুষকণ্ঠ শুনে। হঠাৎ করে তার মনের ভিতর যেন অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল এক মুহূর্তে। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে নেমে এল গাঢ় অন্ধকার। সে যা দেখল, তা সে কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেনি। ছেলেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে

একটা মেয়ে। কিন্তু এ তো সেই ম্যাডাম নয়! এ তো অন্য একটা মেয়ে! মেয়েটার দিকে তাকাল ন্যাপা। আজ তার আর লজ্জা করল না। মেয়েটার মাথার মাঝখানের সিঁথি ঢাকা পড়ে গেছে লাল আত্মবিশ্বাসী সিঁদুরের প্রলেপে। ন্যাপার মাথার ভিতরটা দপদপ করতে শুরু করল। সে ভুলে গেল তার কাজ। “দশ টাকায় ছ’টা, স্যার...” ন্যাপা ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল। “হ্যাঁ... দাও...” ছেলেটা ন্যাপার চোখের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে উত্তর দিল। খাওয়া শেষ করে ওরা মিলিয়ে গেল রাস্তার ভিড়ে। দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে গেল ন্যাপা। সারারাত ঘুম এল না তার। বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। অন্ধকার জানালায় ক্রমশ দিনের আলোর ছোঁয়া লাগল। সারারাত না ঘুমনোর ক্লান্তি ছিল শরীরে, কিন্তু তাও রোজকার নিয়মে কাজে বেরিয়ে গেল ন্যাপা। আজ সকাল থেকে তেমন বৃষ্টি হল না। কিন্তু বিকেলের দিকে হঠাৎ আকাশ ঢেকে গেল ধূসর মেঘে। দু’বার গর্জন করেই বড়-বড় জলের ফোঁটা আছড়ে পড়তে লাগল কলকাতার বুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। রাস্তার লোকজন দৌড়োদৌড়ি শুরু করল। কেউ গাছের নীচে, কেউ দোকানের ছাউনিতে সাময়িক আশ্রয় নিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে ছুটে এসে একটা মেয়ে ন্যাপার দোকানের ছাতার নীচে দাঁড়াল। পাশে এসে দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখে চিনতে ভুল হল না ন্যাপার। মুহূর্তের মধ্যে তার মনে পড়ে গেল গতকাল সন্দের ঘটনাটা। মনের মধ্যে একের পর এক ভেসে উঠতে থাকল গত একবছরের সোম-বুধ-শুক্রের ছবিগুলো। একটা তীব্র যন্ত্রণা ন্যাপার তলপেট থেকে উপরের দিকে বেয়ে উঠতে শুরু করল। ক্রমশ পেট, বুক পার করে সেটা গলার কাছে এসে ধাক্কা মারল, কামড় বসাল ন্যাপার দু’চোখের কোণে। মেয়েটা একবারও ন্যাপার দিকে তাকায়নি, অধৈর্য ভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। ন্যাপার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। বেদনা আর দ্বিধার এক দুর্গম বিভাজিকার উপর বেসামাল ভাবে দাঁড়িয়ে সমস্ত লজ্জা ভুলে কথা বলে উঠল ন্যাপা, “ম্যাডাম...”

ছবি : শুভম দে সরকার



বেনি দয়াল

ডান্সার বেনি

‘বদতমিজ দিল’ থেকে ‘ও মধু’, বলিউড থেকে টলিউডে অনেক চার্টারস্টারই তাঁর পকেটে। তবে শুধু গানই নয়, নাচটাও বেশ ভালই পারেন বেনি দয়াল। ভারতনাট্যম, কুচিপুদি, এমনকী, মোহিনীআট্টম পর্যন্ত নাচতে পারেন তিনি। পারবেন না-ই বা কেন? টানা ছোটবেলায় আবুধাবিতে থাকতে সময় টানা ১৪ বছর ধরে নাচ শিখেছেন যে! তা বেশ! গায়ক হিসেবে তো নিজেকে প্রমাণ করেছেন, এবার কোরিওগ্রাফার হিসেবে পাব তো আপনাকে? “সঠিক সুযোগ পেলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব। এটা কিন্তু একটুও মজা করে বলছি না।”



‘সেপুর্নি’য়ান

এবছর সেপুর্নিটা সেরেই ফেলবেন, এটাই হল গায়ক-সঙ্গীত পরিচালক সুখবিন্দর সিংহের এ বছরের রেজালিউশন। বলিউডের অন্যতম ব্যস্ত গায়কদের মধ্যে তিনি একজন। ঝুলিতে রয়েছে ১৩০টিরও বেশি গান। তবে শুধু ২০১৪-তেই ১০০টা গান রেকর্ড করার পণ করেছেন তিনি। “তাই বলে যে কোনও গানই গেয়ে ফেলব এমনটা কিন্তু নয়,” সতর্ক করলেন গায়ক। এখন তিনি এত ব্যস্ত যে, রেওয়াজও সারছেন গ্যাজেটের মাধ্যমে, ট্যাভেল করতে-করতে। এর মধ্যে সেপুর্নিটা ম্যানেজ করবেন কী করে কে জানে!



সুখবিন্দর সিংহ



নিকি মিনাজ

চুল চুরি!

সকুমার রায় আমাদের গোঁফ চুরির গল্পপো শুনিয়েছেন। আমেরিকান র‍্যাপার নিকি মিনাজ-এর দৌলতে এখন বেশ জনপ্রিয় চুল চুরির কিসসাও। নিকি নাকি পরচুলা চুরি করে তা বেমালুম বিক্রিও করে দিয়েছেন! টেরেল ডেভিডসন নামক এক উইগ ডিজাইনারের সম্পত্তি এই উইগগুলি। অথচ তিনি নাকি কিছুটা জানতেন না। এর ফলে তাঁর প্রায় ৩ কোটি মার্কিন ডলার লোকসান হয়েছে, জানতে পেরে নিকির নামে মামলা করেছেন তিনি। নিকি উইগগুলো তো হাতছাড়া করেছেন, এবার উইগ ডিজাইনারের সঙ্গেও আড়ি হয়ে গেল। এখন নানারকম কেশসজ্জা করবেন কী করে?



আয়ুস্মান খুরানা

আয়ুস্মানের মেকওভার

প্রথমবার ভারতে কনসার্ট করতে আসছেন বিখ্যাত আমেরিকান র‍্যাপার, স্কাই ব্লু। শোনা যাচ্ছে, তাঁর সঙ্গে নাকি গলা মেলানোর সুযোগ পেয়েছেন আয়ুস্মান খুরানা। স্বাভাবিকভাবে আত্মদে আটখানা এই বলিউড স্টার। গায়কের তরফে জানা গিয়েছে, স্কাই ব্লু-কে তাঁর দারুণ লাগে। এর জন্য জীবনে প্রথমবার নিজের মেকওভার করানোর কথাও ভাবছেন। বাবা এতদূর!

হতে পারতেন ফ্যাশন ডিজাইনার, ভালবাসেন বিরিয়ানি, ফুচকা

খাওয়া ছাড়া পারবেন না কোনওদিন, এমনই মজার গল্প করলেন 'দত্তবাড়ির

ছোটবউ' পূর্বা ওরফে জেসমিন রায় দাস, শুনলেন সৌমী ঘোষ

অভিনয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?

প্রশিক্ষণ সেভাবে নিইনি, কিন্তু আমি উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকেই থিয়েটার করতাম, ছ'বছর থিয়েটার করেছি। তারপর প্রথম সুযোগ আসে 'ভোলা মহেশ্বর'। সেখান থেকেই যাত্রা শুরু।

সিরিয়ালে তো আজকের যুগের

মেয়ে হয়েও পূর্বাকে অন্যের বাড়িতে

অন্যায় সহ্য করতে হয়, বাস্তবে

এরকম সিমুলেশনে পড়লে মেনে নিতেন? না, কখনওই মেনে নিতাম না। কারণ আমার মনে হয়, যে বাড়িতে স্ত্রীর কোনও মর্যাদা নেই, সেখানে থাকা উচিত নয়।

অভিনয়ে আসার পর ঠিক

কী-কী ব্যাপার বদলেছে?

কাজের চাপে সেভাবে বাড়িতে যাওয়া হয় না, কিন্তু ওখানে গেলে অনেকেই আমাকে দেখিয়ে বলে 'আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে।' এমনকী, যারা আমার পাশের বাড়িতে থাকেন না, তারাও বলে পাশের বাড়ির মেয়ে! (হাসি)

শুটিং-এ কোনও মজার ঘটনা?

শুটিং করতে গিয়ে প্রায়ই পড়ে যাই, এই নিয়ে হাসাহাসি হয়। এটা এতটাই রেগুলার হয়ে গিয়েছে যে, সকলেই জানে জেসমিন নিজের মতো পড়ে যায়, আবার নিজের মতো উঠে শুটিং করে। (হাসি)

স্টুডেন্ট লাইফ এনজয়

করেছেন?

ছোট থেকেই আমি দুটু, ছেলেদের সঙ্গে মারপিট করতাম।

কলেজে পড়াকালীন

মারপিট করেছেন?

হ্যাঁ, কলেজে পড়ার সময় আমি রাজনীতি করতাম। সেসময় দু'টো পার্টির মধ্যে একটা সমস্যা হয়েছিল যখন কেউ এগোচ্ছিল না, আমিই এগিয়ে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে

মেকআপ: উজ্জ্বল দত্ত
ফোটো: অমিত দাস

একা মারপিট করেছিলাম। এমনকী, ঘটনাটা একটি চ্যানেলে লাইভ দেখানো হয়। মজার ব্যাপার হল, আমার মা, বাবা তখনই টিভি চালান আর দ্যাখেন যে তাদের মেয়ে মারপিট করছে।

আপনি তো বেশ সাহসী!

হ্যাঁ, আমি ছোট থেকেই একটু অন্যরকম। 'ভোলা মহেশ্বর'

চলাকালীন আমি লাস্ট রাত এগারোটা চল্লিশের ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরেছি, যখন লেডিজ কম্পার্টমেন্টে আর কেউ নেই। কিন্তু আমার কোনও চাপ হত না। কারণ আমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স কাজ করত যে কেউ আমার কিছু করতে পারবে না।

আচ্ছা, শুনেছি আপনি নাকি

পালিয়ে বিয়ে করেছেন? সত্যি?

হ্যাঁ, আসলে আমার বয়ফ্রেন্ড ও বন্ধুদের সঙ্গে দিঘা যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ছুটি পাইনি। তবুও আমরা বেড়াতে চলে যাই। তখন প্রোডাকশন হাউস থেকে আমার নামে পুলিশে কমপ্লেন করে। তখন আমরা ঠিক করি যে, ওখানেই বিয়ে করব। রেজিস্ট্রি বিয়ে পরে হয়।

কেরিয়ারের শুরুতেই বিয়ে! কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হয় না?

আমার স্বশ্রববাড়ি খুব সাপোর্টিভ। এরকমও হয়েছে সারারাত শুটিং করে আমি পরদিন সকালে বাড়ি ফিরেছি। কিন্তু আমার স্বামী বা স্বশ্রববাড়ির দিক থেকে কোনও সমস্যা হয়নি।

ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয়ের ক্ষেত্রে...

স্বামীর সঙ্গে এ ব্যাপারে ভীষণ কমফোর্টেবল। আমার প্রফেশন নিয়ে কোনও প্রবলেম হয় না। বরং সেই সব সিন ভাল হলে ও-ই আমার প্রশংসা করে।

ডিস্ক বা পাবে যান?

হ্যাঁ, ডিস্কে যাই, আমি নাচতে আর হইচই করতে খুব ভালবাসি।

কী ধরনের আউটফিট পছন্দ?

আমি জিন্স পরতে ভীষণ ভালবাসি। যেখানেই যাই, জিন্স আর ক্যাজুয়াল টপে ভীষণ কমফোর্টেবল।

সেন্ট্রাল লিড



সিল্ক চান্দেদি দোপাট্টা
(ছবি: ১)

শুধু দোপাট্টা দিয়েই তৈরি করা
যায় নিজস্ব ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।
বিভিন্ন ধরনের দোপাট্টা ও
ড্রেপিং স্টাইল নিয়ে হাজির
ঈশ্বিতা বসু

দিল mange দোপাট্টা more

দোপাট্টা আজ আর শুধু পোশাকের অনুষঙ্গ নয়, সে স্বতন্ত্র। স্বাধীন তার অস্তিত্ব। সে তৈরি করেছে নিজস্ব ফ্যাশন স্টেটমেন্ট। আবার শুধু 'পোশাক' এই অভিধাতেই দোপাট্টা সীমাবদ্ধ নয়, ভালবাসা, রাগ, অভিমান... আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সঙ্গেও এর নিবিড় যোগ। চোখের জল মুহূর্তে ওড়না, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমের মুহূর্তে গোপনতার সাক্ষী সে কিংবা টেনশন কাটাতেও হাতের আঙুলে তার জড়িয়ে থাকা। শুধু তাই নয়, কবির কল্পনায়, গানের বোলে ওড়নার





সিল্কের প্রিন্টেড দোপাট্টা

মঙ্গলগিরি দোপাট্টা

আনাগোনা। ‘হাওয়া মৌঁ উড়তা জায়ে মেরে লাল দুপাট্টা মলমল কা...’ (বরসাত), ‘লগা চুনরি মৌঁ দাগ...’ (দিল হি তো হ্যায়) ইত্যাদি। এই দোপাট্টা কিন্তু আবার বিভিন্ন জায়গায় ভিন্ন-ভিন্ন নামে পরিচিত! কোথাও পরিচিত ওড়না বা ওড়নি নামে, কোথাও চুনরি। পাকিস্তানে আবার এটির নাম ‘চাদর’। তবে নামে কী আসে যায়! এ প্রসঙ্গে দোপাট্টার উদ্ভব হল কীভাবে সেটা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক। সিন্ধু সভ্যতায় ‘আজরক’ নামে এক ধরনের টেক্সটাইল পাওয়া যেত। অনেকের মতে, এটি থেকেই পরে দোপাট্টার চলন। আর একটি মত অনুসারে, সিন্ধু সভ্যতায় এক রাজার মূর্তির বাঁ কাঁধে চাদরের মতো দেখতে একটি কাপড় জড়ানো ছিল। কাপড়ের মতো দেখতে জিনিসটি থেকেই দোপাট্টা এসেছে। যাই হোক, এর পর কালের স্রোতে ভারতীয় মেয়েদের পোশাকে ওড়না হয়ে উঠেছে অবিচ্ছেদ্য। একটা সময়

পর্যন্ত সালোয়ার-কামিজ বা চুড়িদার-কুর্তার সঙ্গে দোপাট্টা নেওয়া ছিল মাস্ট! কিন্তু সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ধরাবাঁধা নিয়ম থেকে দোপাট্টা বেরিয়ে এসেছে। ওড়না নিয়ে ফ্যাশন ডিজাইনাররা নতুন-নতুন এক্সপেরিমেন্ট করছেন। বদলেছে এর ডিজাইন, ফ্যাব্রিক এমনকী পরার ধরনও। একটি সুন্দর দোপাট্টা বদলে দিতে পারে, যে কোনও পোশাকের মাত্রা।

খুব সাধারণ একটা সালোয়ার-কামিজ অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে একটা ভাল দোপাট্টার সঙ্গে পেরে। সঠিক দোপাট্টা ঢেকে দিতে পারে যে কোনও পোশাকের খামতি। আর সুন্দর পোশাককে আরও সুন্দর করতে দোপাট্টার জুড়ি নেই।

নানা ধরনের দোপাট্টা

এমন কোনও ফ্যাব্রিক নেই, যা দিয়ে দোপাট্টা তৈরি হয়নি। সুতি, কোটা, জর্জেট, শিফন, কটন চান্দেরি, সিল্ক চান্দেরি, মটকা সিল্ক, ঘিচা, তসর সিল্ক, টিসু, জুট এবং আরও কত নাম না জানা ফ্যাব্রিকে তৈরি হয়েছে দোপাট্টা। সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে ডিজাইনও। ব্লকপ্রিন্ট, ভেজিটেবল ডাই, টাই অ্যান্ড ডাই, বাটিক প্রিন্ট ও নানা ধরনের এমব্রয়ডারির মিশেলে দোপাট্টা সুন্দর থেকে



(ছবি: ২)

সিল্ক কটন দোপাট্টা

সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

কোন ধরনের ওড়না ফ্যাশনে ইন!

অসংখ্য দোপাট্টার ভিড়ে এবার খুঁজে নিই, কোন ধরনের দোপাট্টা ফ্যাশনে ইন! মধ্যপ্রদেশের চান্দেরি ফ্যাব্রিকে তৈরি ওড়না ফ্যাশনে হটকেক। পরের স্থানটি নিঃসন্দেহে মাহেশ্বরী'র। এটি দেখতে অনেকটা চান্দেরের মতো হলেও সারা ওড়নার জমি জুড়ে জরির বর্ডার এবং কখনও ছোট-ছোট বুটিও থাকে। এটি চান্দেরের তুলনায় একটু পাতলা হয়। আর এক ধরনের দোপাট্টার কথা না বললেই নয়। সেটি হল, মঙ্গলগিরি ও ভেকটগিরি। এতে একরংয়ের জমির উপর জরির চওড়া বা সরু ডিজাইনের পাড় থাকে। পাড়ের উপরে দাঁতের মতো কাজ থাকে, যা দিয়ে এটিকে আলাদা করা যায়। চলতি বসন্ত ও গরম আসার আগে ফ্যাশনে সুতির দোপাট্টা চলে এসেছে। নতুন রকমের দেখতে থ্রি ডায়মেনশনাল বা মাল্টিকালার সুতির ওড়না নিউ থিং। নানা রংয়ের পাড় বা জমি জুড়ে বিভিন্ন রংয়ের চেক বা স্ট্রাইপ থাকলে কেয়া বাত! রাজস্থানের ‘কোটা’ ফ্যাব্রিকের দোপাট্টাও ইন। এর মধ্যে চিকন, ডাই, ভেজিটেবল ডাই করা দোপাট্টার চাহিদা বাড়ছে। ক্রাশড দোপাট্টার চাহিদা কমলেও একেবারে আউট নয়, কারণ যে কোনও পোশাকের সঙ্গে এই দোপাট্টা দিব্যি যায়। টিসুর দোপাট্টা আবার ফ্যাশনে ফিরছে। এছাড়া অল টাইম হিট



মিক্সড কটন দোপাট্টা



সিল্কের দোপাট্টা

হল, ব্লক প্রিন্ট, ভেজিটেবল প্রিন্ট আর জয়পুরি প্রিন্টেড দোপাট্টা।

কোন পোশাকে কোন দোপাট্টা

এর কোনও নিয়ম নেই। তবে মোটের উপর একটা ধারণা করা যেতেই পারে।

একরংয়ের সালোয়ার-কামিজ, চুড়িদার-কুর্তি বা পাতিয়ালাস সঙ্গে প্রিন্টেড দোপাট্টা ভাল মানায়।

আবার উলটোটোও হতে পারে, প্রিন্টেড কামিজের সঙ্গে একরংয়ের দোপাট্টা। সঙ্গে কিন্তু সেই রংয়ের চুড়িদার, পাতিয়ালা বা লেগিংস। কামিজের সঙ্গে কনট্রাস্ট চুড়িদার বা লেগিংস পরলে সেই রংয়ের সঙ্গে মানিয়ে দোপাট্টার প্রিন্ট নিলে মানানসই হবে!

আবার রং ঠিকঠাক মেলাতে পারলে কামিজ, বটম এবং দোপাট্টা, তিনটে ভিন্ন-ভিন্ন রংয়েরও হতে পারে।

প্রিন্টেড পাতিয়ালা বা চুড়িদারের সঙ্গে রং মিলিয়ে প্রিন্টেড দোপাট্টা নেওয়ারও চল রয়েছে।

সুতির কামিজের সঙ্গে কটন সিল্ক বা চান্দেরি সিল্কের দোপাট্টা বেশ যায়। সিল্কের এক কালারের কামিজের সঙ্গে ভারী এমব্রয়ডারি বা জরির কাজ করা দোপাট্টা সাজে আলাদা মাত্রা আনে। কামিজ ছাড়া লং স্কার্ট, কুর্তির সঙ্গেও দোপাট্টা নেওয়ার রেওয়াজ আছে।

কেবল ট্র্যাডিশনাল পোশাকের সঙ্গেই নয়, চাইলে জিন্স-টপ বা কুর্তির সঙ্গেও দোপাট্টা ট্রাই করাই যায়। সাধারণভাবে জিন্স-কুর্তির সঙ্গে স্কার্ফ নেওয়ার চল বেশি, কিন্তু এই ধরনের পোশাকের সঙ্গে দোপাট্টা নিলে ইন্দো-ওয়েস্টার্ন লুক আসে।

দোপাট্টা নেওয়ার স্টাইল

শাড়িতে যেমন নতুন-নতুন ড্রেপিং স্টাইল এসেছে, দোপাট্টাতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে ওড়না পরার পাঁচটি স্টাইল দেওয়া হল।

ছবি: ১

শাড়ির আঁচল যেভাবে নিই, অনেকটা সেভাবেই দোপাট্টা ড্রেপ করা হয়েছে। প্রথমে ওড়নাকে ভাল করে প্লিট করে নিতে হবে। এবার এটিকে সমানভাগে

অল টাইম হিট প্লেন কটন দোপাট্টা। সঙ্গে ব্লকপ্রিন্ট থাকলে তো একেবারে সুপারহিট!



ভাগ করে, একটি অংশ ধরে কাঁধের একদিকে পিন করে নাও। পিন করা অংশটার নীচের দিকও খুব পরিপাটি হবে শাড়ির আঁচলের মতো। কিন্তু অন্যদিকের অংশটা একেবারে উলটো, একটি হাতের উপর দিয়ে প্লিটগুলো ক্যাজুয়ালি ধরে রাখতে হবে। অর্থাৎ একদিক শাড়ির আঁচলের মতো দেখতে লাগবে, অন্যদিক শাড়ির কুঁচির মতো লাগবে। এই ধরনের স্টাইল কিন্তু ভাল করে প্লিট করা যায়, এমন কোনও মেটিরিয়ালের ওড়না দিয়েই করতে হবে।

ছবি: ২

গলায় পেঁচিয়ে এনে সামনের দিকে ছেড়ে রাখো। সামনের দিকে ওড়না খানিকটা ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পিছনের দিকের অংশটা একটু বেশি ঝুলবে। পিছনদিকের ওড়না প্রয়োজনে হাতেও ধরে রাখা যেতে পারে। যে কোনও হালকা ফ্যাব্রিকের সঙ্গে এই ধরনের স্টাইল ভাল লাগে।

ছবি: ৩

কলেজে, পার্টিতে বা আউটিংয়ে গেলেও এই স্টাইল চলতে পারে। প্রথমে দোপাট্টা ভাল করে ভাঁজ করে নিতে হবে। এবার ভাঁজ করা অংশটা নিয়ে গলায় পেঁচিয়ে ফাঁস লাগানোর মতো করে বাকি অংশটা বাইরে বের করতে হবে।

এটা অনেকটা টাইয়ের মতো দেখতে লাগে। খুব খরখরে ফ্যাব্রিক ছাড়া যে-কোনও দোপাট্টা নিয়ে এই স্টাইল করা যেতে পারে।

ছবি: ৪

খুব ভাল করে প্লিট করে নাও। এবার একদিকের অংশটা এক কাঁধে পিন করে

ক্রাশড দোপাট্টা





পিয়ের সিল্ক কাঁথা কাজের দোপাট্টা

(ছবি: ৬)

দিকে দু'পাশে ঝুলিয়ে দাও। ক্রাশড দোপাট্টা হলে এই স্টাইল জাস্ট ফাটাফাটি। শিফন, জর্জেট, কটনের দোপাট্টার সঙ্গেও ভাল যায়। কিন্তু চান্দেরি, মাহেশ্বরী, সিল্ক নৈব নৈব চ।

ছবি: ৬

এটা অনেকটা সামনে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরার মতো দেখতে লাগে। মাঝখান থেকে ধরে খুব ভাল করে প্লিট করে নাও। এবার একদিক কাঁধের উপরে রেখে আর একদিকে আঁচলের মতো ফেলে রাখতে হবে। বাকি অংশটা অন্য হাতের পিছনের দিক থেকে এনে কাঁধে পিন করে নাও। যে কোনও প্রিন্টেড বা এমব্রয়ডারি করা দোপাট্টায় এটা ভাল মানায়।

ছবি: ৭

দোপাট্টা ভাল করে পেঁচিয়ে নিতে হবে। তারপর গলায় দু'বার ঘুরিয়ে নাও। এবার সামনের

দিকের অংশটা আঁচলের মতো কুঁচি করে রেখে দাও। পিছনের দিকটা এমনই ছেড়ে রাখো।

ছবি: ৮

কুর্তির সঙ্গে স্কার্ট, জিন্স পরে, তার সঙ্গে এভাবে ওড়না নিলে বেশ অন্যরকম লুক আসে। দোপাট্টার মাঝের অংশ নিয়ে একদিকের হাতের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে, পিছনদিক থেকে গলার উপর থেকে এনে সামনে ঝুলিয়ে দাও। বাকি অংশটা পিছনদিক থেকে অন্য কাঁধের উপর দিয়ে



কটন কোটা প্রিন্টেড দোপাট্টা

সামনে ফেলে রাখো। শিফন, জর্জেট ছাড়া অন্য কোনও ফ্যাব্রিকের দোপাট্টায় এই স্টাইল হবে না।

ওড়না নিয়ে তো অনেক আলোচনা হল, কিন্তু শেষ হয়েও হল না শেষ, যদি না বলা হয় ছেলেদের কথা। কারণ ছেলেরাও এর দখল নিয়েছে। কুর্তা, পাঞ্জাবি, শেরওয়ানি... যে কোনও ভারতীয় পোশাকের সঙ্গে দোপাট্টা ভাল মানায়। সাজে নতুন মাত্রা আনে। আর এখানে যে স্টাইলগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো ছেলেরাও ফলো করতে পারে।

মডেল: রুকমা, অনিষ্কিতা, নিকিতা, কুশল
মেকআপ: নৃপুণ ভট্টাচার্য, হেয়ার: কৃষানু
চট্টোপাধ্যায়, স্টাইলিং: অভিষেক মৈত্র,
ফোটো: সুশোভন সাহা, পোশাক ও দোপাট্টা
সৌজন্য: ফ্যাব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্থান পার্ক
নীল দোপাট্টা: আনোখি, ফোরাম মল

নাও। বাকি অংশটা অন্য হাতের মধ্য থেকে পেঁচিয়ে আনো। সিল্ক বা কটন দোপাট্টার হলে এই স্টাইলটা ভালভাবে করা যায়।

ছবি: ৫

দোপাট্টার মাঝের অংশটা ধরে একদিকে নিয়ে গলায় আলগা করে ফাঁস দিয়ে দু'টি কাঁধের উপর দিয়ে সামনের



মাল্টিকালার কটন দোপাট্টা

পোশাক সৌজন্য: স্বদেশ গ্রহন

(ছবি: ৭)



মাহেশ্বরী দোপাট্টা

(ছবি: ৮)



শিফন দোপাট্টা

শাহরুখ খান

শাহরুখ সান্নিধ্যে

স্থলে বা অন্তরীক্ষে... কোথাও শাহরুখ খানের ভক্তের কমতি নেই! মালয়েশিয়া থেকে 'টেম্পটেশন রিলোডেড' টুর সেরে বিমানে মুম্বই ফিরছিলেন তিনি। হঠাৎই পাইলট বিমানে শাহরুখের উপস্থিতির কথা জেনে, প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে, তা একেবারে মাইকে ঘোষণা করে দিলেন। তারপর সে কী কাণ্ড! যাত্রীরা পড়িমরি করে ছুটলেন একবার 'সামনে থেকে' কিং খানকে দেখতে। চিৎকার, হাততালির চোটে তখন কান পাতা দায়! বেশ খানিকক্ষণ ধরে এমন হইচই চলে যে, যাত্রীদের খাবার দিতেও দেরি করে ফ্যালেন এয়ারহস্টেসরা। অবশ্য তা নিয়ে অভিযোগ ছিল না কারওই।

সূচ থেকে ফাল!

রণবীর কপূরকে 'রয়' ছবিতে নেওয়া হয়েছিল অতিথিশিল্পী হিসেবে এবং অর্জুন রামপাল ছিলেন নায়ক। কিন্তু ছবির কাজ এগোতেই দেখা গেল, রণবীরের রোল ক্রমশ বেড়েছে এবং অর্জুনের কমেছে। এতে নাকি মনে-মনে গুসসা হয়েছে অর্জুনের। খুব স্বাভাবিক! পরিচালকমশাই বিক্রমজিৎ সিংহের অবশ্য সাফ কথা, স্ক্রিপ্ট পরিবর্তন আসতেই পারে, এ নিয়ে অর্জুন রাগ করবেন কেন? বেচারী অর্জুন কী-ই বা করেন! কেরিয়ারের তো হাঁড়ির হাল। মুখ খুললে যদি ছবিটাও হাত ফসকে যায়!

অর্জুন রামপাল

রণবীর কপূর

যুদ্ধং দেহি

'গুলাব গ্যাং'-এর প্রচারে সম্প্রতি কলকাতায় ঘুরে গেলেন মাধুরী দীক্ষিত। মেকআপ বা অলঙ্কারের বাহুল্য নেই, কিন্তু হালকা হলুদ রংয়ের চুড়িদার ও কুন্দনের দুলে তিনি সেদিন অনন্যা। তাঁর চেহারা বয়স ছাপ ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু লাবণ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। এ ছবিতে তিনি 'রাজ্জা', যে মেয়েদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এই চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে তাঁর সমস্যা হয়নি, কিন্তু কঠিন ছিল লড়াইয়ের দৃশ্যে অভিনয় করা। "ডেনভারে থাকতে আমার ছেলেদের সঙ্গে তাইকোন্ডো শিখেছিলাম, যেটা আমাকে খুব সাহায্য করেছিল চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে। শাওলিন ট্রেন্ড মাস্টার কনিষ্ক শিখিয়েছে অস্ত্র চালানো, লাঠিখেলা। তা ছাড়া, আমাদের ফাইটমাস্টারও খুব হেল্প করেছেন," বলেছেন মাধুরী।

মাধুরী দীক্ষিত

স্বাদবদল

বেশ কয়েকটি মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবিতে অভিনয় করেছেন নুসরত। তাই এবার বোধ হয় স্বাদবদলের জন্য অন্য ধরনের ছবি 'সন্ধে নামার আগে'-তে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে। এই ছবিতে তিনি ছাড়াও রয়েছেন রাহুল বসু, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও পলাশ সেন। ছবিতে একজন এনআরআই-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে নুসরতকে। তাঁর চরিত্রের নাম রুশা। সে দেশে ফিরে আসে বাবা-মায়ের মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন করতে। অন্ধকার থেকে আলোর এই যাত্রাপথে তার সঙ্গে আলাপ হয় রাহুলের। এ ছবিতে ডিটেকটিভের ভূমিকায় রাহুল। তাঁরা দু'জনে মিলে খুঁজে বের করেন রুশার বাবা-মায়ের মৃত্যুরহস্য।

নুসরত



গুলাব গ্যাং

গুলাব গ্যাং

পরিচালনা: সৌমিক সেন
 অভিনয়: মাধুরী দীক্ষিত, জুহি চাওলা
 গল্প: এ ছবি মেয়েদের প্রতি সমাজের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে মেয়েদেরই গর্জে ওঠার গল্প। ছবির প্রেক্ষাপট উত্তর ও মধ্যভারত। রাজ্জা (মাধুরী) ওই এলাকার সমস্ত নির্যাতিতা মেয়েদের নিয়ে গুলাব গ্যাং নামে একটি দল গড়ে তোলেন দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। তাদের লাঠিখেলা সহ নানারকম প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর এ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নেত্রী সুমিত্রা দেবী (জুহি চাওলা)। গুলাব গ্যাং কতটা সফল হবে এই লড়াইয়ে?

কুইন

পরিচালনা: বিকাশ বহেল
 অভিনয়: কঙ্গনা রানাওয়াত, রাজকুমার রাও, লিজা হেডেন
 গল্প: রানি (কঙ্গনা) দিল্লির এক রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, যখন বিয়ের আগে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় তাঁর হবু স্বামীর (রাজকুমার) মৃত্যুর খবর আসে। কিন্তু তখন চোখের জল ফেলার বদলে রানি জীবনটাকে অন্যভাবে দেখতে চেষ্টা করে। সে একাই হনিমুনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেখানে গিয়ে সে নিজেই এক সম্পূর্ণ নতুন 'রানি' কে আবিষ্কার করে।



কুইন

ডেটিং সিক্রেট

আচ্ছা, ডেটিংয়ে গেলে তুমি কীরকম ভাবে যাও? নিশ্চয়ই ফুলপরিচি হয়ে। আরে বাবা সেটাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু মিলা কুনিসের 'পারফেক্ট ডেটিং' তখনই হয়, যখন তিনি ও তাঁর বয়ফ্রেন্ড অ্যাশটন কুচার দু'জনেই সাদা টি-শার্ট ও জিন্স পরে বেরোন। কোনও সাজগুজু নেই, একদম সাদামাটাভাবে। তারপর একটু গপ্পো, হাত ধরে ঘোরা বা চিঁজ শপে যাওয়া... এতেই নাকি এই হলিউড অভিনেত্রী পান ডেটিংয়ের মজা। আহা! যারা সর্বক্ষণ বৈভবের মধ্যে থাকেন, তাঁদের মাঝেমাঝে অল্পবিস্তর সাদামাটা হতে মন্দ লাগবে কেন!



মিলা কুনিস ও অ্যাশটন কুচার

এক নজরে

- * অভিনেত্রী ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট এবার পরিচালকের আসনে। পুরোদস্তুর ছবি নয়, একটি মিউজিক ভিডিয়ো পরিচালনা করবেন 'সেজ প্লাস দ্য সেন্টস' ব্যান্ডের জন্য।
- * তিনটি পনেরো মিনিটের ছোটগল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে ঋষিণ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত শর্টফিল্ম 'অ্যাশেমড কিউপিড'। মেয়েদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা এই ছবি।
- * 'চাঁদের পাহাড়'-এর পর ফের অন্য ধরনের চরিত্রে টলিউড সুপারস্টার দেব। আপকামিং ছবি 'বুনো হাঁস'-এ তারকাসুলভ গ্ল্যামার সরিয়ে রেখে একেবারে পাশের বাড়ির ছেলের ইমেজে দেখা যাবে তাঁকে।



দেব

ইন্স্টাগ্রাম

বঙ্গললনারা কেমন হাটলেন র‍্যাম্পে?
বেঙ্গল ফ্যাশন উইক ঘুরে এসে
লিখছেন ঈশ্বিতা বসু

পার্ক হোটেলে তিনদিন ধরে চলল
'কিংফিশার আলট্রা বেঙ্গল ফ্যাশন
উইক', ছিলেন কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লির
ফ্যাশন ডিজাইনার। জয়া মিশ্র-এর 'রং
রসিয়া' ও 'গজগামিনী' থিম দিয়ে শোয়ের
সূচনা। লাইভ পারফরম্যান্সের সঙ্গে মডেলদের
ক্যাটওয়াক, শোয়ে আলাদা মাত্রা আনে। কাঁথা,
বালুচরির মিশেলে নতুন কালেকশন নিয়ে হাজির
ছিলেন ডিজাইনার অগ্নিমিত্রা পল। দ্বিতীয় দিনের
চমক ছিল ডিজাইনার রকি এসের কালেকশন।



মনোভিরাজ খোসলার সুইমওয়্যারে মডেল



এ ডি সিংহের কালেকশনে
শোস্টপার রেশমি ঘোষ



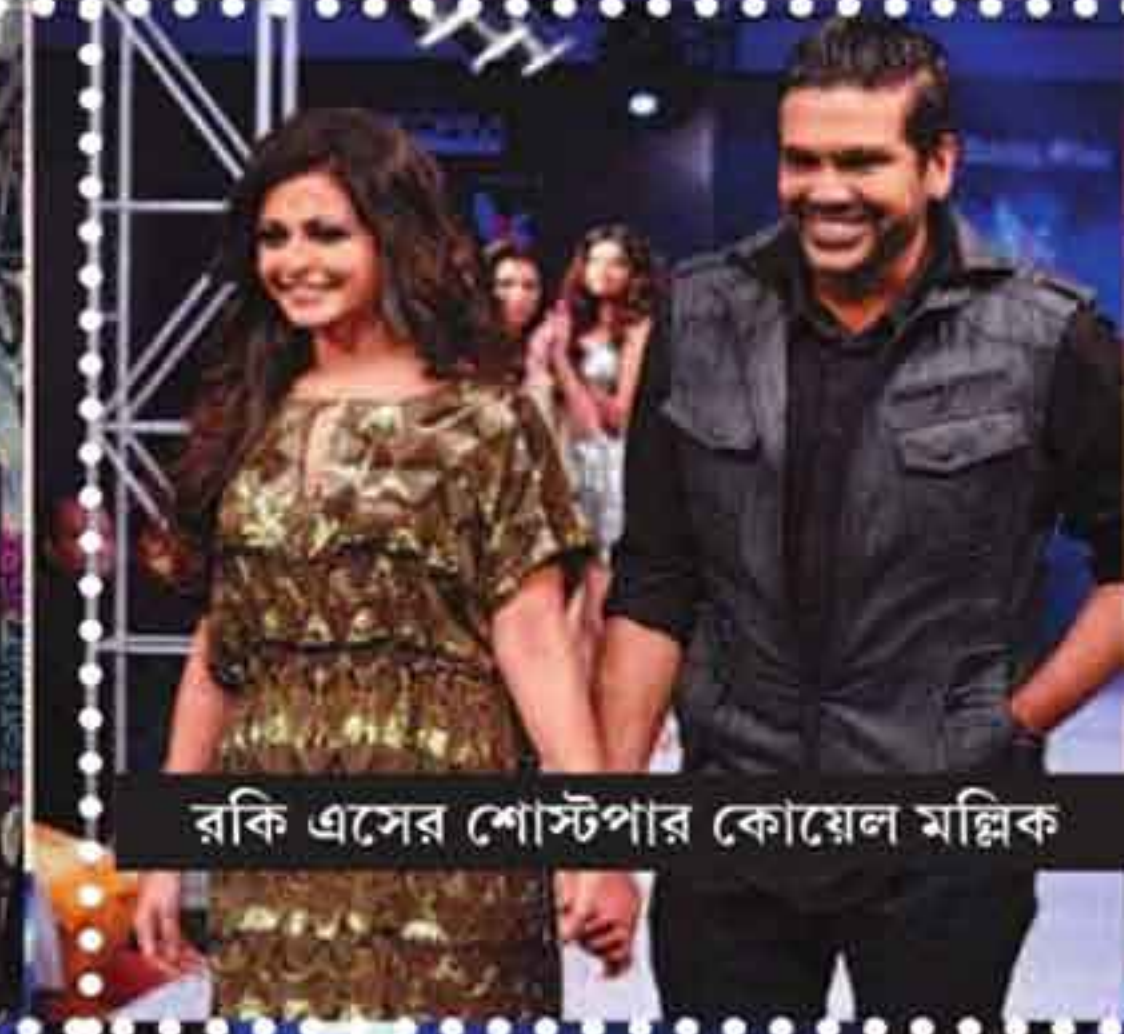
যতীন কোচরের কালেকশন

তিনদিন ফ্যাশন ইন!

রকি এসের শো-স্টপার ছিলেন কোয়েল মল্লিক। যতীন কোচরের
শো-স্টপার ছিলেন মীরা চোপড়া। কিন্তু সব ছাপিয়ে দাগ কেটে
যায় ডিজাইনার মনোভিরাজ খোসলার শো। স্টেজের মধ্যে নাচে-
গানে মজার ক্যাটওয়াকে গ্র্যান্ড ফিনালে বেশ জমে উঠেছিল।



মুনাজের কালেকশনে
নুরত ও শোয়ের খান



রকি এসের শোস্টপার কোয়েল মল্লিক



মনোভিরাজ খোসলার পার্টি লুকে মডেলরা



জ্যোতি সচদেবের
কাউলনেক ড্রেস



অগ্নিমিত্রা পলের
এথনিক ওয়্যার



ছোট পরদার 'মহাভারত' ধারাবাহিকের

অর্জুন সকলের প্রিয়। পরদায় বীর যোদ্ধা হলেও শাহির

শেখ কিন্তু আসলে লাজুক। কথা বললেন শ্রাবন্তী চক্রবর্তী

Q অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করার অফারটা যখন তোমার কাছে প্রথম আসে, কী মনে হয়েছিল তোমার? 'স্বস্তিক প্রোডাকশন'-এর সঙ্গে এর আগে আমি 'নব্যা' সিরিয়ালে কাজ করেছি। তাই আমার অভিনয়ক্ষমতা বা দক্ষতা সম্পর্কে ওদের একটা ধারণা আগে থেকেই ছিল। প্রযোজকদের কাছে এই শো-টা খুব বড় এবং আমার কাছেও। চরিত্রটা নেওয়ার সময় বেশি কিছু না ভেবেই আমি হ্যাঁ বলে দিই। কারণ এই সুযোগটা আমি কোনওভাবেই হারাতে চাইতাম না।

Q চরিত্রটার জন্য কীভাবে তৈরি করেছ নিজেকে? অর্জুন সম্পর্কে কিছু বই পড়তে শুরু করি। তারপর নিজের চেহারা গঠনের দিকে একটু নজর দিই। আমাকে এর জন্য একটু ওজনও বাড়াতে হয়েছে। চুলটাও বড় করেছি। এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে দৌড়নো এবং জগিংও শুরু করতে হয়েছে।

Q তোমার পনিটেল লুকটা তো এখন বেশ হিট... আসলে ট্র্যাকটা ছিল যে পাগুবরা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্ন্যাসীর বেশে। আমার চুলটা বারবার মুখের উপর এসে পড়ছিল, তাই আমি চুলটা বেঁধে নিয়েছিলাম। খুব ভেবেচিন্তে কিছু করিনি। এই লুকটা আমার ফ্যানদের ভাল লেগেছে শুনে আমার দারুণ লাগছে।

Q 'অর্জুন'-এর লুকটাকে এত স্পেশ্যাল করার জন্য তুমি নিজেকে কতটা ক্রেডিট দেবে? অর্জুন একজন যোদ্ধা এবং রাজপুত্র। এরকম একটা চরিত্রে অভিনয় করা আমার স্বপ্ন ছিল বলা যায়। আমার কাছে চরিত্রটির স্টাইলের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর ব্যবহার, জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা।

Q ধারাবাহিকে পাগুবদের মধ্যে একটা দারুণ কেমিস্ট্রি দেখা যাচ্ছে। এর রহস্য কী? আমাদের অফজিন কেমিস্ট্রিটা দারুণ। মনে হয়, আমরা সত্যিই

পাঁচ ভাই। আমরা সকলে একসঙ্গে জুটলে আমাদের থামানো মুশকিল। এর মধ্যে রোহিত, মানে আপনাদের 'যুধিষ্ঠির'-এর সঙ্গে আমি 'নব্যা'তেও কাজ করেছি। ওখানেও ও আমার ভাই-ই ছিল।

Q তোমাদের শুটিং তো বেশিরভাগই মুম্বইয়ের বাইরে। বাইরে শুটিং হলে অনেকটা সময় বেরিয়ে যায়। লাইফে কী-কী মিস করছ? সত্যি বলতে এই মুহূর্তে পার্সোনাল লাইফ বলে আমার আর কিছুই নেই। শুটিংয়ের বাইরে আর কিছুটা করার ফুরসত নেই। একটু সময় পেলে ঘুমিয়ে নিই। আমি ঘুমোতে খুব ভালবাসি। তবে সেটাও সবসময় হয়ে ওঠে না। তাই সেটাই এখন সবচেয়ে বেশি মিস করি।

Q ভবিষ্যতে কি বড় পরদায় অভিনয়ের ইনিংস শুরু করার

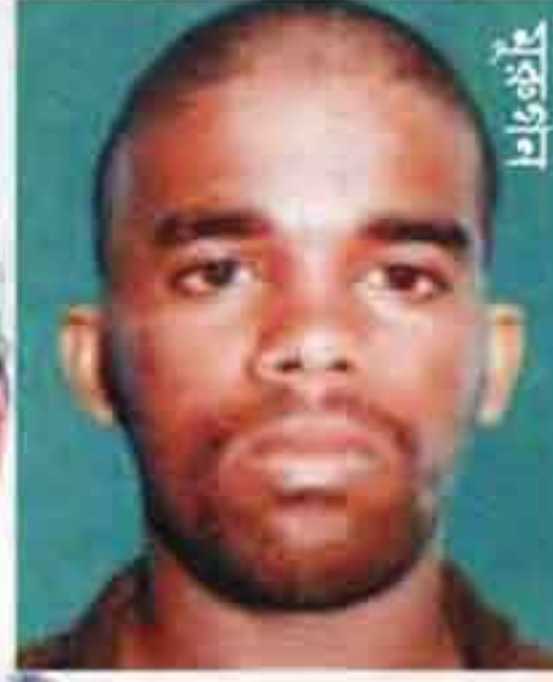
ইচ্ছে রয়েছে? আপাতত আমি 'অর্জুন' হয়েই বেশ আছি। ফিল্মে একটা ছোট্ট রোলে মুখ দেখানোর জন্য কখনওই আমি টিভিকে বাই-বাই বলতে চাই না। এটুকু বলতে পারি যে, এখন আমি ছোটপর্দাতেই ভাল আছি।

Q যশ, টাকা এবং অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে তোমার জীবনে কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ? টাকা, যশ তারপর অ্যাওয়ার্ডস। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাল কাজ করা। তা না হলে এর কোনওটাই কিন্তু আসবে না।





তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা



মুর্গন



পেরারিবালান



শান্তন

আত্মবিশ্বাসী কোহলি

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অস্থায়ী অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন বিরাট কোহলি। তবে অধিনায়কত্বের ভার একটুও ভাবাচ্ছে না তাঁকে। বরং ঢাকায় পৌঁছে কোহলি বিবৃতি দেন, “গত কয়েক বছর ধরে ধোনি যা করেছে, তার তুলনায় আমার এই দায়িত্ব কিছুই নয়। আমি একটা টুর্নামেন্টের জন্যই ক্যাপ্টেন।” তিনি আরও বলেন, “ভারতের অধিনায়ক হওয়া মানে প্রশংসা এবং সমালোচনা দুইয়ের জন্যই তৈরি থাকতে হবে।” টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্যে বন্ধপরিকর কোহলি জানান যে, টিমের রেকর্ড এখন বেশ ভাল। এটা আরও ভাল করাই তাঁদের বর্তমান উদ্দেশ্য।



বিরাট কোহলি

লড়াই করবে তামিলনাড়ু

রাজীব গান্ধীর হত্যাকারীদের মুক্তির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তামিলনাড়ু, তার স্থগিতাদেশ চেয়ে আগেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল কেন্দ্র। সেই প্রসঙ্গে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা জানান, এই মামলায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রস্তুত তাঁরা। বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও অনড় জয়ললিতা এই নিয়ে এখনই মিডিয়ার কাছে মুখ খুলতে নারাজ। প্রধান বিচারপতি পি সত্যশিবম ও তাঁর ডিভিশন বেঞ্চ ১৮ ফেব্রুয়ারি হত্যাকারী মুরগন, শান্তন এবং পেরারিবালানের মৃত্যুদণ্ড মকুব করেন। কারণ তাঁদের ১১ বছর জেল খাটা হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের সেকশন ৪৩২ ধারা অনুসারে তামিলনাড়ুকে অধিকার প্রয়োগ করার অধিকার দিয়েছিলেন বেঞ্চ।

টুকরো খবর

- * শীর্ষ বাছাইকে উড়িয়ে দিয়ে দিল্লি ওপেনে খেতাব জিতলেন সোমদেব দেববর্মণ। আলেকজান্ডার নেদোভাইসভকে হেলায় হারিয়ে কেরিয়ারের তৃতীয় এটিপি চ্যালেঞ্জ পকেটে পুরলেন তিনি।
- * বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য বিকৃত করে দেখানো হচ্ছে এই অভিযোগে ভারতে ‘গুন্ডে’ ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার আর্জি জানাল সে দেশের বিদেশমন্ত্রক।
- * ‘তেহলকা’র প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক তরুণ তেজপালের সেল থেকে মোবাইল উদ্ধার করল গোয়া পুলিশ। যদিও তরুণের দাবি মোবাইলটি তাঁর নয়। প্রসঙ্গত ওই সেলে তিনি ছাড়া আরও চার বন্দি রয়েছে।

উদ্ধার প্রেসিডেন্টের বিপুল বিলাসদ্রব্য

কিছুদিন আগেই জনতার বিক্ষোভের কাছে মাথা নোয়াতে হয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচকে। এখন তিনি পলাতক। এই সুযোগে তাঁর ‘প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে’ ঢুকে একেবারে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড় একদল বিক্ষোভকারীর। এক মাইল দীর্ঘ পাঁচিলঘেরা অঞ্চলে আছে ছ’টি প্রাসাদ, দুর্লভ প্রজাতির পশু-পাখির সম্ভার, ‘ভিটেজ’ এবং ‘ক্লাসিক’ গাড়ির কালেকশন, প্রতিটি গাড়ির জন্য গ্যারেজ, প্রেসিডেন্টের রেসুরাঁ হিসেবে ব্যবহৃত ‘গ্যালিয়ন’ নামে একটি বিশাল জলদস্যু জাহাজের মডেল, প্রাসাদে ভিতর ব্যক্তিগত ব্যবহারের বিশাল গল্ফকোর্স, তা ছাড়াও নিপার নদীর পাড়ে তৈরি বাগানে ছিল কৃত্রিম পাহাড়, জঙ্গল বারনা। অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত কোনও দেশের প্রেসিডেন্টের এই অস্বাভাবিক বিলাসবহুল লাইফস্টাইল তৈরি করেছে নতুন বিতর্ক।



ইয়ানুকোভিচকের বিশাল সম্পত্তির একখণ্ড

বেসু এখন ‘আইআইইএসটি’

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির (বেসু) দেশের প্রথম ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’ (আইআইইএসটি) তে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রাজ্যসভায় ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বিল’টি পাশ হওয়া। তবে ১৯ ফেব্রুয়ারি সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়ে গেল বিলটি। বেসুর উপাচার্য অজয় রায় জানান, “অত্যন্ত আনন্দ সংবাদ। তবে দেশের প্রথম আইআইইএসটি হিসেবে দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেল।” এই উত্তরণের ফলে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনার পাশাপাশি গবেষণার সুযোগও মিলবে। আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৫০০০।



বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি

‘সুখবর’ নেই...

ইদানিং বেশ খানিকটা ওজন বেড়েছে বিদ্যা বালনের। পোশাকআসাকের ক্ষেত্রেও নাকি বদল এসেছে। তার মধ্যে আবার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ঘনঘন চেকআপ করাতে যাচ্ছেন তিনি। এই দেখে জোর গুজব রটে যে, ‘মা’ হতে চলেছেন বিদ্যা! এদিকে এই খবর শুনে তো আকাশ থেকে পড়লেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, হাতে এখন গুচ্ছের কাজ, তার বাইরে কিছুই ভাবছেন না। তা হলে পরিবার পরিকল্পনা কী এখন ব্যাকসিটে? বিদ্যার গুগলি, “একদিন হয়তো এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব। কিন্তু এখনই কোনও ‘সুখবর’ নেই।”



বিদ্যা বালন

ভাগ্যের ফের

এখন তিনি হলিউডের নামী অভিনেত্রী। ফ্যান এবং পাপারাঞ্জির জ্বালায় তাঁর বাইরে বেরনো দায়। তবে এই মেগান ফক্সই নাকি একসময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্যামফ্লেট বিলি করতেন। এটুকুই নয়, গল্পে আরও টুইস্ট আছে! মেগানকে নাকি ‘কলা’ সেজে রাজপথে দাঁড়িয়ে এই কাজ করতে হত। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আসলে টিনএজে নিজের পকেটমানি জোগাড় করার জন্য একটা স্মুদি (এক ধরনের শরবত) শাপে কাজ নিয়েছিলেন মেগান। সেখানেই নাকি তাঁকে এই কাজ করতে বলা হয়েছিল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্যামফ্লেট বিলি করা সেই ছোট্ট মেগানই এখন হলিউড কাঁপাচ্ছেন... একেই হয়তো বলে ভাগ্যি!

যশ এবং মধুমিতা



আদায় কাঁচকলায়...

পরদায় জিপ্টের প্রয়োজনেই দু’জনের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক, তবে পরদার বাইরেও নাকি এর খুব একটা ব্যতিক্রম হয় না! কথা হচ্ছে ‘বোঝে না সে বোঝে না’ ধারাবাহিকের ‘এসআর’ (যশ দাশগুপ্ত) এবং ‘পাখি’কে (মধুমিতা সরকার) নিয়ে। ক্যামেরা অফ হলেই নাকি কোনও না

কোনও অজুহাতে ঝগড়া করতে থাকেন দু’জনে। যশের কথায়, “আমি অনেকসময় শট দেওয়া নিয়ে ওকে ধমক দিই। ও তাতে এমন একটা লুক দেয়, মনে হয়, পুরো খেয়ে ফেলবে। অনজ্ঞিত তো বটেই অফজ্ঞিতও আমরা টম অ্যান্ড জেরি।” হুম, তা আর বলতে!



নেমারের ব্রেকআপ!

ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার নেমারের সঙ্গে প্রকাশ্যে ব্রেকআপ হয়ে গেল তাঁর বিখ্যাত মডেল বান্ধবী ক্রনা মার্কুইজেন-এর। মিডিয়ার দাবি, ভৌগলিক দূরত্বই নাকি এই ব্রেকআপের মূল কারণ। ইনস্টাগ্রামে নেমার কিছুদিন আগে পোস্ট করেছিলেন, “তুমি আমার হৃদয় জুড়েই রয়েছ। তবে আমার

পক্ষে তোমার কাছে যাওয়া এখন সম্ভব নয়।” তবে ক্রনা তাঁর সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট থেকে তাঁদের সব ছবি উড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করেন, তাঁর পক্ষে এই সম্পর্ক আর ধরে রাখা সম্ভব নয়। তবে গোপন খবরটা হল, আসলে তাঁদের ব্রেকআপ নাকি নিউ ইয়ার পার্টিতে হয়ে গিয়েছিল।

মেগান ফক্স



হরোস্কোপ



এরিজ (২১/৩-২০/৪)
স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। কোনও বয়স্ক মানুষকে সাহায্য করার সুযোগ পাবে। শুভ দিন: ৪, ৯



টরাস (২১/৪-২১/৫)
কোনও কাজের প্রশংসা এখনই না পেলেও মন খারাপ করো না, খুব শীঘ্রই সুফল পাবে। প্রেমে সমস্যা আসতে পারে। শুভ দিন: ৭, ৮



জেমিনি (২২/৫-২১/৬)
প্রেমের জন্য সময়টা খুব ভাল। কাজের চাপ থাকলেও সহজেই উতরে যাবে। শরীরের যত্ন নাও। শুভ দিন: ৮, ১২

ক্যানসার (২২/৬-২৩/৭)
পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে হবে এবং নিজেদের সম্পর্কের খামতি থেকে ভবিষ্যতের শিক্ষা নাও। শুভ দিন: ১৫, ১৭



লিও (২৪/৭-২৩/৮)
যারা সিঙ্গল তারা তাড়াতাড়ি মিঙ্গলড হতে চলেছে। কাজের জায়গা পরিবর্তনের কথা এখন না ভাবাই ভাল। শুভ দিন: ৪, ১০



ভার্গো (২৪/৮-২৩/৯)
তোমার পার্টনারের সাফল্য আসার সম্ভাবনা আছে এবং পার্টনারের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকবে। শরীরস্বাস্থ্য ভালই থাকবে। শুভ দিন: ৮, ১৭



লিরা (২৪/৯-২৩/১০)
পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে, নিজের কাজের জায়গায় একটু বুদ্ধি করে এগিয়ে যেতে হবে। শুভ দিন: ৭, ১৪



স্কর্পিও (২৪/১০-২২/১১)
তোমার মনের ইচ্ছেগুলো পূরণ হওয়ার সময় এসেছে। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রশংসা পাবে। খারাপ সময় কেটে ভাল সময় আসছে। শুভ দিন: ৪, ১১



স্যাজিটেরিয়াস (২৩/১১-২১/১২)
সমস্যা এলে ঘাবড়ে যেয়ো না। সহজেই সমস্যা মিটে যাবে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ভাল সময় কাটবে। শুভ দিন: ৬, ১৩

কেপ্রিকর্ন (২২/১২-২০/১)
সময়টা ভাল যাবে। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য উপযুক্ত সময়। মনখারাপ কেটে যাবে। শুভ দিন: ৮, ১৫



অ্যাকোয়ারিয়াস (২১/১১৯/২)
জীবনে শুভ সময় আসতে চলেছে। পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। টাকা পয়সার অবস্থা ভাল থাকবে। শুভ দিন: ৭, ৮



পাইসেস (২০/২-২০/৩)
প্রেমে একটু সমস্যা আসতে পারে, কিন্তু সেটা নিয়ে চাপ নিয়ো না। কেরিয়ারের জন্য সময়টা খুব ভাল। শুভ দিন: ৬, ১৩



Celeb birthday



সেলেব্রিটিরা কীভাবে সেলিব্রেট করেন নিজের জন্মদিন। এই নিয়েই '১৯ ২০'-র Celeb Birthday। এবারের সেলেব্রিটি যিশু সেনগুপ্ত।
ওর জন্মদিন ১৫ মার্চ।



জন্মদিন সকলের কাছেই স্পেশ্যাল। আর জন্মদিনটা সকলেই চায় যে, কাছের মানুষের সঙ্গে কাটাতে। কিন্তু এবছর যিশুর পক্ষে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না যে, কীভাবে সেলিব্রেট করবেন এবারের জন্মদিন। এখন যিশু মুম্বইতে যশরাজ প্রডাকশনের শুটিংয়ে ব্যস্ত। তাই এখনও তিনি জন্মদিন পালন করার কোনও পরিকল্পনা করতে পারেননি।

যিশুর জন্মদিনে পাঠকের মেসেজ

► Birthdays come and go, everyone grows up a year every year, and gifts are opened and thrown. But I want that my birthday wishes stay with you forever. Very Happy Birthday to you..
সায়ক দেবনাথ,
ই মেল মারফত

► আজ তোমার জন্মদিন। জীবন

হোক তোমার রঙিন, সুখ যেন না হয় বিলীন। দুঃখ যেন না আসে কোনওদিন।
হ্যাপি বার্থ ডে...

প্রীতম ঘোষ, সাতগাছিয়া

► হ্যাপি বার্থ ডে যিশুদা!
সুকান্ত সাহা, ই মেল মারফত

► Look outside its so pleasant!/sun smiling 4 u,/ tree dancing 4 u,/birds singing 4 u,/bcz i requested them all to wish u./Happy birth day.

তানিয়া দাস, ই মেল মারফত

► জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা রইল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার সেদিনটা যেন আর অন্যদিনের থেকে সব চেয়ে ভাল কাটুক।
প্রিয়া শূর, বাগুইহাটি

► কারও Thursday প্রিয় দিন/ কারও Friday/আমার যে শুধু একটাই প্রিয় দিন/ তোমার Birthday..হ্যাপি বার্থ ডে
জয়শ্রী দত্ত, উত্তর ২৪ পরগনা

আমার কোড ২১৫। আমার বয়সফ্রেন্ডের সঙ্গে সম্পর্ক চার বছর হয়ে গিয়েছে। আমাদের বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়তই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক কেমন হতে পারে এবং

তোমার এবং তোমার পার্টনারের

প্রেম কোশেট কেমন?

একশোয় একশো? নাকি মাত্র এক! নিজেদের কম্প্যাটিবিলিটি জানতে নীচের কুপনটি কেটে ভর্তি করে পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। সেই সঙ্গে তোমার পছন্দের একটি তিন অঙ্কের সংখ্যা লিখে পাঠাও, যেটি আমরা তোমার কোড নম্বর হিসেবে প্রকাশ করব। আমাদের ঠিকানা, '১৯ ২০', এবিপি প্রা. লি. ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা: ৭০০০০১

আমাদের মাস্টলিক দোষ আছে কি না, সেটা যোটক বিচার করে বলে দিলে খুব উপকার হয়।
মউ দাস, উত্তর চব্বিশ পরগনা

তোমাদের যোটক বিচার করে মোট ৩৬ পয়েন্টের মধ্যে ২৬ পয়েন্টের মিল পাওয়া গিয়েছে। সাধারণত ১৮ পয়েন্টের মিল থাকলেই ভাল বলা হয়, কিন্তু তোমাদের অনেকটা বেশি পয়েন্টই আছে। অন্যদিকে তোমার বয়সফ্রেন্ডের মাস্টলিক দোষ আছে কিন্তু তোমার নেই। শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তোমাদের মধ্যে মতামতেরও যথেষ্ট মিল থাকবে। একে অপরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকবে। এক কথায় বেশ ভাল যোটকেরই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে যে একটু-আধটু

জোড়বিজোড়

ঝামেলা হচ্ছে, সেটা কথা বলে মিটিয়ে নাও। তাই তোমরা নিজেরা চাইলে এই সম্পর্ক নিয়ে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে পার।

আমার কোড ১২৩। আমার একটি ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। কিন্তু আমাদের পরিবার এটা মেনে নিচ্ছে না। আমাদের যোটক বিচার করে আমাদের বিবাহিত জীবন কেমন হতে পারে, সেটা জানালে খুব উপকৃত হব।

সূচনা সাহা, বারাসাত

তোমার দেওয়া তথ্য অনুসারে যোটক বিচার করে মোট ৩৬ পয়েন্টের মধ্যে ২৯.৫ পয়েন্টের মিল পাওয়া গিয়েছে, যেটা খুব ভাল। অন্যদিকে ছেলেটির মাস্টলিক দোষ আছে কিন্তু তোমার নেই। তোমাদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে মাঝে-মাঝে একটু সমস্যা হলেও সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। তোমাদের মানসিকতার মিল থাকবে এবং নিজেদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা থাকবে। তাই তোমরা চাইলে এই সম্পর্ক নিয়ে ভবিষ্যতের চিন্তাভাবনা করতে পার এবং চেষ্টা করলে পরিবারকেও মানিয়ে নিতে পারবে।

তোমার নাম

নাম

কোড

বয়স

ঠিকানা

পুরো জন্মের তারিখ (ইংরেজি মতে)

জন্মের সময়

জন্মের স্থান

পার্টনারের নাম

নাম

বয়স

ঠিকানা

পুরো জন্মের তারিখ (ইংরেজি মতে)

জন্মের সময়

জন্মের স্থান



বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন 9830405945



Neelam Sinha, Dubai

**University Approved
BHM, DHM, MHM**

Committed to provide JOBS to all students in Hotels, Airlines, Hospitals & Tourism.

CALL : 9830012536



SUBHAS BOSE INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
AH - 274, SALT LAKE CITY, KOLKATA - 91, PH : 2359 8508

সুন্দরকে করে সুন্দরতম !!

হার্বাল

ম্যাসোলিন

হাউসটোপারল্যান্স
ব্রেস্ট কেয়ার অয়েল এন্ড ক্যাপসুল

হার্বাল ম্যাসোলিন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে আর আপনাকে করে **পরিপূর্ণা**



Oil : 50/100/500 ml. Pack



Capsule : 30's pack



মনিং স্টার হার্বাল লেঙ্গেডিভ চূর্ণ ২টা
ম্যাসোলিন অয়েল 50ml. প্যাকেটের সাথে

সকল দোকানে পাওয়া যায়
For the information of Registered and Practitioners only

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~

আমেরিকার ১ নম্বর সেক্স বর্দ্ধক যন্ত্র

অল্পমতায় মিলবে সমস্যা?



নিজের সেক্স লাইফে ফিরিয়ে আনুন **Excitement!** শরীরে/মনে নতুন আনন্দ আর তৃপ্তি অনুভব করুন। যৌন অক্ষমতা দূর করে এবং ৩০-৪০ মিনিট মিলন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। স্বপ্নদোষ, শীঘ্রপতন, শিথিলতা, সম্ভাবনহীনতায় ৩০ দিনের ওষুধের জন্য

মাত্র ৮৪০/-, ১২৬০/- যোগাযোগ করুন।

আর সঙ্গে বিনামূল্যে পান - DVD, 4GB Memory Card, Ladies Breast Cream. আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ১০০% জনপ্রিয়।

কোন সাইড এফেক্ট নেই!

ব্রেস্টের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলুন

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ১০০% জনপ্রিয়



মহিলাদের সৌন্দর্য্য এবং আকর্ষণীয়তার সম্পূর্ণ সমাধান। আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ছাড়া আপনার স্তনকে সুন্দর, সুডৌল আকর্ষণক ও সুগঠিত করুন Breast Improvement যন্ত্রের সাহায্যে মাত্র ২৫ দিনের মধ্যে।

চিকিৎসার ব্যয় ১,০০০/- (শ্রীমতি) ও ১,৫০০/- (একজেনিট)

পাইলস (অশের চিকিৎসা)

আমাদের চিকিৎসায় রক্তাঙ্ক হোক অথবা শুকনো, অর্শ মূল থেকে ঠিক হয়ে যায় এবং রক্ত বেরোনো বন্ধ হয় ও গোড়া থেকে শুকিয়ে পড়ে যায়।

১,০০০/- ও ১,৫০০/-

09658838468, 09478437913, 09337585961

www.amarboi.com

ছবির খেলা

পাশের ছবি চারটে দেখে বলো তো কী মনে হচ্ছে?
লিখে পাঠাও ১২ মার্চের মধ্যে

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর: হরোস্কোপ বা রাশিফল
সঠিক উত্তরদাতা: প্রিয়ঙ্কা দেব (ই মেল মারফত)

এবার খোঁজো

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর: দামোদর, ভেটকি, কটকি,
মটকিতে, জলপাইগুড়ি, বোয়ালের

সঠিক উত্তরদাতা: প্রিয়া চাকলাদার, সায়ক দেবনাথ,
গোপাল চক্রবর্তী (ই মেল মারফত), ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য
(শ্রীরামপুর), সুমঞ্জনা নাগ (শোভাবাজার)

এবার খোঁজো...

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি, যাত্রীরা
দুলিতেছে তরী, জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরবে হাল, আছে কার?
কে আছ জোয়ান হও হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ ... ভারী, দিতে হবে, নিতে হবে তরী পার।

এবার খোঁজো শূন্যস্থানের শব্দ

শব্দ-কল্প-দ্রুম

পাশের অক্ষরগুলো জুড়ে শব্দ
(অন্ততপক্ষে তিনঅক্ষরের) বানিয়ে লিখে
পাঠাও। আ, ই, উ অক্ষরের মতো ও
যথাক্রমে আ-কার, ই-কার, উ-কার
হিসেবেও ব্যবহার করতে পারো।

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর: ফলক, উদর,
আদর, ধারালো, ফোড়ন, উড়ান, ফলন,
নকুলদানা ইত্যাদি।

সঠিক উত্তরদাতা: সায়ক দেবনাথ,
অভিদৃপ্তা গুপ্ত, অভিষেক বিশ্বাস,
গোপাল চক্রবর্তী (ই মেল মারফত)

দ ল
ত শ ক
প

নামমিলাপ্তি

হিমালয় ইউরোপ
আন্দিজ
রুকি আল্পস উরাল
এশিয়া উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
রাশিয়া

বাড়ি দাখো

নামমিলাপ্তিতে পর্বত ও দেশের নাম দেওয়া হল। কোন
দেশে কোন পর্বত, মিলিয়ে লিখে পাঠাও আমাদের
ঠিকানা।

আমাদের ঠিকানা: ১৯২০, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা: ৭০০০০১। মেল: unish.kuri@abp.in

গত সংখ্যার সঠিক উত্তর: পলাশির যুদ্ধ-১৭৫৭, মহাবিদ্রোহ-১৮৫৭,
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-১৯১৪, বঙ্গভঙ্গ-১৯১১, বঙ্গারের যুদ্ধ-১৭৬৪

সঠিক উত্তরদাতা: তাপস সোরেন, প্রিয়া চাকলাদার, অতীশ দাস,
প্রিয়ঙ্কা দেব, অভিষেক বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা দে, অভিজিৎ নন্দর, অনল
মাহাতো (ই মেল মারফত), শুভজিৎ লাহা (হাওড়া)

*You're
one half
of the world
and the reason
for the other
half.*

*Prega News salutes all the roles
you take on and wishes you a
happy International Women's Day*

Prega News[®]
Pregnancy Detection Card



For more information:
Toll Free No. : 1800 1034 400
www.preganews.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



*As per ORG-IMS November, 2013.

বিশিষ্ট জীবোগ বিশেষজ্ঞ

ডাঃ গৌতম খাঙ্গীর

পরিচালিত

বার্থ



এখন মাত্র “এক ক্লিক” দূরে

www.birthindia.in

বেঙ্গল ইনফার্মিটি এন্ড রিপ্রোডাক্টিভ থেরাপি হাসপাতাল

৩৬বি, এলগিন রোড, কোলকাতা-৭০০ ০২০

ফোন : ০৩৩ ২৪৮৬ ২৪২৪ মোবাইল : ০৯৮৩০৬৬৬৬০৬